বর্তমান সালাফিদের
সালাফ বিরোধী আকিদা - ১

বেলাল বিন আলী

প্রস্তুতিমূলক প্রকাশনাঃ ২০১৮

بسم الله الرحمن الرحيم

সূচিপত্র

ভূমিকা / ৬

আল্লাহ কী সর্বত্র বিরাজমান ? / ৯

সালাফিদের ভ্রান্ত আকিদার ভিত্তি দুইটি / ১৯

১- আল্লাহ্কে দেহ বিশিষ্ট সত্ত্বা মনে করা / ১৯

২ – আকিদাতে গোমরাহ হাশাঈ ফেরকার মূলনীতি গ্রহণ / ২১

৩ - যারা সিফাতের মাঝে বর্ণিত শব্দের বাহ্যিক অর্থ ধরে তাদের সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ও জামাতের রায় । / ২২

ইমাম তাহাবী রঃ এর কথার অপব্যাখ্যা। / ২৫

তাফঈদ কাকে বলে ? / ২৮

১ - তাফঈদের দলিল / ৩০

২ - তাফঈদের ক্ষেত্রে ছয়টি বিষয় জরুরী / ৩০

৩ - আল্লাহর সিফাতের বাহ্যিক অর্থ না ধরে শব্দগুলোর অর্থ এবং তার উদ্দেশ্য আল্লাহ দিকে অর্পণ করাই সালাফদের মানহাজ এবং এটার নিরাপদ । এর কয়েকটি উদাহরণ / ৩১

৪ - তাফঈদ এবং সালাফি আকিদার মধ্যকার সূক্ষ্ম একটি পার্থক্য / ৩৬

তাবীল (التأويل) কাকে বলে ?/ ৪০

১ - তাবীলের জন্য কয়েকটি মূলনীতি / ৪১

২ - পূর্ববর্তী ইমামদের থেকে তাবীলের কিছু দলিল / ৪২

৩ – পরবর্তী ইমামরা কেন তাফঈদের পরিবর্তে তাবীল করলেন / ৪৬

মুসলিম শরীফে বর্ণিত বাদীর হাদিসে বর্তমান সালাফিদের জালিয়াতি । / ৪৭

ইমাম আবু হানিফা রঃ এর কথার অপব্যাখ্যা / ৫৩

ইমাম আবু হানিফা রঃ বলেনঃ আল্লাহর হাতকে তার কুদরত বা নেয়ামত বলা যাবে না / ৫৫

ইমাম মোহাম্মদ রঃ এর কথাকে বিকৃতি । ৫৮

শায়েখ উছাইমিনের অবস্থা দেখুন / ৬০

শায়েখ আলবানী এবং বাংলাদেশ আহলে হাদিসের দৃষ্টিতে ইমাম বুখারি মুমিন, মুসলিম এবং সহি আকিদার ছিলেন না । / ৬৩

আল্লাহ তালা বলেনঃ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ – কোন কিছুই আল্লাহর সদৃশ নয়। /৬৬

আল্লাহর কী আঙ্গুল আছে ? / ৬৮

আল্লাহর কী “পা” আছে ? / ৭০

আল্লাহ কী উপর থেকে নামেন ? ৭৩

১ – ইবনে হাজারের দৃষ্টিতে বর্তমান সালাফিদের পরিচয় / ৭৪

২ – আল্লাহ নামা বিষয়ে সালাফিদের জঘন্য আকিদা । / ৭৬

আল্লাহর কী আকৃতি বা ছুরত আছে ? ৭৮

আল্লাহ্ কী আসমানের উপরে আছেন ? ৮২

১ – একটি প্রশ্নঃ আল্লাহর ক্ষমতা কী দুনিয়াতে নেই ? / ৮৪

২ – কোন কোন সালাফিকে দেখা যায় উল্লেখিত আয়াতের “ফি” শব্দটিকে “উপরের” অর্থে ধরেন , বিষয়টা কতটুকু যৌক্তিক ? / ৮৬

মুতাশাবীহ আয়াত নিয়ে এক সালাফির সাথে কথোপকথন / ৮৭

আল্লাহ্ কী সত্বাগত ভাবে আরশে আছেন ? / ৮৯

আশারী , মাতুরিদী আকিদা কারা অনুসরণ করেছেন / ৯১

১ - তাফসির শাস্ত্রে আশারী ও মাতুরিদি আকিদার যারা ছিলেন / ৯১

২ - হাদিস শাস্ত্রে আশারী ও মাতুরিদি আকিদার যারা ছিলেন / ৯২

৩ -ইসলামী ইতিহাস শাস্ত্রে আশারী ও মাতুরিদি আকিদার যারা ছিলেন / ৯২

ইবনে তাইমিয়ার নামে এ কোন আকিদা দিচ্ছে বর্তমান সালাফিরা ? / ৯৪

বর্তমান আহলে হাদিস বা সালাফিদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত বলা যাবে না । / ৯৬

ফেরেশতা সম্পর্কে আকিদা / ৯৯

১ - একটা জরুরি বিষয় / ১০০

২ - ফেরেশতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাবে চারটি আকিদা / ১০১

সহি আকিদা নিয়ে এক সালাফির সাথে কথোপকথন / ১০২

সর্বশেষ কিছু কথা / ১০৪

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর , যিনি এক এবং যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই , এবং যার কোন শরিক নেই । যার সদৃশ বা সমকক্ষ কেউ নেই । এবং যিনি সৃষ্ট সকল গুণাবলী থেকে মুক্ত ও চিরপবিত্র । এবং তিনি সর্বপ্রথম, যার পূর্বে শুরু বলতে আর কিছু ছিল না, এবং তিনিই সর্বশেষ , যার পরে শেষ বলতে আর কিছু নেই । সৃষ্টির কোন কিছুই যার সদৃশ বা মত নয় । যিনি স্থান এবং সময় থেকে চির পবিত্র । এবং যিনি বিভিন্ন সীমা ও পরিসীমা থেকে চির পবিত্র । আল্লাহ সম্পর্কে যা বর্ণিত, তা আল্লাহর উদ্দেশ্যের উপরই ঈমান রাখি এবং রাসুল সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা বর্ণিত, তা রাসুল সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদ্দেশ্যের উপর ঈমান রাখি ।

দুরুদ ও সালাম আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং আল্লাহ তালা সম্পর্কে সবচেয়ে অবগত হজরত মোহাম্মদ সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ।

অনলাইন জগতে প্রায় কয়েকটা শব্দ শুনা যায় , "সহি আকিদা" বা "সহি সালাত" , "সহি আকিদাতে ফিরে আসলেন" । এই সমস্ত শব্দ আমার যে সকল ভাইরা বলে থাকেন তারা আকিদাতে নিজেদের সালাফি এবং আহলে হাদিস দাবি করেন এবং তাদের মতে তাদেরটাই সহি আকিদা । এবং যারা কাওমী মাদ্রাসায় পড়েন বা কাওমীর সাথে সম্পর্ক রাখেন , তাদের সম্পর্কে বলে থাকেন , তাদের আকিদা সহি নয় । এবং তারা আহলে সুন্নাত এবং জামাতের আকিদার উপর নেই । এবং পূর্বেকার সকল সাহাবী এবং চার ইমাম এবং অন্যরা সালাফি আকিদার ছিলেন । বুঝে বা না বুঝে তারা কোরআনের আয়াত বা হাদিস পেশ করেন নিজেদের আকিদার সপক্ষে । এবং আমাদের দেশের সাধারণ ভাইরাদের দ্বিধা - দন্দে ফেলে দেন । ফলে কোরআন ও হাদিস এবং সালাফদের সঠিক ব্যাখ্যা না জানার কারণে তাদের কথাতে অনেকে বিভ্রান্ত হচ্ছেন এবং সঠিকটা নির্ণয় করতে পারছেন না । অথচ সালাফে সালেহিন

আল্লাহর সিফাতের আলোচনা সাধারণ মানুষের সামনে করতেন না। এবং না করার জন্য নিষেধ করতেন । যেমনঃ খতীব আল বাগদাদী রঃ বলেনঃ মুহাদ্দিস তার আলোচনাতে এমন কথা পরিহার করবেন যা বুঝার সাধ্য "সাধারণ" মানুষের নেই । যেন তারা ভুলে ও আন্দাজে কিছু না বলে ফেলে । কেননা হতে পারে তারা আল্লাহকে মানুষের সাথে উপমা দিয়ে দিবেন, অথবা আল্লাহর সাথে এমন কিছু যুক্ত করে দিবেন, যা আল্লাহর সাথে যুক্ত হওয়া অসম্ভব। যেমন "**আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে বর্ণিত হাদিসসমূহ, যার বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর জন্য উপমা সাব্যস্ত করে এবং তাকে দেহ বিশিষ্ট করে এবং তার জন্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও অংশ সাব্যস্ত করে**" । যদিও হাদিসগুলো সহি, তার পরেও সেই গুলো "তাবিলের" বিভিন্ন পথ ও পন্থা রয়েছে। সুতরাং **অপরিহার্য হল তা বর্ণনা করা উচিৎ এমন ব্যক্তির নিকট যারা তা সঠিকভাবে বুঝার যোগ্যতা রাখেন । কেননা আশঙ্কা আছে আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে বর্ণিত শব্দের প্রকৃত অর্থ না জানার কারনে, শব্দটির বাহ্যিক অর্থ নিলে সে গোমরাহ হয়ে যাবে ।** অথবা আল্লাহর সাথে উক্ত সিফাতকে খারাপ মনে করে, তা বাতিল করে দিবে এবং তার রাবী ও বর্ণনাকারীদের মিথ্যাবাদী বলে সে গোমরাহ হয়ে যাবে ।(আল জামি লি আখলাকির রাবী ও আদাবিস সামী - ২ / ১৪৮)

সালাফি ভাইদের পেশকৃত দলিলগুলো আসলেই তাদের সপক্ষে, না তারা গায়ের জোরে নিজেদের পক্ষে বানানোর চেষ্টা করছেন । এবং তাদের আকিদা কী বাস্তবেই সহি আকিদা যা সাহাবা এবং চার ইমাম এবং পূর্বেকার সকল ইমামরা রাখতেন ? এই সমস্ত প্রশ্নকে সামনে রেখে আমি ২০১৭ সাল থেকে আমার ফেসবুক আইডি থেকে তাদের দলিলগুলো নিয়ে পর্যালোচনা শুরু করি। আলহামদুলিল্লাহ্ প্রায় ২১ টির মত পর্ব লেখা হয় । পরবর্তীতে কিছু ভাই আগ্রহ প্রকাশ করেন পর্বগুলোকে এক সাথে করে দেওয়ার জন্য । এবং আমি একত্র করার কাজ শুরু করি । ফেসবুকে যতটুকু সম্ভব সংক্ষিপ্ত ভাবে পেশ করা হয়েছিল কেননা অনেকে বড় লেখা পড়তে চান না । তবে বইটিতে সেই সংক্ষিপ্ত আলোচনাকে সুবিন্যস্ত এবং আরো তথ্য সমৃদ্ধ করে পেশ করা হয়েছে ।

এবং নতুন কয়েকটি বিষয়কে যুক্ত করা হয়েছে । আলহামদুলিল্লাহ্ । এবং সালাফি ভাইরা জেহুত তাদের আকিদার বিরোধী দেওবন্দিদের মনে করেন এই জন্য দেওবন্দিদের কিতাব থেকে দলিল দেওয়া পরিহার করা হয়েছে । বলা যায় প্রায় দলিল এমন ব্যক্তিদের কিতাব থেকে দেওয়া হয়েছে যারা দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা হওয়ার শত শত বছর পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন । যাতে সকলের কাছে স্পষ্ট হয় কারা সালাফদের আকিদার উপর আছেন, **দেওবন্দিরা না বর্তমান সালাফিরা** ?

কিছু যায়গাতে কারো নিকট ভাষাগত বা বিন্যাসগত দিক থেকে ক্রটি মনে হতে পারে, এর কারণ হল বাংলা লেখাতে আমার যথেষ্ট দুর্বলতা আছে । আশা করি বিষয়টা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন । এবং মূল বিষয় এবং তথ্যগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখবেন ।

আরেকটি বিষয় হল বইটিকে লেখা হয়েছে আমার সালাফি ভাইদের বিভিন্ন দলিল বা প্রশ্ন বা আপত্তিকে সামনে রেখে । এই জন্য কিছু দলিল বা কিছু কথা পুনরুক্তি হতে পারে, আশা করি তাতে বিরক্ত না হয়ে প্রতিটা বিষয়কে আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পড়বেন ।

সর্বশেষ কথা হল আমি একজন মানুষ আমি মোটেও ভুলের উর্ধে নয় । সুতরাং কারো যদি কোন যায়গাতে কোন ভুল চোখে পড়ে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই নিম্মক্ত নাম্বার বা ইমেইলে জানানোর অনুরধ রইলো । আল্লাহ আমাদের সবাইকে প্রবৃত্তির অনুসরণ বা গোঁড়ামিকে পরিহার করে সত্যকে গ্রহণের তাওফিক দান করুন । এবং আল্লাহ আমার এই সামান্য খেদমতকে সদকায়ে জারিয়া হিসাবে কবুল করুন । আমীন ।

বেলাল বিন আলী

+8801623888211

ইমেইলঃ balalhossainbd9@gmail.com

আল্লাহ কী সর্বত্র বিরাজমান ?

কেউ কেউ বলে থাকেনঃ "**আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান**" ।

কথাটি দ্বারা উদ্দেশ্য কী ? যদি উদ্দেশ্য হয় এ কথা বুঝানো যে আল্লাহ জ্ঞানগত (علما) ভাবে সর্বত্র বিরাজমান , তাহলে কথাটি সহি ।

কিন্তু যদি উদ্দেশ্য হয় আল্লাহ স্বত্বাগত (بذاته) ভাবে সর্বত্র বিরাজমান , তাহলে এটা সহি আকিদা নয় । কেননা তখন এতে হুলুল , ইত্তেহাদ সাব্যস্ত হয় , যা জাহমিয়াদের আকিদা ।

আহলুস সুন্নাত ও জামাত "আল্লাহকে কোন জায়গা বা সময়ের মুখাপেক্ষী মনে করেন না" ।

উল্লেখিত দাবীকে তিন ভাবে সাব্যস্ত করা যায়ঃ

ক – কোরআন ও হাদিসের মাধ্যমে।

খ – যুক্তির মাধ্যমে ।

গ – বিভিন্ন ইমামদের কথার মাধ্যমে ।

ক - কোরআন ও হাদিসের মাধ্যমে।

১ – কোরআনে এসেছে (ليس كمثله شيئ) এই আয়াতে আল্লাহ্ সারা বিশ্ব এবং সারা বিশ্বে থাকা যে কোন জিনিষ আল্লাহ্র সাদৃশ্য হওয়াকে তিনি নাকচ করেন ।

২ – কোরআনে এসেছে (والله الغني وأنتم الفقراء) সূরাঃ মুহাম্মদ – ৩৮

ইমাম সুজাউদ্দীন (৭৩৩) বলেনঃ এই আয়াতের অপরিহার্য দাবী হল , আল্লাহ্ চির পবিত্র হওয়া এমন সকল কিছু থেকে মানুষ যার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে , যেমন কোন স্থান বা সময়ের সাথে যুক্ত হওয়া । (শারহুল আকিদা আত তাহাবিয়া - ১১১)

৩ - কোরআনে এসেছে (فإن الله غني عن العالمين) সুরাঃ আল ইমরান – ৯৭

ইমাম সুজাউদ্দীন (৭৩৩) বলেনঃ এই আয়তে আল্লাহ্ নিজেই তার জন্য অমুখাপেক্ষিতা সাব্যস্ত করছেন সারা বিশ্ব থেকে এবং সকল দিক থেকে এবং সারা বিশ্বের বিভিন্ন দিকে থাকা সকল স্থান থেকে । সুতরাং এই আয়াতের অপরিহার্য দাবী হল , আল্লাহ্কে উল্লেখিত সমস্ত কিছু থেকে চির পবিত্র সাব্যস্ত করা । এবং সারা বিশ্ব এবং সৃষ্ট সকল জিনিসের সকল গুণাবলী থেকে আল্লাহ্কে অমুখাপেক্ষি সাব্যস্ত করা ।(শারহুল আকিদা আত তাহাবিয়া ১১১)

৪ – কোরআনে এসেছে (الله الصمد) সুরা ইখলাছ – ২

ইমাম সুজাউদ্দীন (৭৩৩) বলেনঃ এই আয়াতেও আল্লাহ্ সৃষ্ট সকল গুনকে নিজ সত্ত্বা থেকে নাকচ করছেন । (শারহুল আকিদা আত তাহাবিয়া ১১১)

৫ - কোরআনের আছে (كل شيء هالك إلا وجهه) সূরাঃ কাছাছ – ৮৮

ইমাম রাজী রঃ বলেনঃ এই আয়াত এই কথা বুঝায় যে , একদিন আরশ এবং সকল স্থান এবং সকল দিক ধ্বংস হয়ে যাবে । কিন্তু তখন আল্লাহ্ বাকি থাকবেন , যিনি স্থান ও দিক থেকে পবিত্র । সুতরাং যখন সাব্যস্ত হল সব কিছু ধ্বংস হওয়ার পর আল্লাহ্ থাকবেন অথচ তখন কিছুই থাকবে না , তাহলে বর্তমানেও আল্লাহ্ কোন দিক বা জায়গাতে থাকা অসম্ভব সাব্যস্ত হয় । (তাসিসুস তাকদীস - ৭০)

৬ – হাদিসে এসেছে (كان الله ولم يكن شيء غيره) আল্লাহ্ ছিলেন তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না । (বুখারি ৭৪১৮)

ইমাম রাজী রঃ বলেনঃ আল্লাহ্ যদি কোন জায়গা বা স্থানের সাথে যুক্ত থাকেন, তাহলে এই জায়গাটাও আল্লাহ্‌র সাথে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক হয় । যা উল্লেখিত হাদিসের ভাষ্যের বিপরীত । অর্থাৎ আল্লাহ্ কোন জায়গাতে যুক্ত থাকার অর্থ হল আল্লাহ্‌র যেমন শুরু নেই , তেমনি ঐ যায়গারও কোন শুরু নেই । (তাসিসুস তাকদীস – ৭২)

৭ – আবুল মুজাফফর আল ইসফারানী রঃ (৪৭১) কোরআনে এসেছেঃ তিন ব্যক্তির মধ্যে কোন গোপন পরামর্শ হলে যার চতুর্থ জন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন । (মুজাদালা – ৭) ।

আরেক আয়াতে এসেছেঃ আল্লাহ্ তাদের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন । (নাহল – ২৬)

আরেক আয়াতে এসেছে আল্লাহ্ আরশে সমাসীন । (তহা – ৫)

আল্লাহ্ যদি কোন একটি স্থানের সাথে বিশিষ্ট হতেন তাহলে বিপরীতমুখি বিভিন্ন স্থানের দিকে নিজেকে যুক্ত করা শুদ্ধ হয় না । .... এই সমস্ত আয়াতের মাঝে সমন্বয় করলে নিশ্চিত রূপে যেই কথাটা সাব্যস্ত হয় , তা হল **“আল্লাহ্‌র জন্য সীমা বা পরিসীমাকে নাকচ করা” । এবং তিনি বিভিন্ন দিকের যে কোন একটি দিকের সাথে বিশিষ্ট হওয়া অসম্ভব** । (আত তাবসির ১৫৮)

৮ – হে আল্লাহ্ আপনি শুরু , আপনার পূর্বে আর কিছুই ছিল না । এবং আপনি শেষ আপনার পরে আর কিছুই থাকবে না । আপনি প্রকাশিত , আপনার উপরে কিছুই নেই । আপনি লুকায়িত , আপনার থেকে কিছুই গোপন নেই । (তিরমিজি –৩৪০০)

ইমাম বাইহাকী রঃ বলেনঃ “ আপনি প্রকাশিত , আপনার উপরে কিছুই নেই , আপনি লুকায়িত , আপনার থেকে কিছুই গোপন নেই ” যদি আল্লাহ্‌র উপরে কিছু না থাকে এবং তার থেকে লুকায়িত কিছু না থাকে , তাহলে আল্লাহ্ কোন স্থানে থাকতে পারেন না । (আল আসমা ও সিফাত – ৫০৬)

৯ – হজরত আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত , রাসুল সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ বান্দা সাজদার সময়ে মহান আল্লাহ্‌র অধিক নৈকট্য লাভ করে । কাজেই এ সময়ে তোমরা অধিক পরিমাণে দুয়া কর । (আবু দাউদ – ৮৭৫)

ক – ইমাম কুরতুবী রঃ বলেনঃ এই নিকটবর্তী হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্মান ও মর্যাদার মাধ্যমে নিকটবর্তী হওয়া , স্থানগত দূরত্ব বা পরিমাপের মাধ্যমে নয় **কেননা আল্লাহ্‌ স্থান ও সময় থেকে চিরপবিত্র** । (শারহুন নাসাঈ – ইমাম সুয়ুতী –১ / ৫৭৬)

খ – ইমাম মুরতাদা আজ জাবীদি বলেনঃ হাদিসের উদ্দেশ্য হল মর্যাদাগত ভাবে নিকটবর্তী হওয়া , স্থানগত দিক থেকে নয় , যেমন “**মুজাসসিমারা ধারণা করে যে , আল্লাহ্‌ আরশের সাথে যুক্ত**” ।(আল ইতহাফ –২ / ৩৭)

এই বিষয়ে যদি কোরআন ও হাদিস থেকে আরো দলিলের প্রয়োজন হয় , তাহলে তিনি ইমাম রাজী রঃ “তাসিসুস তাকদীস” বইটা পড়তে পারেন তিনি কোরআন ও হাদিস থেকে প্রায় ১৯ টি দলিল দিয়েছেন , আল্লাহ্‌কে কোন জায়গা বা স্থানের সাথে যুক্ত করা যাবে না এই মর্মে ।

খ - যুক্তির মাধ্যমে ।

“সামনে , পিছনে , ডান , বাম , উপর , নীচ” এই ছয়টি দিক এক সময় ছিলনা পরে সৃষ্টি হয়েছে । পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ হলেন এমন এক সত্ত্বা যার কোন শুরু নেই। এবং এই বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্‌ ছিলেন অথচ তখন “সামনে , পিছনে , ডান , বাম , উপর , নীচ” বলতে কোন কিছুই ছিল । অতপর আল্লাহ্‌ এই বিশ্বকে সৃষ্টি করলেন এবং তাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনলেন। তখন এই বিশ্বজগত ছয়টি দিকে আবদ্ধ হয়ে গেলো । এবং একদিন এই সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে তখনও আল্লাহ্‌ থাকবেন । সুতরাং আল্লাহ্‌ যদি কোন

জায়গার মুখাপেক্ষী হতেন , তাহলে এই বিশ্বজগত সৃষ্টির পূর্বেও জায়গার প্রয়োজন হত এবং সব ধ্বংসের পড়ও প্রয়োজন হত ।

গ - বিভিন্ন ইমামদের কথার মাধ্যমেঃ

১ – ইমাম জুয়াইনি রঃ (৪৮৭) বলেনঃ আহলে হকদের মাজহাব হল "আল্লাহ্‌ বিভিন্ন দিকের সাথে যুক্ত হওয়া বা কোন একটি দিকে অবস্থান করা থেকে চির পবিত্র । **"কাররামিয়া এবং হাশাঈ আকিদার কেউ কেউ এই মত পোষণ করে যে , আল্লাহ্‌ উপরের দিকের সাথে যুক্ত এবং উপরে অবস্থান করেন" । আল্লাহ্‌ তাদের কথা থেকে চিরপবিত্র ।** (আল ইরশাদ ৫৮)

২ – ইমাম তাহাবী রঃ (৩২১) বলেনঃ আল্লাহ্‌ বিভিন্ন সীমা এবং পরিসীমা থেকে চির পবিত্র .... এবং ছয়টি দিক আল্লাহ্‌কে বেষ্টন বা অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না । (আকিদাতুত তাহাবী ১১০)

৩ – ইমাম ইবনে হিব্বান রঃ (৩৫৪) বলেনঃ সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ্‌র যার জন্য কোন সীমা সাব্যস্ত নেই । (আসসিকাত – ১)

৪ – ইমাম ফাখরুদ্দিন বাজদাবী রঃ (৪৪২) বলেনঃ আল্লাহ্‌র জন্য দিক সাব্যস্ত করা অসম্ভব । (কানজুল উছুল ১ / ২৪৬)

৫ – ইমাম সারাখসি রঃ (৪৯০) বলেনঃ .....দিক সাব্যস্ত অসম্ভব কেননা নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কোন দিক নেই । (উছুলে সারাখসি – ১ / ১৮৫)

৬ – আবু মানসুর বাগদাদী রঃ (৪২৯) বলেনঃ আহলে সুন্নাত ও জামাত আকিদাতে যেই কয়টি মূলনীতির উপর একমত , তার মধ্যে একটি হলঃ "যিনি বিশ্ব জগতকে সৃষ্টি করেছেন তার থেকে সীমা ও পরিসীমাকে নাকচ করা" । **"কাররামিয়াদের" দাবি ভিন্ন , কারণ তারা বলে "আরশের সাথে মিশে আছে যেই দিকটি আল্লাহ্‌ তার শেষ সীমাতে আছেন" (অর্থাৎ উপর) ।**

এই দিকটি ছাড়া বাকি যেই পাঁচটি দিক আছে তার শেষ সীমা আল্লাহ্র জন্য সাব্যস্ত নয় । (আল ফারকু বাইনাল ফিরাক - ৩৩২)

৭ – আবু মুহাম্মদ আল জুয়াইনি রঃ , ইমামুল হারামাইন এর পিতা বলেনঃ আল্লাহ্র জন্য পরিসীমা সাব্যস্ত করা অসম্ভব ।(আত তাবসিরা - ১৮৩)

৮ – ইবনে হাজাম জাহেরি রঃ (৪৫৬) বলেনঃ **মূলকথা হল আল্লাহ্ কোন যায়গা বা সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয় । এটাই জুমহুর আহলে সুন্নাত ও জামাতের কথা ।** আমরা এটাই বলবো । এটা ছাড়া বাকি গুলো বাতিল হওয়ার কারণে ভিন্ন , তা বলা জায়েজ হবে না । (আল ফিসাল ১ / ৩৮৩)

৯ – ইমাম আবুল মুজাফফর আল ইসফারানী রঃ (৪৭১) “আত তাবসির” কিতাবে আকিদার ৪৭ টি মূলনীতি উল্লেখ করেন । যাতে সকল আহলে সুন্নাত ও জামাত একমত ,কারো কোন দ্বিমত নেই ।

৯ নাম্বার মূলনীতিতে তিনি উল্লেখ করেনঃ যেনে রাখো ,যিনি বিশ্বজগতকে সৃষ্টি করেছেন তার জন্য সীমা এবং পরিসীমা সাব্যস্ত করা জায়েজ হবে না । কেননা কোন একটি জিনিষ একটি সীমানার সাথে বিশিষ্ট হওয়া মানেই হল ,ঐ সীমানাতে সে আবদ্ধ হয়ে যাওয়া এবং সেটা তার অবস্থান সাব্যস্ত হওয়া । অথচ কোরআনে এসেছেঃ “তিন ব্যক্তির মধ্যে কোন গোপন পরামর্শ হলে যার চতুর্থ জন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন” । (মুজাদালা - ৭) । আরেক আয়াতে এসেছেঃ “আল্লাহ্ তাদের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন” । (নাহল - ২৬) । আরেক আয়াতে এসেছেঃ “আল্লাহ্ আরশে সমাসীন” । (তহা - ৫) ।

আল্লাহ্ যদি কোন একটি সীমার সাথে বিশিষ্ট হতেন তাহলে বিপরীতমুখি বিভিন্ন স্থানের দিকে নিজেকে যুক্ত করা শুদ্ধ হয় না । **তবে এই কথা বলা যাবে না , তিনি সবার সাথে আছেন , আবার এটাও বলা যাবে না , তিনি আরশের উপরে আছেন** । এই সমস্ত আয়াতের মাঝে সমন্বয় করলে নিশ্চিত রূপে যেই কথাটা সাব্যস্ত হয় , তা হল "**আল্লাহ্‌র জন্য কোন সীমা বা পরিসীমাকে নাকচ করা**" **। এবং তিনি বিভিন্ন দিকের যে কোন একটি দিকের সাথে বিশিষ্ট হওয়া অসম্ভব** ।

এবং তিনি ১৬ নাম্বার মূলনীতিতে উল্লেখ করেনঃ "নড়াচড়া করা বা স্থির থাকা , যাওয়া বা আসা , **কোন "জায়গাতে" থাকা** ... পৃথক হওয়া বা যুক্ত হওয়া ... আকৃতি থাকা ... বিভিন্ন দিগন্ত বা পাশ বা দিক ... এই সব কিছু আল্লাহ্‌র জন্য ব্যবহার জায়েজ হবে না । কেননা এই সব কিছু সীমা ও পরিসীমাকে সাব্যস্ত করে । আর আমরা পূর্বে দলিল পেশ করেছি আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে এ সব কিছু অসম্ভব ।

১০ – ইবনে রুশদ আল জাদ রঃ (৫২০) বলেনঃ আরশকে আল্লাহ্‌র দিকে যুক্ত করা হয়েছে আল্লাহ্‌র সম্মানার্থে যেমনি ভাবে বলা হয় "আল্লাহ্‌র ঘর" । এর অর্থ এটা নয় যে , তা আল্লাহ্‌র যায়গা বা তার থাকার স্থান । কেননা **আল্লাহ্ কোন জায়গাতে বিদ্যমান নয় । কারণ আল্লাহ্ যায়গা সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন** । (আল মাদখাল লি ইবনে হাজ ২ / ১৪৯)

১১ – এমনকি ইমাম আবু হানিফা রঃ (১৫০) যার আল ফিকহুল আকবরকে সালাফি ভাইরা প্রচার করে যে , এটা তাদের আকিদার কিতাব । নাউজুবিল্লাহ । সেই কিতাবে ইমাম আবু হানিফা লিখে রেখেছেন (لا حد له) আল্লাহ্‌র কোন সীমা নেই । (আল ফিকহুল আকবর)

১২ – ইমাজ গাজালী রঃ (৫০৫) বলেনঃ **হাশাঈ আকিদার লোকেরা আল্লাহ্‌র জন্য দিক সাব্যস্ত করে** । দিক সাব্যস্ত করার কারণে অপরিহার্য ভাবে

আল্লাহ্‌র জন্য “দেহ” এবং সৃষ্ট বিভিন্ন সিফাতের সাথে যুক্ত হওয়া সাব্যস্ত হয়ে যায় । (আল ইকতিসাদ - ১৪০)

১৩ – ইমাম রাজী রঃ (৬০৬) বলেনঃ আমি দাবী করি এমন এক সত্বা বিদ্যমান আছেন , **যিনি কোন জায়গা বা স্থানের সাথে যুক্ত নন** । (তাসিসুত তাকদিস - ৪৬)

১৪ – ইমাম ইবনে হাজার রঃ বলেনঃ **উপর , নীচ এই দিক দুটি আল্লাহ্‌র সাথে ব্যবহার অসম্ভব হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌ সত্বাগত ভাবে উপরে আছেন এটা বলা যাবে না** । কেননা আল্লাহ্‌র উঁচু হওয়ার অর্থ হল মর্যাদাগত দিক থেকে , সত্বাগত ভাবে অথবা পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা সম্ভব , এই দিক থেকে আল্লাহ্‌ উঁচু হওয়া অসম্ভব । (ফাতহুল বারী – ৬ / ১৭৪)

১৫ - আল্লামা ইবনে নুজাইম হানাফি বলেনঃ কেউ যদি বলে “আল্লাহ আসমানে আছেন” এটা বলা দ্বারা যদি তার উদ্দেশ্য হয় হাদিসে আসা বিভিন্ন বর্ণনার বাহ্যিক অবস্থা বর্ণনা করা, তাহলে তাকে কাফের বলা হবে না । **তবে যদি তার উদ্দেশ্য হয় “আল্লাহর জন্য কোন জায়গা সাব্যস্ত করা” তাহলে সে “কুফুরি” করলো** । আর যদি তার কোন নিয়ত না থাকে, তবুও জায়গা উদ্দেশ্য নেওয়ার কারনে অধিকাংশের মতে সে "কুফুরি" করলো । এবং এটাই বিশুদ্ধ মত এবং এটার উপরই "ফতুয়া"। (আল বাহরুর রায়েক –৫ / ২০২)

১৬ – **কেউ যদি আল্লাহ্‌র জন্য স্থান সাব্যস্ত করে তাহলে তাকে কাফের বলা হবে । এমন কী সে যদি এই কথা বলে যে , আল্লাহ্‌ আসমানে / উপরে তাহলেও তাকে কাফের বলা হবে** । তবে এটা বলা দ্বারা যদি তার উদ্দেশ্য হয় হাদিসে আসা বিভিন্ন বর্ণনার বাহ্যিক অবস্থা বর্ণনা করা, তাহলে তাকে কাফের বলা হবে না । তবে যদি তার উদ্দেশ্য হয় “আল্লাহর জন্য কোন জায়গা সাব্যস্ত করা” তাহলে সে “কুফুরি” করলো । আর যদি তার কোন নিয়ত না থাকে, তবুও

জায়গা উদ্দেশ্য নেওয়ার কারনে অধিকাংশের মতে সে "কুফুরি" করলো । এবং এটাই বিশুদ্ধ মত এবং এটার উপরই "ফতুয়া"। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া – ২ / ২৭২) [1]

১৭ – ইমাম বদরুদ্দীন আইনি রঃ বলেনঃ সুসাব্যস্ত একটি বিষয় হল , আল্লাহ্ দেহ বিশিষ্ট সত্ত্বা নয় , যার অবস্থানের জন্য কোন যায়গার প্রয়োজন আছে কেননা আল্লাহ্ এমন সময় ছিলেন যখন কোন জায়গা ছিল না । (উমদাতুল কারী – ২৫ / ১১৭)

১৮ – ইবনে হাজার রঃ বলেনঃ ইমাম ইবনে বাত্তাল বলেনঃ এই অধ্যায় [2] দ্বারা ইমাম বুখারী রঃ উদ্দেশ্য হল , **জাহমিয়া মুজাসসিমাদের দাবীকে খণ্ডন করা , কেননা তারা এই সমস্ত আয়াতের <u>বাহ্যিক অর্থ ধরে</u> আল্লাহ্র জন্য দেহ সাব্যস্ত করে । অথচ এটা সুসাব্যস্ত যে , আল্লাহ্ দেহ বিশিষ্ট সত্ত্বা নয় , যার অবস্থানের জন্য কোন যায়গার প্রয়োজন আছে । কেননা আল্লাহ্ এমন সময় ছিলেন যখন কোন জায়গা ছিল না** । (ফাতহুল বারী – ১৩ / ৪৯৫)

উপরে আহলে সুন্নাত ও জামাতের বহু ব্যক্তিদের থেকে মাত্র ১৮ জন থেকে দলিল দেওয়া হল **যারা আল্লাহ্র জন্য কোন জায়গা বা সীমা বা পরিসীমা সাব্যস্ত করেন না** । তবে আমাদের দেশে সালাফি নামক একটা দল আছে যারা এর ভিন্ন আকিদা পোষণ করেন । তাদের আকিদা **আল্লাহ সত্ত্বাগত ভাবে আরশে আছেন** । অর্থাৎ উপরের দিক । তারা আসলেও “সালাফি” তবে আশা

---

[1] আশা করি – ১৫ / ১৬ নাম্বার দলিলদের মাধ্যমে বুঝতে পরেছেন , হানাফি মাজাহবের নির্ভরযোগ্য ফতুয়া হল , তারা আল্লাহর জন্য কোন জায়গা সাব্যস্ত করেন না । সুতরাং কেউ যদি হানাফি নাম লাগায় কিন্তু আকিদা রাখে “আল্লাহ স্বত্বাভাবে আরশে আছেন” । তাহলে সে আকিদাতে মোটেও হানাফি না । সে হল “ভেজাল হানাফি” ।

[2] - باب قول الله تعالى : " تعرج الملائكة والروح إليه " – وقوله جل ذكره : " إليه يصعد الكلم الطيب "

করি ইমাম জুয়াইনি এবং আবু মানসুর আল বাগদাদী এবং ইমাম গাজালী এবং ইবে বাত্তাল, ইবনে হাজার রঃ কথাতে বুঝতে পেরেছেন আগে এই আকিদা রাখতো কাররামিয়া, মুজাসসিমা, হাশাঈ গোমরাহ ফেরকার লোকেরা এবং বলা যায় বর্তমান সালাফিদের সালাফ বা পূর্বসূরি এরাই ।

সুতরাং আল্লাহ্ আছেন তবে আল্লাহ কোন জায়গা বা সময়ের মুখাপেক্ষী নন । যেমন আরবীতে বলা হয়ঃ الله موجود لا في مكان অথবা الله موجود بلا مكان । কেননা জায়গা এটা আল্লাহ্রই একটি সৃষ্টি । আর কিভাবে এমন ধারণা করা যায় যে , আল্লাহ্ এমন একটি জিনিসে আবদ্ধ হয়ে যাবেন , যা তিনি নিজেই সৃষ্টি করেছেন । অথচ তা সৃষ্টির পূর্বেও তিনি ছিলেন এবং একদিন সব ধ্বংস হয়ে যাবে তখনও তিনি থাকবেন ।

মোটকথাঃ **আহলুস সুন্নাত ও জামাত "আল্লাহকে কোন জায়গা বা সময়ের মুখাপেক্ষী মনে করেন না" এবং পূর্বে আল্লাহ্র জন্য জায়গা সাব্যস্ত করতো, গোমরাহ মুশাব্বিহা , মুজাসসিমা, হাশাঈ আকিদার লোকেরা ।**

সালাফিদের ভ্রান্ত আকিদার ভিত্তি দুইটিঃ

১ - তারা আল্লাহ্‌কে দেহ বিশিষ্ট সত্বা মনে করেন , ফলে দেহ গঠনের জন্য যা যা দরকার তা তারা সাব্যস্ত করেন , যেমন জায়গা , হাত , পা , চোখ , ইত্যাদি ।

বর্তমান সালাফিরা যে আল্লাহ্‌কে দেহ বিশিষ্ট সত্বা মনে করেন এর দলিল তাদের আকিদার ইমাম , শায়েখ ইবনে তাইমিয়া থেকেই নিনঃ

قال ابن تيمية : وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها أنه – أي الله تعالى - ليس بجسم .

ইবনে তাইমিয়া বলেনঃ কোরআনে বা সুন্নাতে বা পূর্ববর্তী কারো থেকে অথবা কোন ইমাম থেকে এমন কোন কিছু পাওয়া যায়না যে , **আল্লাহ্‌ দেহ বিশিষ্ট নয়** । (বায়ানু তালবিসুল জাহমিয়া – ১ / ১০১)

قال ابن تيمية : فمن المعلوم أن الكتاب والسنة والإجماع لم ينطق ...... أن الله تعالى ليس بجسم ولا قال ذلك إمام من أئمة المسلمين .

ইবনে তাইমিয়া বলেনঃ একটি জ্ঞাত বিষয় হলঃ কোরআন , সুন্নাহ ও ইজমা এমন কিছু বলে না যে , আল্লাহ্‌ দেহ বিশিষ্ট নয় , এবং এই কথা মুসলিমদের কোন ইমামও বলেননি । (বায়ানু তালবিসুল জাহমিয়া –১ / ১১৮)

আল্লাহ্‌ ইবনে তাইমিয়াকে ক্ষমা করুক । পূর্ববর্তী ইমামদের নামে সুস্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ । আশা করি পূর্বে উল্লেখিত দলিলের মাধ্যমে বুঝতে পরেছেন , তারা আল্লাহর জন্য স্থানকে নাকচ করেন এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে , আল্লাহ্‌ দেহ বিশিষ্ট সত্বা নয় , যার অবস্থানের জন্য কোন যায়গার প্রয়োজন আছে । পক্ষান্তরে ইমাম ইবনে তাইমিয়া আল্লাহ্‌র জন্য দেহ সাব্যস্তের ফলে তার জন্য স্থান সাব্যস্ত করেন । এরপর আবার দাবি করছেনঃ **কোরআন ও হাদিস বা**

মুসলিমদের কোন ইমাম থেকে এর বিপরীত বর্ণনা পাওয়া যায় না । নাউজুবিল্লাহ । আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুক ।

ইমাম তাকি উদ্দীন হাসুনী রঃ ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে বাস্তব কথাটাই বলেছেন তিনি বলেনঃ **ইবনে তাইমিয়া ইজমা নকলের ক্ষেত্রে মিথ্যাচার করেন ।** এমন কি তিনি এটাও বলেনঃ ইবনে তাইমিয়া যখন অন্যের কথা নকল করেন তখন তিনি ঠিকভাবে নকল করেন না। আর যদি ঠিকভাবে নকল করেনও , তাহলে সেখানে এমন কিছু ঢুকিয়ে দেন, যা তার কথা নয় । সুতরাং **বিষয়টা জেনে রাখ এবং সতর্ক থাক এবং তার তাকলীদ করা থেকে বেঁচে থাক ।** (দাফউ শুবাহি মান শাব্বাহা - ৯৯)

এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ইমাম ইবনুল জাওজি রঃ এর "দাফউ শুবহাতিত তাশবীহ" এবং শায়েখ সাইদ ফুদা সাহেবের "আল কাশিফুল সাগির" দেখতে পারেন । বিস্তারিত ভাবে ইবনে তাইমিয়ার মিথ্যাচার গুলো দেখতে পারবেন ।

আজও দেখা যায় ইবনে তাইমিয়ার কিছু অন্ধ মুকাল্লিদ যেমন শায়েখ বিন বাজ, শায়েখ উছাইমিন , শায়েখ ফাওজান , শায়েখ সালেহ আল মুনাজ্জিদ, এবং আমাদের বাংলাদেশেও আছে তার কিছু অন্ধ মুকাল্লিদ ।

এসব অন্ধ মুকাল্লিদদের লক্ষ করে ইবনে তাইমিয়ার যুগের আরেক ইমাম , শায়েখ ইবনে রজব হাম্বলী ৭৯৫ বলেনঃ ইবনে তাইমিয়া এবং ইবনে কাইউম মারা গেছেন , মৃত ব্যক্তির দোষ বলা থেকে নিষেধ করা হয়েছে , বলতে চাইলে উত্তম কিছুই যেন বলে , তবে এই দুইজন সম্পর্কে আমার কথা বলার উদ্দেশ্য তাদের প্রতি জুলুম করা নয় বরং তারা তাদের কিতাবে যেই "বিষ" রেখে গেছেন তা বর্ণনার করা , কেননা বর্তমানে কিছু "জাহেল" কোন ধরণের যাচাই, বাচাই ছাড়াই এই দুইজনকে অন্ধের মত অনুসরণ করে যাচ্ছে , এবং এদের চোখে যোগ্য হিসাবে শুধু এই দুইজনকেই মনে হয় । সুতরাং **"যার**

ক্ষমতা আছে তার উপর সত্যকে সুসাব্যস্ত করা এবং বাতিলকে বাতিল প্রমাণ করা ওয়াজিব” । (জাইলু তাবাকাতিল হানাবিলা –১ / ২৬৩)

২ - আকিদাতে গোমরাহ হাশাঈ ফেরকার মূলনীতি গ্রহণ করাঃ

আকিদাতে হাশাঈ ফেরকার মূলনীতিঃ

১ – ইমাম গাজালী রঃ বলেনঃ হাশাঈ আকিদার কেউ কেউ ধারণা করে , **কোরআন বা হাদিসে বর্ণিত সিফাতের বিভিন্ন শব্দের <u>বাহ্যিক অর্থটার</u> ইত্তেবা ও অনুসরণ অপরিহার্য** । এবং তাদের এমন ধারণার কারণ হল বুঝ এবং দূরদর্শিতার ক্ষেত্রে তাদের দুর্বলতা । ..... এই হাশাঈরা আল্লাহ্‌র জন্য উপরের দিক সাব্যস্ত করে ।

তাদের নাম “হাশাঈ” হওয়ার কারণ হল ,একদিন তারা ইমাম হাসান বসরী রঃ এর মজলিসে বসে এই সমস্ত কথা বলতে থাকে ,তখন হাসান বসরী রঃ বলেনঃ এদেরকে মজলিসের কোনাতে সরিয়ে দেও । তিনি “কোনা” বুঝানোর জন্য শব্দ ব্যবহার করেন حشاء এরপর থেকে এদের নাম হয়ে যায় হাশাঈ الحشوية। (আল ইকতিসাদ –৬৫ – ৩২০)

২ – ইমাম তাজুদ্দিন সুবকী রঃ ৭৭২ বলেনঃ হাশাঈ হল এমন একটি দল যারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত । কারণ **এরা আল্লাহ্‌র আয়াতকে বাহ্যিক অর্থে নেয় এবং বলে এটাই উদ্দেশ্য** । (আল ইবহাজ –১ / ৩৪৬)

৩ – হাশাঈ হল এমন একটি সম্প্রদায় যারা সিফাতের শব্দেকে বাহ্যিক অর্থে ধরে , ফলে তারা আল্লাহর জন্য দেহ এবং অন্যান্য অঙ্গ সাব্যস্তের মত পোষণ

করে । আর তারা গোমরাহ দলের অন্তর্ভুক্ত । (কাশফু ইসতেলাহাতিল ফুনুন – ৬৭৮)

৪ – ইমাম সুয়ুতী রঃ বলেনঃ হাশাঈ হল এমন একটি দল যারা আল্লাহ তালাকে সৃষ্টির সাথে তাশবীহ দেয় । (লুব্বুল লুবাব ফি তাহরীরির আনসাব – ১ / ৯৪)

যারা সিফাতের মাঝে বর্ণিত শব্দের বাহ্যিক অর্থ ধরে তাদের সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ও জামাতের রায়ঃ

১ – ইমাম জারকাশী রঃ বলেনঃ কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত মুতাশাবীহাতের ক্ষেত্রে তিন দলঃ

ক – একদল বলেঃ মুতাশাবিহাতের মধ্যে তাবীলের কোন স্থান নেই । বাহ্যিক অর্থেই নেওয়া হবে । এবং আমরা মুতাশাবিহাতের কোনটাতেই তাবীল করবো না ।

এরাই মুশাব্বিহা । অর্থাৎ আল্লাহ্কে তাশবীহ দেয় । (আল বুরহান ফি উলুমিল কোরআন – ২ / ২০৭) [3]

২ – বুখারিতে বর্ণিত শেষ রাত্রে আল্লাহ নামার হাদিসটির ব্যাখ্যাতে ইমাম ইবনে হাজার রঃ বলেনঃ নামার অর্থ নিয়ে ইখতেলাফ আছে । **তবে কেউ কেউ**

---

[3] যারা আল্লাহর সিফাতে বর্ণিত শব্দকে বাহ্যিক অর্থে ধরেন তাদেরকে অনেকে মুশাব্বিহা বলেছেন যেমন ইমাম রাজী , ইবনে হাজার এবং ইমাম জারকাশী , ইমাম সুয়ুতি রঃ সহ আরো অনেকে । কারণ তারা আল্লাহ্কে মানুষের সাথে তাশবীহ দেয় । যেমন তারা বলেঃ আল্লাহর হাত , পা , চোখ , চেহারা আছে যেমন মানুষের আছে । তবে এর ধরণ কী তা আমরা জানি না । আল্লাহর ধরণ আল্লাহর মত । অর্থাৎ আল্লাহ ও মানুষের মাঝে আংশিক মিল আছে , যেমন উভয়ে বিভিন্ন অঙ্গ দ্বারা গঠিত , তবে মানুষের অঙ্গের ধরণ জানা যায় কিন্তু আল্লাহর ধরণ জানা যায় না । এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অনেকে হাশাঈদের মুশাব্বিহা বলেন ।

এই "<u>নামাকে" শব্দের বাহ্যিক ও প্রকৃত</u> <u>অর্থে গ্রহণ করে</u> , তারাই হল "মুশাব্বিহা" (অর্থাৎ এরাই আল্লাহকে তাশবিহ দেয়) আল্লাহ তাদের এমন কথা থেকে চির পবিত্র । (হাদিসটি নিয়ে বিস্তারিত আসছে । ইন সা আল্লাহ ।)

৩ – শায়েখ মুল্লা আলী কারী রঃ বলেনঃ সালাফ এবং খালাফ সবাই একমত যে , **<u>মুতাশাবীহ শব্দের বাহ্যিক অর্থ</u> থেকে আল্লাহ চির পবিত্র কেননা এইগুলো আল্লাহর সাথে ব্যবহার অসম্ভব** । এবং পরবর্তী কেউ কেউ তাবীল করেছেন তবে তারা দৃঢ়তার সাথে বলতেন না যে , আয়াতের উদ্দেশ্য এটাই । **তাদের উদ্দেশ্য ছিল , সাধারন মানুষকে মুতাশাবীহ আয়াতের বাহ্যিক অর্থের উপর বিশ্বাস করা থেকে ফেরানো । এবং <u>যারা বাহ্যিক অর্থকে আঁকড়ে ধরত , ঐ সমস্ত বিদআতিদের কণ্ডন করা</u>** । (মেরকাত – ১ / ১৮৯)

৪ – খতীব আল বাগদাদী রঃ বলেনঃ মুহাদ্দিস তার আলোচনাতে এমন কথা পরিহার করবেন যা বুঝার সাধ্য "সাধারণ" মানুষের নেই । যেন তারা ভুলে ও আন্দাজে কিছু না বলে ফেলে । কেননা হতে পারে তারা আল্লাহকে মানুষের সাথে উপমা দিয়ে দিবেন, অথবা আল্লাহর সাথে এমন কিছু যুক্ত করে দিবেন, যা আল্লাহর সাথে যুক্ত হওয়া অসম্ভব। যেমন "**আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে বর্ণিত হাদিসসমূহ, যার বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর জন্য উপমা সাব্যস্ত করে এবং তাকে দেহ বিশিষ্ট করে এবং তার জন্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও অংশ সাব্যস্ত করে**" । যদিও হাদিসগুলো সহি, তার পরেও সেই গুলো "তাবিলের" বিভিন্ন পথ ও পন্থা রয়েছে। সুতরাং অপরিহার্য হল তা বর্ণনা করা উচিৎ এমন ব্যক্তির নিকট যারা তা সঠিকভাবে বুঝার যোগ্যতা রাখেন । **কেননা আশঙ্কা আছে আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে বর্ণিত শব্দের প্রকৃত অর্থ না জানার কারনে, শব্দটির বাহ্যিক অর্থ নিলে সে গোমরাহ হয়ে যাবে** । অথবা আল্লাহর সাথে উক্ত সিফাতকে খারাপ মনে করে, তা বাতিল করে দিবে এবং তার রাবী ও বর্ণনাকারীদের

মিথ্যাবাদী বলে সে গোমরাহ হয়ে যাবে । (আল জামি লি আখলাকির রাবী ও আদাবিস সামী - ২ / ১৪৮)

আশা করি উল্লেখিত আলোচনা থেকে বুঝতে পরেছেন , আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে বর্ণিত শব্দের বাহ্যিক অর্থ ধরে মুশাব্বিহা , মুজাসসিমা হাশাঈরা । আর তারা ছিল গোমরাহ দলগুলোর অন্তর্ভুক্ত ।

শায়েখ ইবনে তাইমিয়া যে পূর্ববর্তী মুজাসসিমা , হাশাঈ আকিদাতে প্রভাবিত ছিলেন । এর আরেকটি প্রমাণ হলঃ ইমাম রাজী রঃ তার যুগের ও আগের যুগের বিভিন্ন বাতিল দল যেমনঃ কাররামিয়া , হাশাঈ , মুশাব্বিহাদের আকিদার খণ্ডনে কিতাব লিখেছেন “তাসিসুত তাকদীস” (تأسيس التقديس) কিন্তু পরে ইমাম ইবনে তাইমিয়া এসে ইমাম রাজির কিতাবের খণ্ডনে কিতাব লিখলেন “নাকদু তাসিসীত তাকদীস” (نقض تأسيس التقديس) । সুতরাং এই আকিদাকে সহি বলা মানে কাররামিয়া , হাশাঈ , মুজাসসিমাদের সহি ও আহলে সুন্নাত ও জামাত বলা । আল্লাহ মাফ করুন । এই জন্যই দেখা যায় সালাফিরা অনান্য গোমরাহ দল যেমন শিয়া , খারেজীদের মত একমাত্র নিজেদেরকেই সহি বলে আর বাকিদের সবাইকে গোমরাহ বলে । কেননা তারাও শিয়া এবং খারেজিদের মত জানেন, তাদের আকিদা এবং জমহুর আহলে ইসলামদের আকিদা সম্পূর্ণ ভিন্ন ।

উল্লেখিত দুটি মূলনীতি মনে রাখুন , সামনে সালাফি আকিদার বাস্তবতা দলিল ভিত্তিক জানার জন্য অনেক, অনেক কাজে লাগবে । ইন সা আল্লাহ

১ - আল্লাহ দেহ বিশিষ্ট ২ - সিফাতের ক্ষেত্রে বর্ণিত শব্দের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য ।

দলিলদের মাধ্যমে বিষয়টি সামনে আরো স্পষ্ট হবে ইন সা আল্লাহ ।

ইমাম তাহাবী রঃ এর কথার অপব্যাখ্যা।

ইমাম তাহাবী রঃ বলেনঃ

تعالى الله عن الحدود والغايات والأعضاء والأدوات والجهات ولا تحتويه الجهات الست

অর্থঃ আল্লাহ্ বিভিন্ন সীমা ও পরিসীমা এবং অঙ্গ এবং মাধ্যম এবং বিভিন্ন দিক থেকে চির পবিত্র এবং ছয়টি দিক আল্লাহ্কে আয়ত্ত করতে পারে না ।

শায়েখ বিন বাজ বলেনঃ **কথাটির মাঝে অস্পষ্টতা আছে । যারা আল্লাহ্র সিফাতকে তাবীল করে এবং নাস্তিকরা এই কথাটি দ্বারা উপকৃত হয়ে চায় ।** কেননা এই বিষয়ে তাদের কোন দলিল নেই। তবে ইমাম তাহাবী রঃ এর এখানে উদ্দেশ্য হল , এই কথা বুঝানো "আল্লাহ্ মাখলুকের সদৃশ হওয়া থেকে পবিত্র" । কিন্তু তিনি এই কথাটি বুঝাতে গিয়ে অস্পষ্ট একটি ইবারত এনেছেন, যা ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে, যাতে অস্পষ্টতা দূর হয়ে যায় । সুতরাং এখানে উদ্দেশ্য হল , আল্লাহ্র একটা সীমা আছে কিন্তু তা আল্লাহ্ই জানেন , আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানেন না ...... এবং **সালফদের থেকে আল্লাহ্র জন্য সীমা সাব্যস্তের দলিল পাওয়া যায় ।** (আশ শুরুহুল ওফিয়া – ১ / ৪৪৩)

আল্লাহ্ শায়েখ বিন বাজ রঃ কে আল্লাহ্ ক্ষমা করুন ।

তিনি একটি স্পষ্ট বাক্যকে অস্পষ্ট বানাচ্ছেন এবং পরে হাশাঈ , মুজাসসিমাদের আকিদা ঢুকিয়ে দিচ্ছেন , কথাটি তার আকিদার বিরোধী হওয়ার কারণে এবং একটু লক্ষ করলে দেখবেন, তিনি অস্পষ্টতার আড়ালে মূল বিষয়টাকেই পরিবর্তন করে দিয়েছেন । কেননা মূল বিষয় হল , আল্লাহ্র কী কোন সীমা আছে না নেই ? এটাকে তিনি বানিয়ে দিয়েছেন , আল্লাহ্র সীমা আছে , কিন্তু বান্দা কী আল্লাহ্র সীমা জানে না জানে না ? নাউজুবিল্লাহ । পরে তিনি নিজেই ফায়সালা দিচ্ছেন "বান্দা আল্লাহ্র সীমা বুঝতে সক্ষম নয়" আর এটাই ইমাম তাহাবীর উদ্দেশ্য । নাউজুবিল্লাহ ।

স্পষ্টরূপে ইমাম তাহাবীর নামে এটা শায়েখ বিন বাজের মিথ্যা অপবাদ এবং তার কথার বিকৃতি ও ভুল ব্যাখ্যা যা আহলে সুন্নত ও জামাতের মূলনীতির বিপরীত । বাস্তবে কথাটির মাঝে কোন অস্পষ্টতা নেই । কেননা কোন অস্পষ্ট কথা কোন আমালের ভিত্তি হতে পারে না , আকিদার ভিত্তি হওয়া তো বহুত দূরের কথা কেননা অস্পষ্ট জিনিষ যেমন সঠিকের সম্ভাবনা রাখে , তেমনি ভুলেরও সম্ভাবনা রাখে । এটা হল প্রথম জবাব ।

দ্বিতীয় জবাবটি হল ইমাম তাহাবী রঃ ভূমিকার শুরুতেই বলেছেনঃ

هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة

অর্থঃ এটা (মানে এই কিতাবটি) আহলে সুন্নাত ও জামাতের আকিদাকে "স্পষ্টরূপে বর্ণনা করবে"। এখানে তিনি শব্দ ব্যবহার করেছেন " بيان " অর্থাৎ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা । সুতরাং এই দাবির পর তিনি অস্পষ্ট কোন আকিদা উল্লেখ করবেন এটা অসম্ভব ।

এরপর তিনি বলেছেনঃ **"সালফদের থেকে আল্লাহ্‌র জন্য সীমা সাব্যস্তের দলিল পাওয়া যায়"** । এই বিষয়ে শায়েখ বিন বাজের সালাফ কারা তা আশা করি পূর্বের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে । এবং সীমা সাব্যস্তের বিরোধিতা কোন কোন ইমামরা করেছেন তাও দলিল সহ পূর্বের আলোচনাতে উল্লেখ করা হয়েছে । আলহামদুলিল্লাহ্‌ ।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ছাত্র ইবনে আবিল ইজ্জ , তিনিও এই কথাটিকে অস্পষ্ট বানিয়ে পূর্ববর্তী হাশাঈ , মুজাসসিমা , কাররামিয়াদের আকিদা ঢুকিয়ে দিয়েছেন । কেউ কেউ তাকে হানাফী বললেও , তিনি আকিদাতে মোটেও হানাফি ছিলেন না যা আশা করি পূর্বে উল্লেখিত ফতুয়া এবং ইমাম তাহাবী রঃ এর কথার মধ্যেম স্পষ্ট ।

মোটকথাঃ ইমাম তাহাবী যেই কথা বলেছেন এটাই সহি আকিদা এবং এটাই আহলে সুন্নাত ও জামাতের আকিদা । ইমাম আবু হানিফা রঃ এর আকিদাও

এমন । যেমন তিনি বলেছেনঃ (لا حد له) আল্লাহ্‌র কোন সীমা নেই । (আল ফিকহুল আকবর) এবং আল্লাহর জন্য স্থান বা সীমা নাকচের বিষয়ে উল্লেখিত ইমামদের কথা ইমাম তাহাবী রঃ এর কথাকেই সমর্থন করে । সুতরাং ইমাম তাহাবী রঃ যা বলেছেন এটাই আহলে সুন্নাত ও জামাতের আকিদা । এবং তাতে বিন্দুমাত্র কোন অস্পষ্টতা নেই ।

অর্থাৎঃ **আল্লাহ্‌ বিভিন্ন সীমা ও পরিসীমা এবং অঙ্গ এবং মাধ্যম এবং বিভিন্ন দিক থেকে চির পবিত্র এবং ছয়টি দিক আল্লাহ্‌কে আয়ত্ত করতে পারে না ।**

তাফঈদ কাকে বলে ?

পূর্বের আলোচনা থেকে আশা করি বুঝতে পরেছেন, আল্লাহ দেহ বিশিষ্ট কোন সত্ত্বা নয়। এবং আহলে সুন্নাত ও জামাত আল্লাহর জন্য দেহকে নাকচ করেন । ইবনে তাইমিয়া এবং তার অনুসারীরা ছাড়া ।

তবে কোরআন এবং হাদিসে এমন কিছু শব্দ বর্ণিত হয়েছে যা থেকে আল্লাহরকে দেহ বিশিষ্ট হওয়ার ধারণা পাওয়া যায় । অথবা শব্দগুলো দেহ গঠনের জন্য যা অপরিহার্য তা বুঝায় ।

এই সমস্ত শব্দ তিন ধরণেরঃ

১ – কিছু শব্দ আল্লাহকে কোন জায়গাতে বিদ্যমান থাকা বুঝায় , যেমন “ইসতেওয়া” বা في السماء “আসমানে বা আসমানের উপরে” এবং এই জাতিও আরো কিছু শব্দ ।

২ – কিছু শব্দ আল্লাহর জন্য বিভিন্ন অঙ্গ - প্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করে যেমন , হাত , চেহারা , চোখ , পা , ইত্যাদি ।

৩ – কিছু শব্দ আল্লাহর জন্য নড়াচড়া বা স্থানান্তর বুঝায় , যেমন আসা , বা শেষ রাত্রে নামা ।

এই সমস্ত শব্দের ক্ষেত্রে তিনটি “মাজহাব” ।

১ – এক মাজহাব এই সমস্ত শব্দগুলোকে তার বাহ্যিক ও প্রকৃত আর্থে গ্রহণ করে । ফলে তারা “ইসতেওয়া” শব্দ দ্বারা আল্লাহর জন্য স্থান সাব্যস্ত করে এবং হাত , চোখ , চেহারা এই সমস্ত শব্দ দ্বারা আল্লাহর জন্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গ –

প্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করে । এবং শেষ রাত্রে নামা এবং আসা এই সমস্ত শব্দ দ্বারা আল্লাহর জন্য নড়াচড়া বা স্থানান্তর সাব্যস্ত করে । যা মূলত মুজাসসিমা, মশাব্বিহা হাশাঈদের আকিদা । যার অনুসরণ করেছে “বর্তমান নামধারী সালাফিরা” ।

২ – আরেক মাজহাব হল যারা শব্দগুলোকে তার প্রকৃত অর্থে গ্রহণ না করে , আরবী ভাষার রীতিনীতি অনুযায়ী শবগুলোকে রূপক অর্থে গ্রহণ করেন । কেননা বাহ্যিক বা প্রকৃত অর্থ আল্লাহর জন্য দেহ বা বিভিন্ন অঙ্গ – প্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করে । সালাফদের কারো কারো থেকে এটা পাওয়া যায় তবে খালাফদের থেকে এটা বেশী পাওয়া যায় । এবং এটাকে বলা হয় “তাবীল” । এ বিষয়ে একটু পরেই কিঞ্চিৎ আলোচনা আসছে । ইন সা আল্লাহ ।

৩ – আরেক মাজহাব হল যারা শব্দগুলোকে তার বাহ্যিক বা প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করেন না কেননা তার বাহ্যিক বা প্রকৃত অর্থ আল্লাহর জন্য দেহ সাব্যস্ত করে । আবার রূপক অর্থেও গ্রহণ করেন না , কেননা তখন আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে ধারণা করে একটা কথা বলা হয় । বরং তারা শব্দগুলোর অর্থ এবং তার উদ্দেশ্য আল্লাহর দিকে অর্পণ করেন । আর এটাকেই বলা হয় “তাফঈদ” । সালাফদের প্রায় সকলের মাজহাব ছিল তাফঈদ এবং খালাফদের কারো কারো থেকে তাফঈদ পাওয়া যায় ।

আপনি যদি শেষের দুটি মাজহাবের দিকে লক্ষ করেন তাহলে দেখবেন , উভয়ে একমত যে শব্দগুলোর বাহ্যিক বা প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নয় । এবং তাদের ইখতেলাফ হল শব্দটির সম্ভাব্য অর্থ নির্ধারণ নিয়ে । যারা তাফঈদ করেন তারা সতর্কতাবশত ধারণা করে আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে কোন কথা বলা থেকে বিরত থাকেন । এই জন্যই তাফঈদকে বলা হয় التأويل الإجمالي (অস্পষ্ট তাবীল) । এবং যারা তাবীল করেন তারা শব্দটির সম্ভাব্য একটি অর্থকে

প্রাধান্য দেন । এবং উভয়ের মধ্যকার ইখতেলাফ আকিদাগত কোন ইখতেলাফ নয় এবং পরস্পরবিরোধীও নয় । কেননা উভয়ে একমত যে আল্লাহ্ দেহ বিশিষ্ট কোন সত্তা নয় এবং তিনি সৃষ্টির সদৃশ হওয়া থেকে চিরপবিত্র ।

তাফঈদের দলিলঃ

১ – যাদের জ্ঞান পরিপক্ক তারা বলে , আমরা এই (সেই মর্মের) প্রতি বিশ্বাস রাখি (যা আল্লাহ তালার জানা) । সব কিছুই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে । (সূরা আল ইমরান – ৭)

২ – রাসুল সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ নিশ্চয় কোরআন অবতীর্ণ হয়নি , কিছু অংশ কিছু অংশকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার জন্য । বরং কোরআনের এক অংশ অন্য অংশকে সত্য প্রমাণ করে। সুতরাং তোমরা কোরআনের যা বুঝবে তার অনুযায়ী আমল কর । আর যা বুঝবে না , তা যে জানে তার কাছে পেশ কর । (মুসনাদে আহমাদ - ৬৭০২)

৩ – হজরত উবাই ইবনে কাব রাঃ বলেনঃ আল্লাহর কিতাবের যা স্পষ্ট মনে হবে , তা অনুযায়ী আমল কর , আর যা অস্পষ্ট মনে হবে তার প্রতি ঈমান রাখো এবং যে জানে তার কাছে অর্পণ কর । (ইবনে আবি শাইবা – ৩০০৩২)

তাফঈদের ক্ষেত্রে নিম্মক্ত ছয়টি বিষয় জরুরীঃ

১ - আল্লাহ সকল ধরণের উপমা বা তাশবীহ থেকে চির পবিত্র তা বিশ্বাস করা ।

২ -কোরআন এবং সহি সুন্নাহে যা বর্ণিত হয়েছে তা সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই অর্থ বা

উদ্দেশ্য নিয়েছেন তা সত্য বলা এবং শব্দগুলোর অর্থ এবং তার উদ্দেশ্য আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিকে অর্পণ করা ।

৩ – আল্লাহর সত্বা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা অথবা তার সিফাত বুঝা বা আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করা ।

৪ – পূর্ববর্তীরা যেই সমস্ত বিষয়ে চুপ ছিলেন সেই সমস্ত বিষয়ে চুপ থাকা , এবং তারা যেই সমস্ত প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছেন তা এড়িয়ে যাওয়া ।

৫ – শব্দগুলোর মাঝে হস্তক্ষেপ অথবা পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকা । অর্থাৎ অন্যভাষাতে শব্দগুলোর তরজমা করা বা ব্যাখ্যা করা থেকে বিরত থাকা । কেননা আরবী শব্দ ভাষা ও কাঠামোগত ভাবে এমন কিছু অর্থ বহন করে , যা অন্য ভাষাতে তুলে ধরা সম্ভব হয় না ।

৬ – শব্দের বাহ্যিক অর্থকে নাকচ করা ।

আল্লাহর সিফাতের বাহ্যিক অর্থ না ধরে শব্দগুলোর অর্থ এবং তার উদ্দেশ্য আল্লাহ দিকে অর্পণ করাই সালাফদের মানহাজ এবং এটাই নিরাপদ । এর কয়েকটি উদাহরণঃ

১ – সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রঃ বলেনঃ আল্লাহ তালা তার কিতাবে নিজ সম্পর্কে যা বলেছেন তা পাঠ করাই হল তার তাফসীর । এবং কারো জন্য উচিৎ হবে না সেই গুলোকে আরবী ভাষায় অথবা ফার্সি ভাষায় তার তাফসীর বা ব্যাখ্যা করা । (আল আসমা উসসিফাত –২৯৮)

২ – মুহাম্মদ বিন হাসান আশ শাইবানি বলেনঃ মাশরিক থেকে মাগরীবের সকল ফাকিহগণ একমত যে , কোরআনে এবং রাসুল সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশ্বস্তরাবীদের মাধ্যমে আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে যা বর্ণিত হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনতে হবে । কোন ধরণের তাফসীর বা গুন বা সাদৃশ্য ছাড়া

এবং কেউ যদি এই গুলোর কোন একটির “তাফসীর” করে , তাহলে নবী সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই মানহাজের উপরে ছিলেন , তা থেকে সে বের হয়ে গেল এবং জামাতের বিরোধিতা করলো । কেননা তারা কোন গুন বর্ণনা বা তাফসীর করতেন না বরং কোরআন ও সুন্নাতে যা আছে তা ফতুয়া দিতেন । তারপর চুপ করতেন । (ইতেকাদু আহলুস সুন্নাহ – ৩ / ৪৩২)

৩ – ওলিদ ইবনে মুসলিম বলেনঃ আমি ইমাম আওজায়ী এবং ইমাম মালেক এবং ইমাম সুফিয়ান ছাওরী এবং লাইছ বিন সাদকে সিফাত বর্ণিত হাদিসগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম । তখন তারা সকলেই আমাকে বললেনঃ কোন ধরণের ফারসীর ছাড়া যেই ভাবে এসেছে সেই ভাবেই বর্ণনা কর । (আল আসমা ও সিফাত ৫১৬)

৪ – ইমাম শাফী রঃ বলেনঃ আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম এবং আল্লাহ সম্পর্কে যা বর্ণিত , তা আল্লাহর উদ্দেশ্যের উপরই ঈমান আনলাম এবং আমি রাসুল সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর ঈমান আনলাম এবং রাসুল সম্পর্কে যা বর্ণিত , তা রাসুল সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদ্দেশ্যের উপর ঈমান আনলাম । (জাম্মুত তাবীল – ৪৪)

৫ – ইমাম ইবনুল জাওজী রঃ বলেনঃ আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে তিনটি স্তরঃ

ক – যেই ভাবে এসেছে সেই ভাবেই বর্ণনা করা , কোন ধরণের তাফসীর অথবা তাবীল ছাড়া । তবে যদি কখন তাবীলের প্রয়োজন হয় তাহলে ভিন্ন । যেমন وجاء ربك এর অর্থ হল তার নির্দেশ আসা । আর এটাই সালাফদের মানহাজ । (দাফউ শুবহাতিত তাশবীহ – ২২৪)

৬ – ইমাম রাজী রঃ বলেনঃ এই সমস্ত মুতাশাবীহ আয়াতের ক্ষেত্রে অকাট্য বিষয়টা হল , এই গুলোর ক্ষেত্রে আল্লাহর একটি উদ্দেশ্য আছে । **তবে তার বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়** । এবং এই সমস্ত মুতাশাবীহ আয়াতের অর্থকে

আল্লাহর দিকে অর্পণ করতে হবে । এবং এই গুলোর তাফসীর নিয়ে বেশী চিন্তা ভাবনা করা জায়েজ হবে না । (তাসিসুত তাকদীস –২২২)

৭ – ইমাম কুরতুবী রঃ বলেনঃ জানা যায় যে , সালাফদের মাজহাব হল, তারা সিফাতের পর্যালোচনা পরিহার করতেন , **তবে তাদের অকাট্য বিশ্বাস ছিল যে , এই গুলোর বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর ক্ষেত্রে অসম্ভব** । তাই তারা বলতেন যেই ভাবে এসেছে সেই ভাবেই বর্ণনা কর । (তাফসীরে কুরতুবী – ৪ / ১২)

৮ – ইমাম নববী রঃ বলেনঃ জেনে রাখো সিফাতের হাদিস বা সিফাতের আয়াতের ক্ষেত্রে "আহলে ইলমদের" দুটি কথাঃ

১ – সালাফদের অধিকাংশের মাজহাব , বলা যায় সবার মাজহাব হলঃ তারা এই গুলোর অর্থ নিয়ে কথা বলতেন না । বরং **তারা বলতেন আমাদের উপর ওয়াজিব হল তা বিশ্বাস করা এবং এই গুলোর এমন একটি "অর্থ" বিশ্বাস করা , যা আল্লাহর জন্য উপযুক্ত** [4] । সাথে সাথে আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে , আল্লাহর সদৃশ কোন কিছুই নাই । এবং **তিনি দেহ বিশিষ্ট হওয়া অথবা স্থানান্তর করা অথবা কোন দিকে থাকা থেকে চির পবিত্র । মুহাক্কীকদের একটি জামাত এটা গ্রহণ করেছেন এবং এটাই নিরাপদ ।**

২ – এটা হল অধিকাংশ মুতাকাল্লিমিনদের মাজহাব আর তা হল , তারা তাবীল করতেন সিফাতের স্থান অনুযায়ী তার উপযুক্ত শব্দ দ্বারা । এবং **এটার বৈধতা আছে এমন ব্যক্তির জন্য , যার আরবী ভাষা সম্পর্কে ভালো অবগতি**

---

[4] এমন একটি কথাই বর্তমান সালাফিরা বলেন । তবে তাদের জালিয়াতিটা হল, তারা এখানে "অর্থের" পরিবর্তে বলে "ধরণ" । অর্থাৎ "শব্দের অর্থ সালাফিরা জানেন কিন্তু ধরণ জানেন না" , ধরণ আল্লাহ জানেন । যেমন তারা বলেঃ আল্লাহর হাত আছে কিন্তু এর ধরণ আমরা জানি না । অথচ ইমাম নববী বলছেন একটি "অর্থ" বিশ্বাস করা যা আল্লাহর জন্য উপযুক্ত । আল্লাহ নামধারী সালাফিদের, সালাফদের আসল মাজহাবে ফেরার তাওফিক দান করুক । আমীন ।

আছে এবং যে উছুল ও ফুরু বিষয়ে ভালো বিজ্ঞ । (শারহু মুসলিম – ৩ / ১৯)

৮ – প্রতি রাতে আল্লাহ নেমে আসেন । এই হাদিসের ব্যখ্যাতে ইমাম ইবনে হাজার রঃ বলেনঃ নামার অর্থ নিয়ে ইখতেলাফ আছে ।

ক – কেউ কেউ এটাকে তার বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থে ধরে , আর মুশাব্বিহা অর্থাৎ এরাই আল্লাহকে উপমা দেয় , আল্লাহ এদের কথা থেকে চির পবিত্র ।

খ – কেউ এই সকল বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদিস সহি হওয়াকে অস্বীকার করে । আর তারা হল খারেজি ও মুতাজিলা ।

গ – আবার কেউ তাবীল করেন ।

ঘ – কেউ সংক্ষিপ্ত ভাবে **এই গুলো যেই ভাবে বর্ণিত হয়েছে সেই ভাবেই তার প্রতি ঈমান আনেন । এবং ধরণ বা সদৃশ থেকে আল্লাহকে পবিত্র মনে করেন । আর এটা অধিকাংশ সালাফদের মাজহাব** । ইমাম বায়কাহী এবং অন্যরা চার ইমাম , ইমাম সুফিয়ান ছাওরি এবং ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা , ইমাম আওজায়ী এবং ইমাম লাইছ সহ আরো অনেক থেকে এই মাজহাব বর্ণনা করেন । **আর এই কথাটাই সঠিক কথা । তোমার উপর আবশ্যক হল অধিকাংশ সালাফদের অনুসরণ করা** । (ফাতহুল বারী – ৩ / ৩০)

আশা করি ইবনে হাজারের কথা থেকে বুঝতে পেরেছেন শব্দের বাহ্যিক অর্থ ধরা এটা আহলে সুন্নাত ও জামাতের মানহাজ নয় ।

এবার দেখুন ইমাম ইবনে তাইমিয়া এবং তার কিছু অন্ধ অনুসারী তাফঈদকারীদের সম্পর্কে কী বলেনঃ

১ – ইবনে তাইমিয়া বলেনঃ যারা তাফঈদ করে , এরা ধারণা করে যে এরা সুন্নাত ও সালাফদের অনুসরণ করছে । আসলে এদের কথা হল বিদাতী এবং নাস্তিকদের কথা থেকেও নিকৃষ্ট । (দারঊ তায়ারুদ – ১ / ২০৫)

২ – শায়েখ উছাইমিন বলেনঃ তাফঈদ হল বিদআতিদের সব থেকে নিকৃষ্ট কথা । (আল মুহাদারাত – ১ / ৬৭)

ইবনে তাইমিয়া এবং তার অন্ধ অনুসারীরা তাফঈদকারীদের উপর আক্রমণ করার কারণ হল , তারা মুতাশাবীহ আয়াত নিয়ে চিন্তা ভাবনাকে পরিহার করেন । অথচ ইবনে তাইমিয়া এবং তাদের অন্ধ মুকাল্লিদদের মাজহাব হল , **শব্দের বাহ্যিক অর্থ ধরে আল্লাহর জন্য স্থান , দেহের বিভিন্ন অঙ্গ – প্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করা এবং এই গুলোর ধরণ নিয়ে চিন্তা ভাবনা পরিহার করা এবং এই কাইফিয়াত বা ধরণের জ্ঞানকে আল্লাহর নিকট অর্পণ করা** । সুতরাং ইবনে তাইমিয়া এবং তার অন্ধ মুকাল্লিদদের কথা ও মিথ্যাচারে ধোঁকা না খেয়ে সালাফদের মাজহাব গ্রহণ করাই উত্তম ও নিরাপদ ।

তাফঈদ এবং সালাফি আকিদার মধ্যকার সূক্ষ্ম একটি পার্থক্য, বুঝলে আশা করি অনেক জালিয়াতি নিজেই ধরতে পারবেন। ইন সা আল্লাহ

সালাফিদের আকিদা হলঃ মুতাশাবিহ শব্দটির প্রকৃত ও বাহ্যিক অর্থটি গ্রহণ করা । তারপর শব্দটির একটি অস্পষ্ট কাইফিয়াত (ধরণ) সাব্যস্ত করা তারপর এই কাইফিয়াতের ইলম আল্লাহর নিকট অর্পণ করা ।

আহলে সুন্নাত ও জামাত এবং বর্তমান সালাফিদের মধ্যে পার্থক্য হলঃ

সালাফিরাঃ تفويض الكيفية অর্থাৎ তারা শব্দের বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থটা ধরেন। তারপর এই শব্দের কাইফিয়াতকে আল্লাহর নিকট অর্পণ করেন। যেমন তারা বলেন “আল্লাহর হাত আছে তবে এর ধরণ কী আমরা জানি না” ।

আহলে সুন্নাত ও জামাতঃ تفويص المعنى والمراد অর্থাৎ তারা শব্দের অর্থ এবং উদ্দেশ্যের ইলমকে আল্লাহর নিকট অর্পণ করেন। এবং তারা শব্দের বাহ্যিক অর্থকে নাকচ করেন ।

সালাফিরা দাবি করেন, আগের ইমামরা তাদের আকিদার উপরই ছিলেন। নাউজুবিল্লাহ। এবং তাফঈদের পক্ষে যেই সমস্ত কথা নকল করা হল , তারা এই গুলো নকল করে বুঝাতে চান যে, তারাও ধরণকে অর্পণ করতেন , অর্থ বা উদ্দেশ্য না। বুঝার জন্য তাদের কয়েকটি দলিল আবার নকল করছিঃ

১ - তারা বলেনঃ ইমাম শাফী রঃ বলেছেনঃ ঈমানের জন্য ওয়াজিব হল আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা আল্লাহ এবং তার রাসুলের উদ্দেশ্যের উপরে নেওয়া ।

২ - তারা বলেন, ইমাম আওজায়ী, ইমাম মালেক, সুফিয়ান সাওরি, তারা বলেছেনঃ কোন ধরনের তাফসীর করা ছাড়া, যেই ভাবে এসেছে সেই ভাবেই ঈমান আনতে হবে।

৩ - তারা বলেনঃ মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, তা পাঠ করাই হল তার তাফসীর।

৪ – ইমাম মোহাম্মদ বিন হাসান আশ শাইবানি বলেছেনঃ মাশরিক থেকে মাগরিবের সকল আলেম একমত যে, কোরআন ও হাদিসে আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে যা বর্ণিত হয়েছে তা কোন ধরণের তাফসির বা তাশবিহ ছাড়াই ঈমান আনতে হবে ।

উল্লেখিত কথা এবং এ জাতিও আরো কিছু কথা সালাফিরা উল্লেখ করে বুঝাতে চান , আগের ইমামরা তাদের মত শব্দের বাহ্যিক অর্থ ধরেন, এরপর "ধরণকে" আল্লাহর নিকট অর্পণ করতেন । নাউজুবিল্লাহ । এটা হল সালাফদের নামে তাদের মিথ্যাচার , এবং তাদের কথার বিকৃতি । কেননা উপরে আমরা দেখিয়েছি কয়েকজন ইমাম তো স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন যে, **শব্দের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয় । এবং ইমাম শাফী রঃ স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন , আল্লাহর উদ্দেশ্যের উপর ঈমান আনলাম । আর শব্দের বাহ্যিক অর্থ ধরা "মুশাব্বিহা হাশাঈদের আকিদা" , আহলে সুন্নাত ও জামাতের নয় । যেমনঃ**

১ – ইমাম গাজালী রঃ বলেনঃ হাশাঈ আকিদার কেউ কেউ ধারণা করে , **কোরআন বা হাদিসের বর্ণিত সিফাতের বিভিন্ন শব্দের বাহ্যিক অর্থটার ইত্তেবা ও অনুসরণ অপরিহার্য** । এবং তাদের এমন ধারণার কারণ হল বুঝ এবং দূরদর্শিতার ক্ষেত্রে তাদের দুর্বলতা । ..... এই হাশাঈরা আল্লাহ্‌র জন্য উপরের দিক সাব্যস্ত করে ।

২ – ইমাম তাজুদ্দিন সুবকী রঃ ৭৭২ বলেনঃ হাশাঈ হল এমন একটি দল যারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত । কারণ **এরা আল্লাহ্‌র আয়াতকে বাহ্যিক অর্থে নেয় এবং বলে এটাই উদ্দেশ্য** । (আল ইবহাজ –১ / ৩৪৬)

৩ – ইমাম জারকাশী রঃ বলেনঃ কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত মুতাশাবীহাতের ক্ষেত্রে তিন দলঃ

ক – একদল বলেঃ মুতাশাবিহাতের মধ্যে তাবীলের কোন স্থান নেই । **বাহ্যিক অর্থেই নেওয়া হবে ।** এবং আমরা মুতাশাবিহাতের কোনটাতেই তাবীল করবো না ।

এরাই মুশাব্বিহা । অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে তাশবীহ দেয় । (আল বুরহান ফি উলুমিল কোরআন – ২ / ২০৭)

৪ – বুখারিতে বর্ণিত শেষ রাত্রে আল্লাহ নামার হাদিসটির ব্যাখ্যাতে ইমাম ইবনে হাজার রঃ বলেনঃ নামার অর্থ নিয়ে ইখতেলাফ আছে । **তবে কেউ কেউ এই "নামাকে" শব্দের বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করে , তারাই হল "মুশাব্বিহা"** (অর্থাৎ এরাই আল্লাহকে তাশবিহ দেয়) আল্লাহ তাদের এমন কথা থেকে চির পবিত্র ।

৫ – শায়েখ মুল্লা আলী কারী রঃ বলেনঃ সালাফ এবং খালাফ সবাইক একমত যে, **মুতাশাবীহ শব্দের বাহ্যিক অর্থ থেকে আল্লাহ চির পবিত্র কেননা এইগুলো আল্লাহর সাথে ব্যবহার অসম্ভব ।** এবং পরবর্তী কেউ কেউ তাবীল করেছেন তবে তারা দৃঢ়তার সাথে বলতেন না যে , আয়াতের উদ্দেশ্য এটাই । তাদের উদ্দেশ্য ছিল , **সাধারন মানুষকে মুতাশাবীহ আয়াতের বাহ্যিক অর্থের উপর বিশ্বাস করা থেকে ফেরানো । এবং যারা বাহ্যিক অর্থকে আঁকড়ে ধরত , ঐ সমস্ত বিদআতিদের কণ্ডন করা ।** (মেরকাত – ১ / ১৮৯)

৬ – হাশাঈ হল এমন একটি সম্প্রদায় যারা সিফাতের শব্দেকে বাহ্যিক অর্থে ধরে , ফলে তারা আল্লাহর জন্য দেহ এবং অন্যান্য অঙ্গ সাব্যস্তের মত পোষণ করে । আর তারা গোমরাহ দলের অন্তর্ভুক্ত । (কাশফু ইসতেলাহাতিল ফুনুন – ৬৭৮)

ইমামদের উল্লেখিত সকল কথার উদ্দেশ্য হল তাফঈদ বুঝানো । কেননা ইমামরা হাশাঈদের গোমরাহ বলছেন, শব্দের বাহ্যিক অর্থ ধরার কারণে । এবং তাদের মুশাব্বিহা বলছেন তাদের কথার মাধ্যমে আল্লাহ ও সৃষ্টির মাঝে আংশিক মিল সাব্যস্ত হওয়ার কারণে । আবার এই ইমামরাই শব্দের বাহ্যিক অর্থ ধরবেন ,

তারপর কাইফিয়াত বা ধরণকে আল্লাহর নিকট অর্পণ করবেন ? নাউজুবিল্লাহ। এইগুলো হল ইমামদের নামে সালাফিদের মিথ্যাচার এবং তাদের কথাকে বিকৃতি ও পরিবর্তন করা এবং ভুল ভাবে উপস্থাপন করা।

আশা করি কোন সালাফি উল্লেখিত তাফঈদের কথাগুলোকে পেশ করলে ধোঁকা খাবেন না, বরং এই ভাবে জিজ্ঞাসা করবেনঃ কোন কোন ইমাম বলছেন, **শব্দের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ কর, তারপর ধরণকে আল্লাহর নিকট অর্পণ কর ।** আশা করি আপনাকে আর ধোঁকা দিতে আসবে না। ইন সা আল্লাহ ।

তাবীল (التأويل) কাকে বলে ?

তাবীল দুই প্রকার।

১- التأويل الإجمالي (অস্পষ্ট তাবীল বা তাফঈদ)

২ - التأويل التفصيلي (স্পষ্ট তাবীল)

তাবীল বলা হয়

১ - একটি শব্দকে তার বাহ্যিক অর্থ থেকে ফিরিয়ে এমন একটি অর্থে গ্রহণ করা শব্দটি যেই অর্থের সম্ভাবনা রাখে এবং অর্থটি কোরআন ও সুন্নাহের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ । **তবে অকাট্য ভাবে বলা যাবে না যে এটাই উদ্দেশ্য ।**

২ - শব্দের কয়েকটি সম্ভাবনা থেকে যে কোন একটি সম্ভাবনাকে প্রাধান্য দেওয়া । তবে অকাট্য ভাবে বলা যাবে না যে এটাই উদ্দেশ্য ।

যেমন আল্লাহ্ বলেছেনঃ يخرج الحي من الميت

আল্লাহ্ মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন । (সূরাঃ রুমঃ ১৯)

আয়াতটি দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয় ডিম থেকে প্রাণী বের করা তাহলে সেটা হল তাফসির কিন্তু যদি উদ্দেশ্য হয় কাফেরের ঘর থেকে মুমিন বের করা অথবা জাহেলের ঘর থেকে আলেম বের করা তাহলে সেটা হবে তাবীল ।

আল্লাহ কোরআনে বলেছেন استوى على العرش এখানে استوى শব্দটিকে جلس (বসা) এর অর্থে ব্যবহার করা যাবে না । কেননা বসা এটা মানুষের সিফাত আল্লাহর ক্ষেত্রে তা অসম্ভব । তবে আরবী ভাষার রীতিনীতি অনুযায়ী استوى এর অর্থ استولى و قهر প্রভাব বিস্তার করা , পরাভূত করা, অর্থ করা যেতে পারে । যেমন ইমাম তাবারি বলেনঃ আরবী ভাষাতে استوى শব্দটি استولى এর অর্থে ব্যবহৃত হয় । তবে এটা বলা যাবে না এটাই একমাত্র উদ্দেশ্য ।

তাবীলের জন্য কয়েকটি মূলনীতিঃ

১ – শব্দের বাহ্যিক অর্থের পরিবর্তে অন্য অর্থ গ্রহণ করতে হলে অবশ্যই এমন অকাট্য দলিল থাকতে হবে , যা এই কথা বুঝাবে যে, এখানে শব্দের বাহ্যিক অর্থ অসম্ভব ।

যেমন রাসুল সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আদম সন্তানের কলব সমূহ পরম দয়াময় আল্লাহ্ তালার দু আঙুলের মাধ্যে....... (সহি মুসলিম – ২৬৫৪)

ক – ইমাম গাজালি রঃ বলেনঃ **হাদিসটিকে বাহ্যিক অর্থে ধরা অসম্ভব ।** এরপর ইমাম গাজালী রঃ তাবীল পেশ করেন । (কাওয়াইদুল আকাইদ ১ / ১০২)

খ – ইমাম নববী রঃ বলেনঃ **এখানে শব্দের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয় ।** এরপর ইমাম নববী তাবীল পেশ করেন । (শরহু মুসলিম ১৬ / ৩১২)

গ – ইমাম কুরতুবী রঃ বলেনঃ অকাট্য ভাবেই বলা যায় বাহ্যিক আঙ্গুল আল্লাহ্‌র সাথে ব্যবহার অসম্ভব । এরপর তিনি তাবীল পেশ করেন । (আল মুফহিম ৬ / ৭৭২) [5]

২ – অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত যে আল্লাহ্ কোন দিক বা স্থানের মুখাপেক্ষী নয় ।

সুতরাং যেই সমস্ত আয়াতে বা হাদিসে এমন শব্দ ব্যবহার হয়েছে যার বাহ্যিক অর্থ আল্লাহ্‌র জন্য স্থান সাব্যস্ত করে সেই শব্দগুলোর ক্ষেত্রে অধিকাংশ সালাফ “তাফঈদ” করেছেন আবার কেউ তাবীল করেছেন ।

---

[5] ইমামরা হাদিসটির বাহ্যিক অর্থ উদ্দশ্য না নেওয়ার কারণ হল , হাদিসটির বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর জন্য অঙ্গ এবং দেহ সাব্যস্ত করে । আর বিভিন্ন অঙ্গ – প্রত্যঙ্গ দ্বারা গঠিত হওয়া মানুষের সিফাত আল্লাহর নয় ।

৩ –তাবীলের শর্ত হল তা আরবী ভাষার রীতিনীতি অনুযায়ী হতে হবে এবং আরবী ভাষাতে শব্দটির পরিবর্তিত অর্থের ব্যবহার থাকতে হবে ।

৪ –তাবীল শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হল , তা অবশ্যই সুসাব্যস্ত কোন মূলনীতির বিরোধী হতে পারবে না । যেমন কেউ যদি استوى অর্থ করলো استقر । তাহলে সে অবশ্যই মূলনীতির বিরোধিতা করল। কেননা استقر দ্বারা কোন স্থানে থাকাকে সাব্যস্ত করে যা আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে অসম্ভব । কারণ তখন আল্লাহ্‌ স্থানের মুকাপেক্ষি সাব্যস্ত হবেন ।

পূর্ববর্তী ইমামদের থেকে তাবীলের কিছু দলিলঃ

১ –হজরত ইবনে আব্বাস রঃ এর তাবীল।

ক –আল্লাহ্‌ তালা বলেনঃ والسماء بنيناها بأيد (সূরাঃ জারিয়াত - ৪৭)

হজরত ইবনে আব্বাস রাঃ বলেনঃ بأيد (হাত) দ্বারা উদ্দেশ্য হল بقوة وقدرة অর্থাৎ শক্তি এবং ক্ষমতার মাধ্যমে । (তাফসীরে কুরতুবী ১৭ / ৫২)

খ –আল্লাহ্‌ তালা বলেনঃ يوم يكشف عن ساق (সূরাঃ কলম - ৪২)

হজরত ইবনে আব্বাস রাঃ বলেনঃ ساق (নলা) দ্বারা উদ্দেশ্য হল ভয়াবহতা ও কঠোরতা বুঝানো । (তাফসিরে তাবারী)

গ – আল্লাহ্‌ তালা বলেনঃ - فاليوم ننساهم كما نسوا بقاء يومهم هذا (সূরাঃ আরাফ – ৫১)

হজরত ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন এখানে نسيان ভুলে যাওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হল রহমত থেকে বঞ্চিত করা । (জামিউল বায়ান ১১ / ৪৭২)

ঘ – আল্লাহ কোরআনে বলেনঃ وسع كرسيه السموات والأرض তার (আল্লাহর) কুরছি আসমান ও জামিনকে বেষ্টন করে রেখেছে । (সূরাঃ বাকারা- ২৫৫)

হজরত ইবনে আব্বাস রাঃ বলেনঃ এখানে "কুরছি" দ্বারা উদ্দেশ্য হল "ইলম" অর্থাৎ আল্লাহর ইলম বেষ্টন করে আছে । (তাফসীরে ইবনে জারির – ২ / ৪৯০)

২ – ইমাম আবু হানিফা রঃ এর তাবীল ।

ইমাম আবু হানিফা রঃ বলেনঃ আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হওয়া বা দূরবর্তী হওয়া , এখানে স্থানগত নিকটবর্তী বা দূরবর্তী উদ্দেশ্য নয় বরং আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী দ্বারা উদ্দেশ্য হল "সম্মান করা" আর দূরবর্তী দ্বারা উদ্দেশ্য হল "অপদস্থ করা" । (আল ফিকহুল আকবর)

৩ – ইমাম মালেক রঃ এর তাবীল ।

ইমাম মালেক রঃ কে যখন আল্লাহ্‌র নামার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি বলেনঃ ينزل أمره আল্লাহ্‌র নির্দেশ নামে । (আত তামহীদ ৭ / ১৪৩ – সিয়ারু আলামিন নুবালা ৮ / ১০৫)

ইবনে হাজার রঃ বলেন সালাফদের কেউ কেউ তাফঈদ করেছেন আবার কেউ তাবীল করেছেন । যেমন ইমাম মালেক থেকে তা পাওয়া যায় । (ফাতহুল বারী – ৩ / ৩৬)

৪ – ইমাম আহমদ রঃ এর তাবীল ।

আল্লাহ্‌ তালা বলেনঃ - وجاء ربك (সূরাঃ ফজর – ২২)

ইমাম আহমাদ রঃ বলেন প্রতিপালক আশা দ্বারা উদ্দেশ্য হল "তার প্রতিদান আসা" । ইমাম বায়হাকি বলেনঃ এর সনদ সহি , তাতে কোন অস্পষ্টতা নেই । (আল বিদায়া ও আন নিহায়া ১০ / ৩৪২)

৫ –ইমাম বুখারি রঃ এর তাবীল ।

আল্লাহ্ তালা বলেন 88 – القصص – كل شيء هالك إلا وجهه

ক – ইমাম বুখারি রঃ বলেনঃ এখানে وجه দ্বারা উদ্দেশ্য হল রাজত্ব । অর্থাৎ সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু তার রাজত্ব বাকি থাকবে ।

খ –আল্লাহ হাসেন , এখানে “হাঁসাকে” ইমাম বুখারী রঃ তাবীল করেন “রহমত” দ্বারা । (আল আসমা ও সিফাত - ৪৭০)

৬ - ইমাম কাজী ইয়াজ এবং ইমাম নববী রঃ এর তাবীল ।

আল্লাহ্ তালা দুইজন ব্যক্তিকে দেখে “হাসলেন” ....(মুসলিম - ১৮৯০)

ইমাম নববী রঃ ইমাম কাজী ইয়াজ থেকে নকল করেন ,হাসা দ্বারা উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্ উভয়ের কাজ দ্বারা সন্তুষ্ট হলেন এবং সেই কাজের প্রতিদান দিলেন এবং উভয়ের কাজের প্রশংসা করলেন এবং তা পছন্দ করলেন ।

৭ –ইমাম খাত্তাবী রঃ এর তাবীল ।

ইমাম খাত্তাবী রঃ বলেনঃ আল্লাহ্র হাঁসা দ্বারা উদ্দেশ্য হল এটা বর্ণনা করা যে, তিনি একজনের কাজে সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং অপরজনের কাজকে তিনি কবুল করেছেন এবং উভয়ের অবস্থা ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে প্রতিদান রূপে উভয়কে জান্নাত দান করেছেন । (ফাতহুল বারী –৬ / ৪৮)

৮ –ইমাম ইবনুল জাওজি রঃ এর তাবীল।

আল্লাহ্ তালা বলেনঃ لما خلقت بيدي (সূরাঃ সাদ - ৭৫)

ইবনুল জাওজি রঃ বলেনঃ يد (হাত) শব্দটি নিয়ামত ও অনুগ্রহের অর্থে ব্যবহৃত । (দাফউ শুবহাতিত তাশবীহ - ১১৩)

৯ – ইবনে কাছির রঃ এর তাবীল ।

আল্লাহ্ তালা বলেন 88 – القصص – كل شيء هالك إلا وجهه

ইবনে কাছির রঃ বলেনঃ এখানে وجه (চেহারা) দ্বারা উদ্দেশ্য হল সত্বা । অর্থাৎ সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহ্ বাকি থাকবেন।

১০ – ইমাম ইবনে হিব্বান বলেনঃ আরবী ভাষাতে قدم (পা) বলে "জায়গার" ব্যবহার আছে । আর এটা উদ্দেশ্য নয়, "তিনি তার "পা" জাহান্নামে রাখবেন" । কেননা আমাদের প্রতিপালক এমন সাদৃশ্য থেকে চিরপবিত্র । (সহি ইবনে হিব্বান ১ / ৫০২)

১১ – শায়েখ উছাইমিন আকিদাতে ইবনে তাইমিয়ার অনুসারী হওয়া সত্বেও দেখুন তাবীল করছেনঃ

আল্লাহ্ তালা বলেনঃ 64 – المائدة – بل يداه مبسوطتان / তার দুই হাত প্রসারিত ।

শায়েখ উছাইমিন বলেনঃ এর ব্যাখ্যায় কেউ বলে এখানে আল্লাহ্র দুই হাত দ্বারা আকাশ – জমিন উদ্দেশ্য , সে কাফের হিসাবে গণ্য হবে । কারণ আরবী ভাষাতে এ ধরণের ব্যাখ্যা ঠিক নয়। এবং এটা শরঈ বাস্তবতার পরিপন্থী । কিন্তু হাতকে যদি নেয়ামতের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে কিনবা শক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে , তাহলে কাফের হবে না । **কারণ "হাত" কখনো কখনো "নেয়ামত" অর্থে ব্যবহার হয়** । (ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম – ৭৯)

এখানে ১১ জন ব্যক্তি থেকে দেওয়া হল যারা তাবীল করেছেন তাদের মধ্যে একজন সাহাবী আর একজন ইবনে তাইমিয়ার অনুসারী , বাকিরা সাবাই আহলে সুন্নাত ও জামাতের ইমাম ।

বড় দুঃখ লাগে যখন দেখি আকিদাতে পূর্ববর্তী হাশাঈ , মুজাসসিমা , মুশাব্বিহাদের অনুসারী ইবনে তাইমিয়া এবং তার কিছু "অন্ধ মুকাল্লিদ" যেমন

শায়েখ ইবনুল কাইউম, শায়েখ বিন বাজ , শায়েখ উছাইমিন , তারা বলেন "তাবীল করা গোমরাহি" এবং এটা আহলে সুন্নাত ও জামাতের মানহাজ নয় , তাবীল করে জাহমিয়ারা । এমন কী ইবনে তাইমিয়া তো বলেন তাবীল গ্রহণ করা হয়েছে ইহুদীদের ছাত্রদের থেকে । নাউজুবিল্লাহ ।

পরবর্তী ইমামরা কেন তাফঈদের পরিবর্তে তাবীল করলেনঃ

শায়েখ মুল্লা আলী কারী রঃ বলেনঃ সালাফ এবং খালাফ সবাইক একমত যে , মুতাশাবীহ শব্দের বাহ্যিক অর্থ থেকে আল্লাহ চির পবিত্র কেননা এইগুলো আল্লাহর সাথে ব্যবহার অসম্ভব । এবং পরবর্তী কেউ কেউ তাবীল করেছেন তবে তারা দৃঢ়তার সাথে বলতেন না যে , আয়াতের উদ্দেশ্য এটাই । **তাদের উদ্দেশ্য ছিল , সাধারন মানুষকে মুতাশাবীহ আয়াতের বাহ্যিক অর্থের উপর বিশ্বাস করা থেকে ফেরানো । এবং যারা বাহ্যিক অর্থকে আঁকড়ে ধরত , ঐ সমস্ত বিদআতিদের কণ্ডন করা** । (মেরকাত – ১ / ১৮৯)

আকিদাতে ইবনে তাইমিয়া এবং তার অন্ধ মুকাল্লিদদের অনুসরণ না করে উল্লেখিত ইমামদের অনুসরণ করাই উত্তম এবং নিরাপদ । কেননা তাদের মধ্যে একজন সাহাবী আছেন । আর তাবীল করাকে গোমরাহি বলা মানে উল্লেখিত সাহাবীকে গোমরাহ বলা । আল্লাহ্ আমাদের হেফাজত করুন । আমীন ।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত বাদীর হাদিসে বর্তমান সালাফিদের জালিয়াতি ।

..... রাসুল (সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাদীকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আল্লাহ কোথায় ? বাদী বললেনঃ "আকাশে বা আকাশের উপরে" ....। (মুসলিম ৫৩৭)

উল্লেখিত হাদিসের থেকে সালাফিদের বুঝঃ

আল্লাহ স্বত্বাগত ভাবে আকাশের উপরে আছেন । তাই রাসুল (সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাদীকে মুমিনা বলেছেন ।[6]

আহলে সুন্নাত ও জামাতের বুঝঃ

১ – ইমাম কুরতুবী রঃ বলেনঃ রাসুল (সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাদীকে জিজ্ঞাসা করা "আল্লাহ্ কোথায়" । এই প্রশ্নে রাসুল (সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাদীর বুঝের ক্ষমতা অনুসারে নিজের অবস্থান থেকে নীচে নেমে প্রশ্ন করেন । কারণ তার উদ্দেশ্য ছিল বাদীর থেকে এমন কিছু প্রকাশ করা , যা এটা বুঝাবে , সে জমিনে থাকা বিভিন্ন মূর্তি এবং পাথরের উপাসনা করেন না । সুতরাং তার কথার অর্থ হল "আল্লাহ্ ঐ উপাস্যদের মাঝে নয় যারা জমিনে আছে" । কারণ أين শব্দটা দ্বারা কোন স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় .... সুতরাং **এটাকে তার প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্র সাথে**

---

[6] তাদের দাবীটা একটু চিন্তা করলে দেখবেন তারা গোমরাহ মুজাসসিমা হাশাঈ আকিদার অনুসারী হওয়ার কারণেই এই ব্যাখ্যাটা দিয়েছে। অর্থাৎঃ আল্লাহ্ দেহ বিশিষ্ট একজন সত্বা সুতরাং দেহ বিশিষ্ট জিনিষ থাকতে হলে জায়গার প্রয়োজন এবং হাদিসে শব্দ ব্যবহার হয়েছে في যা দ্বারা কোন স্থানে থাকা বুঝায় , সুতরাং শব্দকে তার বাহ্যিক ও প্রকৃতি অর্থে ধরলেই দেহ বিশিষ্ট সত্বার জন্য জায়গা সাব্যস্ত হয়ে যাচ্ছে ।
পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ও জামাতের ইমামরা উল্লেখিত হাদিসের ক্ষেত্রে তাবীলের আশ্রয় নিয়েছেন , কারণ হাদিসটি আল্লাহ্কে একটি স্থানে থাকাকে আবশ্যক । আর আহলে সুন্নাত ও জামাতের আকিদা হল আল্লাহ কোন জায়গার মুখাপেক্ষী নন ।

ব্যবহার সহি হাবে না । কারণ আল্লাহ্ স্থান থেকে পবিত্র । যেমনি ভাবে তিনি সময় থেকে পবিত্র । বরং তিনি সময় ও স্থানের স্রষ্টা । আর তিনি ছিলেন যখন কোন সময় বা স্থান ছিল না । এবং এখনো তিনি সেই অবস্থানেই আছেন ...... এবং বাদীর বুঝে ঘাটতি থাকার পরেও তাকে সেই অবস্থাতে রেখে দেওয়া হয় ,যেন সে পরে তা বুঝতে সক্ষম হয় এবং তার বক্ষ উন্মুক্ত হয় । কারণ তিনি যদি ঐ অবস্থায় বাদীকে বলতেনঃ **আল্লাহ্ হলেন এমন এক সত্ত্বা যার উপর স্থান বা সময়ের ব্যবহার অসম্ভব** । তাহলে বাদীর উপর এই আশঙ্গা ছিল যে ,সে এই বিশ্বাস করে ফেলত যে , আল্লাহ্ নেই । কারণ "যে কোন বিবেকবান ব্যক্তি এটা গ্রহণ এবং তা সঠিক ভাবে বুঝতে পারে না । এটা সঠিক ভাবে ঐ আলেমরাই বুঝবেন যাদের বক্ষকে আল্লাহ্ তার হেদায়েতের জন্য উন্মুক্ত করেছেন এবং নিজ মারেফাতের নূর দ্বারা তাদের হৃদয়কে আলোকিত করেছেন এবং নিজ তাওফিক এবং সাহায্য দ্বারা তাদেরকে সহায়তা করেছেন" । (আল মুফহিম –২ ১৪৩ / ১৪৪)

২ – ইবনুল জাওজি বলেনঃ "ওলামাদের" নিকট সুসাব্যস্ত যে, আল্লাহ তালাকে উপর – নীচ বেষ্টন করতে পারে না । এবং বিভিন্ন প্রান্তরও তাকে বেষ্টন করতে পারে না ।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে বাদীর হাদিসে তো আছে "আকাশের উপরে" ?

ইবনুল জাওজি তাবীল করে জবাব দিচ্ছেনঃ "রাসুল (সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার ইশারার মাধ্যমে বুঝতে পরেছেন, সে আল্লাহকে সম্মান করে। (দাফউ শুবহাতিত তাশবিহ ২৭)

ইমাম বাজি রঃ উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টা আরো স্পষ্ট করেছেনঃ

৩ – ইমাম বাজি বলেনঃ "আকাশের উপরে" এই "উপর" দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে "**মর্যাদাগত দিক থেকে উঁচু হওয়া**" । যেমনি বলা হয় "অমুক আসমানে আছে

” এর অর্থ হল তার মর্যাদা ও সম্মান অনেক উঁচু, এটা বুঝানো। (আল-মুনতাকা ৮/৩২০)

৪ –ইমাম নববী বলেনঃ বাদীর “আকাশের উপরে” বলা দ্বারা রাসুল (সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বুঝতে পরেছেন, সে আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী এবং সে বিভিন্ন মূর্তি পূজারী নয় । (আল মিনহাজ ৫/৩৩)

৫ – ইমাম গাজালি রঃ বলেনঃ বাদী আসমানের দিকে ঈশারা দেওয়ার পরেও রাসুল (সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে মুমিনা হুমুক দিয়েছেন .... কারণ একজন বোবা মহিলা **“উঁচু মর্যাদা”** বুঝানোর জন্য উপরের দিকে ঈশারা করা ছাড়া তার আর কোন উপায় নেই । এবং তার প্রতি এই ধারণা ছিল যে , সে বিভিন্ন মূর্তির উপাসনা করতে পারে এবং মূর্তিদের ঘরে যেই সমস্ত উপাস্য থাকে তাদের উপাসনা করতে পারে .... কিন্তু তিনি আসমানের দিকে ঈশারা করার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন যে , তার উপাস্য মূর্তিদের ঘরে নয় , যেমন বিশ্বাস রাখে অন্যরা ।

৬ – ইমাম কাজী ইয়াজ বলেনঃ সকল মুসলমানদের মাঝে অর্থাৎ সকল ফাকিহ , মুহাদ্দিস , মুতাকাল্লিম , মুনাজীর , মুকাল্লীদ , কারো মাঝে কোন ইখতেলাফ বা মতবিরোধ নেই যে , বিভিন্ন আয়াতে বা হাদিসে যে এসেছে الله في السماء অর্থাৎ **আল্লাহ্ আসমানে , এই গুলো তার বাহ্যিক অর্থে হবে না । বরং সকলের নিকট এই গুলো তাবীল হবে ।** (আল ইকমাল – ২ / ৪৬৫)

আশা করি কাজী ইয়াজ রঃ কথাতে বুঝতে পরেছেন বাহ্যিক অর্থে ধরা এটা আহলে সুন্নাত ও জামাতের মানহাজ নয় । এই হাদিসের বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ইমাম ইবনে ফুরাক রঃ (৪০৬) এর কিতাব “মুশকিলুল হাদিস ও বায়ানুহু – ১৫৯– পৃষ্ঠা দখতে পারেন এবং ইমাম ইবনে খালদুনের তারিখ ১ / ৬০৫ দেখতে পারেন । সেখানে তো ইবনে খলদুন রঃ বলে দিচ্ছেনঃ **যারা এই সমস্ত হাদিস বা আয়াত দ্বারা আল্লাহ্‌র জন্য জায়গা সাব্যস্ত করে এবং এটাকে সালাফদের মাজহাব বলে আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করুন ।**

সালাফদের মাজহাব এটা নয় , সালাফদের মাজহাব হল এই মুতাশাবিহের উদ্দেশ্যকে তাফঈদ করা। এবং তা বুঝা থেকে চুপ করা ।

উল্লেখিত উভয় বুঝ পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ঃ

ক- তারা কেউ আল্লাহ তালার জন্য কোন জায়গা নির্ধারণ করেন নি। অথচ আহলে হাদিসরা মুজাসসিমা হাশাঈদের অনুসরণে উল্লেখিত হাদিস থেকে আল্লাহর জন্য জায়গা নির্ধারণ করে । তা হল "আকাশের উপর" ।

খ- বাদীর হাদিস থেকে কেউ "জায়গা" বুঝতে পারে, তাই ইবনুল জাওজি আগে ওলামাদের মূলনীতি বর্ণনা করেছেন । এরপর "আকাশের উপরে" এটাকে তাবিল করেছেন "সম্মান" অর্থে । বিষয়টা আরো স্পষ্ট হয় ইমাম বাজির উদাহরণের মাধ্যমে । এবং ইমাম নববীও উল্লেখিত হাদিসকে বাহ্যিক অর্থে না নিয়ে রূপক অর্থে নিয়েছেন তা হল "বাদী আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী এবং বিভিন্ন মূর্তি পূজারী নয়" যা আরো স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন ইমাম কুরতুবী রঃ ।

অথচ সালাফি ভাইরা বলেনঃ বাদী "আল্লাহ আসমানের উপরে আছেন" এই সাক্ষী দেওয়ার করনেই তাকে মুমিনা বলেছেন । এবং বর্তমানে বাংলাদেশে আহলে সুন্নত ও জামাতের আকিদা পোষণকারী দেওবন্দিরা আল্লাহকে কোন জায়গার মুখাপেক্ষী মনে করেন না তাই সালাফিরা তাদের গোমরাহ বলে । আল্লাহ তাদের সহি বুঝ দান করুন ।

সুতরাং বুঝা যায় আহলে হাদিসের নিকট আকিদার মানদণ্ড হল এই সাক্ষ্য দেওয়া "আল্লাহ স্বত্বাগত ভাবে আসমানের উপরে আছেন" ।

তাদের উল্লেখিত মুজাসসিমা আকিদার উপর কিছু আপত্তিঃ

১- কোন অমুসলিমকে মুসলিম বানানোর সময় কালিমা কী হবেঃ

ক –আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ আরশে আছেন.........

খ –আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই......

২ –কবরে কেন প্রশ্ন করা হবে "তোমার রব কে" ? কেন এই প্রশ্ন করা হবে না "তোমার রব কোথায়" ? (আবু দাউদ-৪৭৫৩)

৩ – আল্লাহ উপরে আছেন এটাই যদি মুমিন হওয়ার মানদণ্ড হয়, তাহলে ফেরাউনকে মুমিন বলতে হবে (নাউজুবিল্লাহ) কেননা সেও বিশ্বাস করতো আল্লাহ উপরে আছেন ।

দলিলঃ ফেরাউন তার মন্ত্রীকে বলল, হে হামান আমার জন্য একটি উঁচু প্রাসাদ নির্মাণ কর, যাতে আমি সেই সব পথে পৌঁছাতে পারি যা আসমানের পথ । তারপর আমি উকি মেরে মুসার মাবুদকে দেখব । নিশ্চিত থাক, আমি তাকে মিথ্যুকই মনে করি। (মুমিন ৩৬/৩৭)

তাফসিরে ইবনে কাছিরঃ ৭/১৪৩ ফেরাউন এই কথা বলার কারন হল "সে বিশ্বাস করতো না যে আল্লাহ মুসা আঃ কে তার নিকট পাঠিয়েছেন"।

আয়াত এবং ইবনে কাছিরের ব্যাখ্যার আলোকে বুঝা যায় ফেরাউন মনে করতো যে আল্লাহ উপরে আছেন তাই সে চেয়েছিল আসমানে গিয়ে আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করবে আসলেই কী আল্লাহ মুসাকে নবী হিসাবে তার কাছে পাঠিয়েছেন?

জবাবের অপেক্ষায় রইলাম ।

এই হাদিসের মতন নিয়েও বেশ আলোচনা আছে । তা পরে ইন সা আল্লাহ্ পেশ করা হবে । তবে এখান শুধু এটাই দেখানো উদ্দেশ্য যে, পূর্ববর্তী হাশাঈ , মুজাসসিমাদের অনুসারী বর্তমান সালাফিরা কিভাবে এই হাদিসটার অপব্যাখ্যা করে । এর থেকেও মারাত্তক হল গোমরাহ হাশাঈদের আকিদাকে রাসুল (সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদ্দেশ্য বলে চালিয়ে দেয় । নাউজুবিল্লাহ । পরিশেষে হাশাঈদের অনুসারী বর্তমান সালাফিদের উদ্দশ্যে উপরে উল্লেখিত ইমাম কুরতুবী রঃ কথার শেষ অংশটা উল্লেখ করেই এই আলোচনা শেষ করছিঃ

ইমাম কুরতুবী রঃ বলেনঃ “**যে কোন বিবেকবান ব্যক্তি এটা গ্রহণ এবং তা সঠিক ভাবে বুঝতে পারে না । এটা সঠিক ভাবে ঐ আলেমরাই বুঝবেন , যাদের বক্ষকে আল্লাহ্ তার হেদায়েতের জন্য উন্মুক্ত করেছেন এবং নিজ মারেফাতের নূর দ্বারা তাদের হৃদয়কে আলোকিত করেছেন এবং নিজ তাওফিক এবং সাহায্য দ্বারা তাদেরকে সহায়তা করেছেন”** ।

কোরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা সালাফ থেকে নিন , মুজাসসিমা হাশাঈদের অনুসারী নামধারী সালাফিদের থেকে নয় ।

ইমাম আবু হানিফা রঃ এর কথার অপব্যাখ্যাঃ

ইমাম আবু হানিফা রঃ বলেনঃ

" فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات " بلا كيف

সালাফিদের তরজমাঃ

আল্লাহ কোরআনে যা উল্লেখ করেছেন যেমন, চেহারা , হাত , নফস , এই গুলো আল্লাহর ছিফাত , তবে এর " ধরণ " আমরা জানি না ।

সঠিক তরজমাঃ

আল্লাহ কোরআনে যা উল্লেখ করেছেন যেমন, চেহারা , হাত , নফস , এই গুলো আল্লাহর ছিফাত , **যার কোন ধরণ নেই** ।

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল, সালাফিরা সিফাত বলার পর , তার একটা ধরণ সাব্যস্ত করেন । পরে সেই ধরণের ইলম আল্লাহর নিকট অর্পণ করেন । আর ইমাম আবু হানিফা এইগুলোকে সিফাত বলে স্বীকার করেন , **তবে সেই সিফাতের কোন ধরণ নেই** ।

এখানে ইমাম আবু হানিফা "لا" শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই لا হল لا النافية للجنس । এটা ব্যবহার দ্বারা উদ্দেশ্যই হয় , কোন জাতিসত্তার সকল সদস্য থেকে কোন বিষয়কে নাকচ করা । যেমন বলা হল لا شجر في الطريق - রাস্তায় কোন গাছ নেই । অর্থাৎ বৃক্ষ এই জাতিসত্তার কোন সদস্য রাস্তায় নেই । অনুরূপ যদি বলা হয় جاء التلميذ بلا كتاب অর্থাৎ ছাত্রটি বই ছাড়া এসেছে । এখানে কেউ যদি এই বাক্যের তরজমা করেন , ছাত্রটি বই নিয়ে এসেছে , তবে বইটি কেমন তা আমরা জানি না । এটা হবে ভাষা সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট অজ্ঞতা এবং একটি হাস্যকর তরজমা । **অনুরূপ ইমাম আবু হানিফার উল্লেখিত কথার তরজমা যদি কেউ করেন , " بلا كيف " ধরণ আছে তবে এর কাইফিয়াত বা ধরণ আমরা জানি না , তাহলে এটা হবে একটা হাস্যকর তরজমা , যা তার**

অজ্ঞতার পরিচয় বহন করে । বরং এখানে ইমাম আবু হানিফার উদ্দেশ্যই হল " ধরণের জাতিসত্তাকেই নাকচ করা " ।

ইমাম আলা উদ্দিন আল বুখারির কথা থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়। যেমন তিনি বলেছেনঃ আল্লাহর জন্য সুরত এবং অঙ্গ সাব্যস্ত করা অসম্ভব । **অনুরুপ " ধরণ সাব্যস্ত করাও " অসম্ভব।** (কাশফুল আসরার ১ / ৬০)

ইমাম আবু মানসুর আল মাতুরিদি (রঃ) যিনি মূলত ইমাম আবু হানিফা রঃ এর আকিদাকে বিস্তারিত ভাবে পেশ করেছেন । এবং তিনি ছিলেন আকিদাতে ইমাম আবু হানিফা রঃ পূর্ণ অনুসারী । তাকে যখন প্রশ্ন করা হয়ঃ "কীভাবে আল্লাহকে দেখা যাবে" ?

জবাবে তিনি বলেনঃ **আল্লাহকে দেখা যাবে , কোন ধরণ থাকবে না । কারণ ধরণ থাকা মানেই আকৃতি বা ছুরত থাকা ।** (আত তাওহিদ – ৮৫)

অর্থাৎ আল্লাহর জন্য কোন ধরণ সাব্যস্ত করা যাবে না । কেননা ধরণ আর কাঠাম ও আকৃতির সম্পর্ক হল অবিচ্ছিন্ন এক সম্পর্ক । ধরণ থাকা মানেই তার একটা কাঠামো এবং আকৃতি আছে । এবং কাঠামো থাকার মানেই হল তার একটা ধরণ আছে । এবং ধরণ ও কাঠামো এবং সুরত এইগুলো হল মাখলুকের ছিফাত , তা আল্লাহর সিফাত হওয়া অসম্ভব । **তাই ইমাম আবু হানিফা বলেছেনঃ " بلا كيف " অর্থাৎ لا كيفية " কোন ধরনই নেই " কেননা আল্লাহর জন্য ধরণ সাব্যস্ত করা অসম্ভব ।** কারণ ধরণ সাব্যস্ত করা মানেই হল আল্লাহর জন্য একটা কাঠামো সাব্যস্ত করা এবং কাঠামো সাব্যস্ত মানেই হল আল্লাহর জন্য আয়তন সাব্যস্ত হওয়া এবং আয়তন সাব্যস্ত মানেই তিনি একটা সীমাতে আবদ্ধ হয়ে যাওয়া । এই গুলো আহলে সুন্নাত ও জামাতের আকিদা নয় । আশা করি ইমাম আবু হানিফার নামে সালাফিদের অপব্যাখ্যার ধোঁকায় আর পড়বেন না ।

ইমাম আবু হানিফা রঃ বলেনঃ আল্লাহর হাতকে কুদরত বা নেয়ামত বলা যাবে না ।

সালাফি ভাইরা বলেনঃ ইমাম আবু হানিফা রঃ আল ফিকহুল আকবারে বলেছেনঃ "আল্লাহর হাতকে তার কুদরত বা নেয়ামত বলা যাবে না , যা মুতাজিলারা বলে" । সুতরাং আপনারা আল্লাহর হাতকে কুদরত বলার কারণে মুতাজিলা এবং আপনারা ইমাম আবু হানিফা রঃ এর আকিদার উপর নেই ।

আল ফিকহুল আকবারের ইবারতটি হলঃ

لا يقال : إن يده قدرته أو نعمته ، لأن فيه إبطال الصفة ، وهو أهل القدر والاعتزال ، ولكن يده صفة بلا كيف

অর্থঃ বলা যাবে নাঃ "নিশ্চয়" তার ইয়াদ (হাত) হল তার কুদরত বা তার নেয়ামত । কেননা তাতে সিফাতকে বাতিল করা হয় । যা কদরী এবং মুতাজিলারা বলে । কিন্তু তার ইয়াদ হল একটি সিফাত , **যার কোন ধরণ নেই ।**

সালাফি ভাইরা তাবীলের ক্ষেত্রে মুতাজিলা ও আহলে সুন্নাত ও জামাতের পার্থক্য না জানার কারণে ইমাম আবু হানিফা রঃ এর কথাটিকে সহি ভাবে বুঝতে পারেনি ।

আহলে সুন্নত ও জামাত এবং মুতাজিলার মধ্যকার একটি পার্থক্যঃ

মুতাজিলারা সিফাতকে অকাট্য ভাবে কোন একটি শব্দ দ্বারা তাবীল করার মাধ্যমে সিফাতটাকে অস্বীকার করে । যেমন তারা বলেঃ "হাত দ্বারা নেয়ামত বা কুদরতই উদ্দেশ্য" । এবং সিফাতের ক্ষেত্রে জাহমিয়াদের কথাও এমন ।

এখানে মুতাজিলাদের কথাকে খণ্ডনই ইমাম আবু হানিফা রঃ এর উদ্দেশ্য । দেখুন তিনি শুরুতেই তাকিদের শব্দ ব্যবহার করেছেনঃ إن অর্থ "নিশ্চয়" । অর্থাৎ নিশ্চিত রূপে এটা বলা যে , তার ইয়াদ হল তার কুদরত বা তার নিয়ামত । অর্থাৎ ইয়াদ শব্দের অর্থকে কুদরত বা নেয়ামতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে ফেলা ।

এরপর তিনি বলছেনঃ لأن فيه "কেননা তাতে" । অর্থাৎ যখন ইয়াদ শব্দের অর্থকে কুদরত বা নেয়ামতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে ফেলা হবে, তখন সিফাতকে বাতিল করা হয় । যেমন মুতাজিলারা আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি অর্থকে নির্ধারণ করে এবং ঐ অর্থের মাঝেই শব্দটিকে সীমাবদ্ধ করে ফেলে । ফলে তখন আল্লাহর সিফাতকে বাতিল করা সাব্যস্ত হয় ।

এরপর দেখুন তিনি বলছেনঃ ولكن يده صفة بلا كيف কিন্তু তার ইয়াদ হল একটি সিফাত , **যার কোন ধরণ নেই** । সুবহানাল্লাহ । দেখুন ইমাম আবু হানিফা রঃ এখানে ইয়াদকে আল্লাহর সিফাত সাব্যস্ত করছেন । তবে ইয়াদ এর বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর জন্য একটি অঙ্গ সাব্যস্ত করে । এরপর তিনি بلا كيف বলে বাহ্যিক অর্থের সম্ভাবনাটাকেই দূর করে দিচ্ছেন । অর্থাৎ এটা শুধুই আল্লাহর সিফাত যার কোন ধরণ নেই ।

আহলে সুন্নাত ও জামাত আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে আরবী ভাষার রীতিনীতি অনুযায়ী শব্দের সম্ভাব্য কয়েকটি অর্থ থেকে যে কোন একটি অর্থকে প্রাধান্য দেন মাত্র । অকাট্য বা নিশ্চিতভাবে বলেন না যে , এটাই একমাত্র উদ্দেশ্য । যেমন মুল্লা আলী কারী রঃ বলেনঃ সালাফ এবং খালাফ সবাইক একমত যে , মুতাশাবীহ শব্দের বাহ্যিক অর্থ থেকে আল্লাহ চির পবিত্র কেননা এইগুলো আল্লাহর সাথে ব্যবহার অসম্ভব । এবং **পরবর্তী কেউ কেউ তাবীল করেছেন তবে তারা দৃঢ়তার সাথে বলতেন না যে , আয়াতের উদ্দেশ্য এটাই** । তাদের উদ্দেশ্য ছিল , সাধারন মানুষকে মুতাশাবীহ আয়াতের বাহ্যিক অর্থের উপর

বিশ্বাস করা থেকে ফেরানো । এবং যারা বাহ্যিক অর্থকে আঁকড়ে ধরত , ঐ সমস্ত বিদআতিদের কণ্ডন করা । (মেরকাত – ১ / ১৮৯)

এখানে ইমাম আবু হানিফা রঃ এর উদ্দেশ্য হল মুতাজিলাদের কথাকে খণ্ডন করা । এবং আবু হানিফা রঃ নিজেও সাহাবীদের অনুসরণে তাবীল করতেন যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে ।

তবে ইমাম আবু হানিফার এই কথাটিকে যদি সালাফিদফের বুঝ মতে ধরা হয় তাহলে দেওবন্দিদের পূর্বে এবং সবার প্রথম হজরত ইবনে আব্বাস রাঃ মুতাজিলা সাব্যস্ত হবেন । নাউজুবিল্লাহ । কেননা তিনি নিজেই হাতকে তাবীল করেছেন শক্তি ও ক্ষমতার অর্থে যেমনঃ আল্লাহ্ তালা বলেনঃ والسماء بنيناها بأيد

হজরত ইবনে আব্বাস রাঃ বলেনঃ بأيد (হাত) দ্বারা উদ্দেশ্য হল بقوة وقدرة অর্থাৎ শক্তি এবং ক্ষমতার মাধ্যমে । (তাফসীরে কুরতুবী ১৭ / ৫২)

এরপর মুতাজিলা হবেন ইমাম ইবনুল জাওজী রঃ কেননা তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ তালা বলেনঃ لما خلقت بيدي (সূরাঃ সাদ - ৭৫)

এখানে يد (হাত) শব্দটি নিয়ামত ও অনুগ্রহের অর্থে ব্যবহৃত । (দাফউ শুবহাতিত তাশবীহ - ১১৩)

এবং মুতাজিলা হবেন ইমাম রাজী রঃ । কেননা তিনি বলেনঃ يد (হাত) শব্দটির প্রকৃত অর্থ বিশেষ একটি অঙ্গকে বুঝায় । তবে শব্দটি রূপক ভাবে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয় । যেমনঃ يد (হাত) শব্দটি ক্ষমতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। অনুরূপ নেয়ামত এর অর্থেও ব্যবহৃত হয় ।(তাসিসুত তাকদীস– ১৬৬)

এমনকি সালাফি আকিদার বর্তমান ইমাম , শায়েখ উছাইমিন হবেন বর্তমানের মুতাজিলা । কেননা তিনি বলেনঃ

আল্লাহ্ তালা বলেনঃ بل يداه مبسوطتان – المائدة – 64 / তার দুই হাত প্রসারিত ।

শায়েখ উছাইমিন বলেনঃ এর ব্যাখ্যায় কেউ বলে এখানে আল্লাহ্‌র দুই হাত দ্বারা আকাশ – জমিন উদ্দেশ্য , সে কাফের হিসাবে গণ্য হবে । কারণ আরবী ভাষাতে এ ধরণের ব্যাখ্যা ঠিক নয়। এবং এটা শরঈ বাস্তবতার পরিপন্থী । **কিন্তু হাতকে যদি নেয়ামতের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে অথবা শক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে , তাহলে কাফের হবে না । কারণ "হাত" কখনো কখনো "নেয়ামত" অর্থে ব্যবহার হয়** । (ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম – ৭৯)

বাস্তবে সালাফি ভাইরা এই সমস্ত কথা বলে নিজেদের অজ্ঞতার পরিচয় দেন । আল্লাহ তাদের সহি বুঝ দান করুন । আমীন ।

ইমাম মোহাম্মদ রঃ এর কথাকে বিকৃতি ।

ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান আশ-শাইবানি বলেনঃ "মাশরিক ও মাগরিবের ফুকারাহা একমত, আল্লাহর সিফাতে কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই ঈমান আনতে হবে" .... ।

কথাটি ফাতুহল বারী থেকে উল্লেখ করে আহলে হাদিসরা বুঝাতে চায় দেওবন্দিরা গোমরাহ কেননা তারা ব্যাখ্যা - বিশ্লেষণ করেন । অথচ ইমাম মোহাম্মদ রঃ এখানে শব্দ ব্যবহার করেছেন "তাফসীর" , তাবীল নয় । তাফসীর ও তাবীলে কে এক মনে করা মূর্খতা ও অজ্ঞতার নামান্তর । এবং ইবনে হাজার কথাটি উল্লেখ করার পর কোন মন্তব্য করেননি । কেননা তিনি জানেন, তাফসীর ও তাবীল এক নয় এখানে ইমাম মোহাম্মদের উদ্দেশ্য হল "তাফসীর"

। "এমনকি শায়েখ ফাওজান বলেছেন ইবনে হাজার তাবীল করেছেন এবং তিনি আশারি মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিল"[7] । সুতরাং ইবনে হাজার তার কিতাবে এমন কথা আনবেন যা তাকেই আহলে সুন্নাত ও জামাত থেকে বের করে দিবে এটা অসম্ভব । আল্লাহ সালাফি ভাইদের সহি বুঝার তাওফিক দান করুন । আমীন ।

---

[7] তাকিবাত – ৪৫ –

এক সময়ে দেওয়ানবাগীর মুকাল্লিদ ইমাম হোসেনকে একদিন বলতে শুনলামঃ কারো আকিদার বিষয়ে স্পষ্ট না হয়ে তার থেকে ইলম নেওয়া যাবে না । কেননা অনেকে আশারি ও মাতুরিদির আকিদা ঢুকিয়ে দেয় ।

কথাটি শুনে বড় অবাক হলাম । কেননা এই জাহেল শায়েখ গুলোই তাদের জাহেল ছেলেদের বলে "বুলুগুল মারাম" পড়ে সহি সালাত শিখ । অথচ এই কিতাবের লেখক ইবনে হাজার আশারি আকিদার যা শায়েখ ফাওজান নিজেই বললেন । ইবনে হাজারের জরা-তাদিলের কিতাব দিয়ে হাদিসকে সহি বা জঈফ সাব্যস্ত করে অথচ সে আশারি আকিদার । আবার এরাই কীভাবে এমন কথা বলে, কারো আকিদা স্পষ্ট না জেনে তার থেকে ইলম নেওয়া যাবে না , আমার বুঝে আসে না ?

অবশ্য শায়েখ গুলোর পেরেশানির কারণ নেই কেননা তাদের মুজতাহিদ ছাত্রগুলো সহি ভাবে আরবীতে নিজের নামটাই লিখতে পারে না , ইমামদের কিতাব পড়ে তাদের আকিদা বের করা তো বহুত দূরের কথা । অনেক শায়েখ তো এমন আছেন যে সহি ভাবে কোরআনই পড়তে পারে না, তবে সে "মুহাদ্দিস , মুফাসসীর , মুজতাহীদ । নাউজুবিল্লাহ ।

শায়েখ উছাইমিনের অবস্থা দেখুনঃ

ইমাম নববী রঃ এর প্রসিদ্ধ হাদিসের কিতাব "রিয়াদুস সালেহিনের" ২৮১ নাম্বার হাদিসের ব্যাখ্যাতে শায়েখ উছাইমিন লিখেনঃ আল্লাহ উপরে আছেন এটা স্বভাবজাত একটা বিষয় । যা বুঝার জন্য কোন দলিল বা তেমন কষ্ট-ক্লেশের প্রয়োজন হয় না । যারা আল্লাহ আসমানে আছেন এটাকে অস্বীকার করেন (তাদের জন্য আমি আল্লাহর নিকট "হেদায়েত" প্রার্থনা করি) **তারা যখন দোয়া করতে আসেন তখন তারা তাদের হাত কোন দিকে উঠান** ? আসমানের দিকেই তো উঠান। হায় আল্লাহ !!! দোয়াতে তাদের উপরে হাত তোলাই প্রমাণ করে , আল্লাহর বিষয়ে তাদের আকিদা মিথ্যা । এই বাতিল ও নষ্ট আকিদার কারনে তাদের উপর **কুফুরির** আশঙ্কা হচ্ছে ।

মজার বিষয় হলঃ

শায়েখ উছাইমিন আল্লাহ উপরে থাকার বিষয়ে যেই দলিল দিয়েছেন এবং যার হাদিসের কিতাবের ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে এই কথা করেছেন , সেই ইমাম নববী প্রায় আজ থেকে সাতশত বছর পূর্বে খুব জোরালো ভাষায় এই দলিলের সমালোচনা করে গেছেন।

ইমাম নববী রঃ বলেনঃ আল্লাহ হলেন ঐ মহান স্বত্বা যার অভিমুখে হয়ে কোন দোয়াকারী তার নিকট দোয়া করেন যেমন কোন নামাজি ব্যক্তি কেবলামুখী হয়ে নামাজ আদায় করেন সুতরাং আসমানের অভিমুখে হয়ে দোয়া করার অর্থ এটা নয়, আল্লাহ আসমানে সীমাবদ্ধ যেমনি ভাবে কাবা-মুখী হয়ে নামাজ পড়ার অর্থ এটা নয়, আল্লাহ কাবাতে সীমাবদ্ধ । বরং আসমান হল দোয়াকারীর কেবলা আর কাবা হল নামাজীর কেবলা । (আল মিনহাজ ৫/৩৩)

ইমাম নববীর আগের শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম কাজী ইয়াজ বলেনঃ আসমান হল দোয়াকারীর কেবলা আর কাবা হল নামাজীর কেবলা । কাবার অভিমুখে নামাজ পড়া দ্বারা যেমন এটা বুঝা যায়না, আল্লাহ কেবলার দিকে আছেন, তেমনি আসমানের অভিমুখে দোয়া ও ইশারার অর্থ এটা নয়, আল্লাহ আসমানে আছেন । (আল মুলিম - ১/১৭৭)

ইমাম নববীর যুগের আরেক মুহাদ্দিস ইমাম কুরতুবি বলেনঃ আসমানের দিকে হাত উঠিয়ে দোয়া করার কারন হল আসমান হল ওহী অবতীর্ণ হওয়ার স্থান । (তাফসিরে কুরতুবি, সূরা মূলক -১৬)

শায়েখ উছাইমিন ইমাম ইবনে তাইমিয়ার যেই ভুল আকিদা আমাদের গিলাতে চাচ্ছেন সেই ইবনে তাইমিয়ার ওস্তাদ ইবনে দাকিক আল-ঈদ "শারহুল ইলমাম" কিতাবে বলেনঃ দৃষ্টিকে আসমানের দিকে উঠানো দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে দোয়ার কেবলা এবং ওহী অবতীর্ণ হওয়ার স্থানের অভিমুখী হওয়া ।

ইবনে তাইমিয়ার পরের যুগের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস যার "বুলুগুল মারাম" পড়ে আমাদের দেশের আহলে হাদিস ভাইরা সহি সালাত শিখে বলে দাবি করেন, সেই ইবনে হাজার বলেনঃ দৃষ্টিকে আসমানের দিকে উঠানো দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে দোয়ার কেবলা এবং ওহী অবতীর্ণ হওয়ার স্থানের অভিমুখী হওয়া ।(আতালখিসুল হাবির- ১২১)

একজন ব্যক্তি আসমানে হাত উঠিয়ে দোয়া করেন আবার এটা অস্বীকার করে যে আল্লাহ আসমানে সীমাবদ্ধ নয় । এই বিপরীত মুখী বিশ্বাস দেখে শায়েখ উছাইমিন যতটুকু অবাক হয়েছেন, আমি তার এই ব্যাখ্যা পড়ে তার থেকেও বেশী অবাক হয়েছি । কেননা তিনি বইটির ভূমিকাতে ইমাম নববী ও বইটির অনেক প্রশংসা করেন এবং এর ব্যাখ্যা সুন্দর ভাবে শেষ করার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়াও করেন । অথচ তিনি নিজেই বইটিতে এমন কথা লিখে রেখেছেন যার কারণে খোদ বইটির লেখক ইমাম নববী সহ, উল্লেখযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য

বহু মুহাদ্দিস গোমরাহ সাব্যস্ত হয় । নাউজুবিল্লাহ । এমন বড় ব্যক্তি থেকে এমন অজ্ঞতা এবং অসতর্কতা মোটেও কাম্য নয় । নাউজুবিল্লাহ।

বাংলাদেশে আজ যারা শায়েখ উছাইমিন, শায়েখ বিন বাজ , শায়েখ আলবানীর, দোহাই দিয়ে সাধারণ ছেলেদের ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ভুল আকিদা গিলাচ্ছেন তাদের বলছি, যারা বুঝে-শুনে আপনাদের ভুল আকিদা বর্জন করেছেন তাদের ক্ষেত্রে গোমরাহ, জাহমিয়া, বাতিল, শব্দ ব্যবহারে একটু সতর্ক হন । এবং বলার আগে একটু চিন্তা করুন আপনার এই শব্দগুলো কোথায় গিয়ে পড়ছে । কেননা **আমরা হলাম পাঠক আর তারা হল লেখক** ।

শায়েখ আলবানী এবং বাংলাদেশ আহলে হাদিসের দৃষ্টিতে ইমাম বুখারি মুমিন, মুসলিম এবং সহি আকিদার ছিলেন না ।

তাবীল করা সাহাবী এবং সালাফ ও খালাফদের থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত , যা তাবীল অধ্যায় দলিল সহ পেশ করা হয়েছে । আলহামদুলিল্লাহ্ ।

ইমাম বুখারি রঃ তার পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করে বুখারি শরিফের সূরা কাছাছের মধ্যে বর্ণিত আয়াত كل شيئ هالك إلا وجهه তে وجه (চেহারা) শব্দকে তাবীল করেন ملك (রাজত্ব) অর্থে ।

শায়েখ আলবানী সাহেব যেহতু আকিদাতে ইবনে তাইমার অন্ধ মুকাল্লিদ ছিলেন এবং তাদের নিকট তাবীল করা গোমরাহি । তাই যখন শায়েখ আলবানীকে প্রশ্ন করা হল وجه এর তাবীল কী ملك করা যাবে ? তিনি বলেনঃ "এটা কোন মুমিন মুসলিম বলতে পারে না" । (নাউজুবিল্লাহ) (ফাতাওয়া আলবানী - ৫২৩)

তারপর শায়েখ আলবানী একটা দাবি তুলেন তার অন্ধ মুকাল্লিদদের সান্তনা দেওয়ার জন্য । কেননা ইমাম বুখারির তাবীল যদি নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হয়, তাহলে কেউ শায়েখ আলবানীর আকিদা গ্রহণ করবেন না । তাই তিনি দাবি করেন "এই কথাটা বুখারির কিছু কিছু কপিতে আছে, তবে মূল বুখারিতে এটা নেই । (নাউজুবিল্লাহ)

এখানে কয়েকটি নির্ভরযোগ্য বুখারির কপির নাম পেশ করা হল যেখানে ইমাম বুখারির তাবীলটা আছেঃ

১ -ফুয়াদ আব্দুল বাকির কপিতে (দারে ইবনে হাজাম - ৫৮৬)

২ -মুয়াসসাসাতুর রিসালার কপিতে (২৩৯)

৩ -মাকতাবা ইবনে কাছিরের কপিতে (১১৯৭)

৪ –মাকতাতুস সাফার কপিতে (হাঃ ৪৭৭১)

৫ –জামিউ কুতুবিত তিসআ (এপ) (হাঃ ৪৭৭১)

এমনকি বাংলাদেশ জমিয়াতে আহলে হাদিস থেকে প্রকাশিত সহি বুখারি সেখানেও ইমাম বুখারির وجه কে ملك দ্বারা তাবীলটা আছে । (তাওহিদ পাবলিকেশন ৪ / ৫২৫)

এটা যদি মূল বুখারীতে না থাকতো তাহলে বাংলাদেশ জামিয়াতে আহলে হাদিস জীবনেও উল্লেখ করতেন না । **তবে এই বিষয়ে বাংলাদেশ জমিয়াতে আহলে হাদিসকে শায়েখ আলবানী থেকে সত্যবাদী বলা যায়** । তবে বাংলাদেশ জমিয়াতে আহলে হাদিস নিজেদের নব্য "সহি নামক" ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন যেই কয়েকটি কিতাববের উপর ভর করে , তার মধ্যে সব থেবে গুরুত্বপূর্ণ হল "সহি বুখারী" । অথচ দেখুন এরাই ইমাম বুখারি রঃ সম্পর্কে টিকাতে কি লিখে রেখেছেনঃ

তারা সহি বুখারির ১৫৮ নাম্বার টিকাতে লিখেছেনঃ **ইমাম বুখারি যে তাফসীর করেছেন সেটা "আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের "আকীদা" অনুপাতে হয় নি**" । (নাউজুবিল্লাহ)

তার মানে এখানে তারাও পরোক্ষভাবে এই কথা স্বীকার করছেন, ইমাম বুখারি থেকে এই তাবীল সহি ভাবে প্রমাণিত কেননা প্রমাণিত না হলে তারা তাদের কপিতে এই কথা আনতেন না । ফলে শায়েখ আলবানি যেই দাবি করেছেন তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং মিথ্যাচার । এবং আরেকটু লক্ষ করলে দেখেবেন, উভয়ে একটা কথাই বলতে চাচ্ছেন, তা হল "ইমাম বুখারির আকিদা সহি না" । কেননা আলবানি বলেছেন "এটা কোন মুমিন মুসলিম বলতে পারে না" পরে একটি ভ্রান্ত ওজুহাত দিয়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা , যা সুস্পষ্ট বাস্তবতা বিরোধী । এবং বাংলাদেশ আহলে হাদিসরা তো লিখেই দিয়েছেন "ইমাম বুখারি যে তাফসীর করেছেন সেটা "আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের "আকীদা" অনুপাতে হয় নি" ।

তার মানে ইমাম বুখারি থেকে এই তাবিল প্রমাণিত । তবে তাবীল করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত মানহাজ নয় । তারা বলে এটা হল জাহমিয়াদের মানহাজ । সর্বশেষ শায়েখ আলবানীর কথাটিই প্রমাণ হলঃ “এটা কোন মুমিন মুসলিম বলতে পারে না” । নাউজুবিল্লাহ ।

যারা ইমাম বুখারীকে সহি আকিদার মনে করেন না এরা আবার কীভাবে “সালাফি” হয় ? আল্লাহ এদের সহি বুঝ দান করুন । আমীন ।

আরেকটা বিষয় হল কিছু সালাফী এখনো পাওয়া যাচ্ছে, যারা শায়েখ আলবানীর সেই ভুল দাবীকে আঁকড়ে ধরে আছেন অথচ সেই কপির অস্তিত্য না আলবানী দেখাতে পরেছেন না বর্তমান আরবের বিশিষ্ট মুহাক্কিকগণ না বাংলাদেশের "জমিয়াতে আহলে হাদিস" । আবার এরাই আমাদের বলে “অন্ধ মুকাল্লিদ” (قاتل الله الجهل) এবং ইবনে তাইমিয়ার ভুল আকিদার অনুসারীরা নিজেদের শুরুতে “আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত” লাগায় যা পুরাই হাস্যকর । কেননা তাবিল না করা এটাই যদি সহি আকিদা হয়, তাহলে তো পূর্বে উল্লেখিত সকল ইমামই গোমরাহ এবং পথভ্রষ্ট, এমনকি তাদের মধ্যে সাহাবি ইবনে আব্বাস রাঃ ও আছেন । আল্লাহ সালাফী ভাইদের সহি বুঝ দান করুন । আমীন ।

আল্লাহ তালা বলেনঃ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ - কোন কিছুই আল্লাহর সদৃশ নয় ।

আয়াতে আল্লাহ দুটি উপমা শব্দ ব্যবহার করছেন

১ - ك – যা - تشبيه – "উপমা , তুলনা" এর অর্থ প্রধান করে ।

২ - مثل – যা - مماثلة – "সাদৃশ্য , মিল" এর অর্থ প্রধান করে ।

ك ও مثل শব্দদ্বয়ের মধ্যে مثل শব্দটি ব্যপকতার অর্থ বহন করে। যেমনঃ

আপনি বললেন ليس راشد كخالد এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে রাশেদ খালেদের মত নয় । এটা যে কোন কিছুতেই হতে পারে । অর্থাৎ (تشبيه -"উপমা , তুলনা" কে নাকচ করা)

আপনি বললেনঃ ليس راشد مثل خالد এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে অনেক কিছু এমন আছে যেখানে রাশেদ খালেদের মত নয় । অর্থাৎ (مماثلة - "সাদৃশ্য , মিল" কে নাকচ করা)

কিন্তু যখন আপনি বলবেনঃ ليس راشد كمثل خالد তখন উদ্দেশ্য হয় রাশেদ কোন কিছুতেই খালেদের মত নয় । অর্থাৎ এখানে - تشبيه – উপমা , তুলনা" কেও নাকচ করা হচ্ছে আবার مماثلة - "সাদৃশ্য , মিল" কেও নাকচ করা হচ্ছে ।

আল্লাহ তালা আয়াতে না শুধু ك ব্যবহার করেছেন না مثل বরং তিনি উপমার দুটি শব্দ এক সাথে ব্যবহার করেছেন । এবং না বাচক শব্দের (ليس) পরে নাকেরা (شيئ) শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার থেকেও ব্যপকতার অর্থ পাওয়া যায় । অর্থাৎ **আমরা যা দেখি অথবা আমাদের চিন্তা যেই পর্যন্ত পৌছতে পারে , এর কোন কিছুই আল্লাহর সদৃশ না ।**

কিন্তু আফসোসের বিষয় হলঃ কিছু মানুষ কোরআনকে সহি ভাবে না বুঝার কারনে আজ মানুষের মত আল্লাহর জন্য শারীরিক বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করছে এবং পরে বলছে এই সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ধরন কেমন আমরা জানি না

আল্লাহর ধরন আল্লাহর মত । নাউজুবিল্লাহ । অর্থাৎ আল্লাহর সত্বা ও মানুষের সত্বার মাঝে পার্থক্য হল শুধু ধরণের । মানুষের ধরন জানা যায় কিন্তু আল্লাহর ধরন জানা যায় না । নাউজুবিল্লাহ ।

আশা করি কোন সালাফি আল্লাহর জন্য বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করার পর, ধরন অজানার ওজুহাতে উল্লেখিত আয়াত দ্বারা দলিল দিলে আর ধোঁকা খাবেন না ।

আল্লাহর কী আঙ্গুল আছে ?

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাঃ থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেনঃ এক ইহুদী পাদরী নবী সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে সম্বোধন করে বললেনঃ হে মুহাম্মদ ..... কিয়ামতের দিন আল্লাহ তালা আকাশমণ্ডলীকে এক "ইসবায়ে" (শাব্দিক অর্থঃ "আঙ্গুল") এবং জমিনসমূহকে এক ইসবায়ে .... তুলে ধরবেন....... । (সহি মুসলিম ৬৭৮৬ / ৬৯৩৯)

হাদিস থেকে সালাফিদের বুঝঃ

আল্লাহর আঙ্গুল আছে । তবে এর ধরণ কী তা আমরা জানি না । [৪]

আহলে সুন্নাত ও জামাতের বুঝঃ

ইমাম নববী বলেনঃ হাদিসটি সিফাতের হাদিস । আর পূর্বেই বলা হয়েছে সিফাতের ক্ষেত্রে দুই মাজহাবঃ

১ –তাবীল করা

২ –তাবীল না করে ঈমান আনা । (অর্থাৎ তাফঈদ)

---

[৪] তাদের দাবীটা একটু চিন্তা করলে দেখবেন তারা গোমরাহ মুজাসসিমা হাশাঈ আকিদার অনুসারী হওয়ার কারণেই এই ব্যাখ্যাটা দিয়েছে । অর্থাৎঃ তারা শব্দের বাহ্যিক অর্থ ধরছে ফলে আল্লাহর জন্য আঙ্গুল সাব্যস্ত হচ্ছে । তারপর তারা বলেঃ "আল্লাহর আঙ্গুল আছে তবে এর ধরণ আমরা জানি না" ।
পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ও জামাতের ইমামরা উল্লেখিত হাদিসের ক্ষেত্রে তাবীলের আশ্রয় নিয়েছেন , কারণ হাদিসে বর্ণিত শব্দের বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর জন্য দেহের একটি অঙ্গ সাব্যস্ত করছে অথচ বিভিন্ন অঙ্গ থাকা এটা মানুষের সিফাত আল্লাহর নয় ।
বড় অবাক লাগে যখন দেখি গোমরাহ মুজাসসিমা হাশাঈদের মূলনীতিকে আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দেয় । অর্থাৎ তারা বলেনঃ "আল্লাহ নিজেই বলছেন তার অঙ্গুল আছে" । নাউজুবিল্লাহ । অথচ এখানে অঙ্গুল অর্থটা তারা বলছে মুজাসসিমা হাশাঈদের মূলনীতির অনুসরণ করে । আল্লাহ তাদের সহি বুঝ দান করুন । আমীন ।

“ তবে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে , এখানে “শব্দের শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য নয় ”। এবং যারা তাবীল করেন তাদের কথা অনুযায়ী "ইসবায়" এর অর্থ হল ক্ষমতা এবং মানুষরা অতিরঞ্জন বুঝানোর জন্য এই সমস্ত যায়গায় আঙ্গুল উল্লেখ করে থাকেন । (আল মিনহাজ ১৭ / ১৮৯)

রাসুল সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আদম সন্তানের কলব সমূহ পরম দয়াময় আল্লাহ্ তালার দু আঙুলের মাধ্যে....... (সহি মুসলিম –২৬৫৪)

ক – ইমাম গাজালি রঃ বলেনঃ **হাদিসটিকে বাহ্যিক অর্থে ধরা অসম্ভব** । এরপর ইমাম গাজালী রঃ তাবীল পেশ করেন । (কাওয়াইদুল আকাইদ ১ / ১০২)

খ – ইমাম নববী রঃ বলেনঃ **এখানে শব্দের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়** । এরপর ইমাম নববী তাবীল পেশ করেন । (শরহু মুসলিম ১৬ / ৩১২)

গ – ইমাম কুরতুবী রঃ বলেনঃ অকাট্য ভাবেই বলা যায় বাহ্যিক আঙ্গুল আল্লাহ্র সাথে ব্যবহার অসম্ভব । এরপর তিনি তাবীল পেশ করেন । (আল মুফহিম ৬ / ৭৭২)

ইমাম নববী ছিলেন ষষ্ট হিজরির মানুষ । এবং তিনি স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেনঃ **এখানে “শব্দের শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়”** । অথচ সালাফি ভাইরা মুজাসসিমা হাশাঈদের মূলনীতি অনুসরণ করে শব্দের বাহ্যিক অর্থ ধরে আল্লাহর জন্য আঙ্গুল সাব্যস্ত করছে । এরপর বলেঃ আল্লাহ নিজেই তার জন্য আঙ্গুল সাব্যস্ত করছেন । নাউজুবিল্লাহ । তারপর এই হাশাঈ আকিদাকে আহলে সুন্নাত ও জামাতের আকিদা বলে চালিয়ে দিচ্ছে , সাহাবীরাও না কী এই আকিদা রাখতেন । নাউজুবিল্লাহ । এবং আমাদের দেশের কিছু জাহেল এটা বিশ্বাসও করে । অবশ্য এদেরও তেমন দোষ নেই কেননা “এরা তো জাহেল” এবং এরা এখনো “সহি” শব্দের ধোঁকাতে আছে । আল্লাহ তাদের প্রকৃত সহিটা বুঝার তাওফিক দান করুন । আমীন ।

আল্লাহর কী "পা" আছে ?

সালাফি ভাইরা আকিদাগত বিষয়ে ইবনে তাইমিয়াকে অনুসরণ করে থাকেন । কিন্তু তাদের কেউ বুঝে আর কেউ না বুঝে তার আকিদাকে "আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের" আকিদা বলে চালিয়ে দেয় । অথচ আকিদার বিষয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার যে কিছু ভুল হয়েছে তা সবার কাছে স্পষ্ট ।

গতকাল আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউছুফ সাহবের এক শিক্ষক আকিদা বিষয় আলোচনা করতে করতে এমন কিছু আকিদা বললেন যা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা নয় ।

তিনি বলছেনঃ আল্লাহর "পা" আছে । এটা সাবস্ত করার জন্য বুখারির ৪৮৪৯ হাদিস উল্লেখ করেন। এবং তিনি বলতে চান জাহান্নাম যখন আরো চাইবে তখন আল্লাহ্ নিজ পা দিয়ে তা পূর্ণ করে দিবেন। সুতরাং আল্লাহর পা আছে।[9]

কিন্তু আমরা যদি তার এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করি তাহলে (সূরা সিজদার ১৩) আয়তে আল্লাহ্ যেই পরিশ্রুতি দিয়েছেন তা মিথ্যা সাবস্ত হয় । কেননা তিনি বলেন "আমি নিশ্চয়ই জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করবো" । উল্লেখিত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় তিনি জিন ও মানুষ দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করবেন । অথচ আমার সালাফি ভাইদের ব্যাখ্যাতে বুঝা যায় আল্লাহ্ সর্বশেষ

---

[9] এখানেও তাদের দাবীটা নিয়ে চিন্তা করলে দেখবেন তারা গোমরাহ মুজাসসিমা হাশাঈ আকিদার অনুসারী হওয়ার কারণেই এই ব্যাখ্যাটা দিয়েছে । অর্থাৎঃ তারা শব্দের বাহ্যিক অর্থ ধরছে ফলে আল্লাহর জন্য পা সাব্যস্ত হচ্ছে । তারপর বলছেঃ "আল্লাহর পা আছে তবে এর ধরণ আমরা জানি না" ।

পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ও জামাতের ইমামরা উল্লেখিত হাদিসের ক্ষেত্রে তাবীলের আশ্রয় নিয়েছেন ,কারণ প্রথমত হাদিসটি কোরআনের একটি আয়াতের বিরোধী এবং হাদিসে বর্ণিত শব্দের বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর জন্য দেহের একটি অঙ্গ সাব্যস্ত করছে অথচ বিভিন্ন অঙ্গ থাকা এটা মানুষের সিফাত আল্লাহর নয় ।

নিজ পা দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করবেন । আর আল্লাহ্‌র কথা কখনো পরিবর্তন হতে পারে না । কেননা তিনি সূরা কাফ (২৯) বলেনঃ “আমার কথার রদ বদল হয় না” ।

“আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদাঃ

১ – ইমাম ইবনুল জাওজি বলেনঃ হাদিসে দুটি শব্দ এসেছে قدم (বুখারি ৪৮৪৯) ও رجل (বুখারি ৪৮৫০) আর رجل শব্দ দ্বারা “দল” বুঝায় । আর قدم শব্দ দ্বারা “অগ্রে সাবস্ত হওয়া" বুঝায় । সুতরাং উভয় শব্দ অনুযায়ী হাদিসের অর্থ হল “আল্লাহ্‌ কাফেরদের এমন একটি দলকে ফেলবেন যাদের বিষয়ে তার ইলমে আগেই এটা নির্ধারণ ছিল যে তারা জাহান্নামে যাবে” । (দাফউ শুবহাতিত তাশবি ১৭১)

২ – ইমাম ইবনে হিব্বান বলেনঃ আরবী ভাষাতে قدم বলে “জায়গার” ব্যবহার আছে । আর এটা উদ্দেশ্য নয়, “**তিনি তার “পা” জাহান্নামে রাখবেন**” । কেননা আমাদের প্রতিপালক এমন সাদৃশ্য থেকে চিরপবিত্র । (সহি ইবনে হিব্বান ১ / ৫০২)

৩ – ইমাম খাত্তাবি বলেনঃ আল্লাহ্‌ যেহেতু ওয়াদা করেছেন যে তিনি জাহান্নামকে জিন ও মানুষ দ্বারা পরিপূর্ণ করবেন । এবং তার ওয়াদা কখনো পরিবর্তন হবে না । আর **এটা তো অসম্ভব যে তিনি জিন ও মানুষ ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করবেন** । কেননা তখন তার ওয়াদা পরিবর্তন হয়ে যায় । সুতরাং হাদিসের অর্থ হল “যখন জাহান্নাম আরো চাইতে থাকবে তখন তিনি সর্বশেষ আরেকটি দল নিক্ষেপ করবেন । ফলে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে” । (জামুল বায়ান ১১ / ৪২৫)

৪ – ইমাম ইবনুল জাওজি বলেনঃ আমাদের এই বিশ্বাস রাখা আবশ্যক যে, **আল্লাহ্ অংশ অংশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন সত্ত্বা নয় । আর কোন জায়গা তাকে বেষ্টন করতে পারে না ।** সুতরাং হাদিসে যেই قدم শব্দ এসেছে এটা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে "অগ্রবর্তী" । তখন উদ্দেশ্য হবেঃ পূর্বেই যারা জাহান্নামী হওয়ার বিষয়ে তিনি অবগত ছিলেন । (দাফউ শুবহাতিত তাশবিহ ১৭০ / ১৭১)

৫ – ইমাম বায়হাকি বলেনঃ "পা" রাখার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে "কিছু মানুষের ক্ষেত্রে তিনি আগেই অবগত হয়েছেন যে তারা জাহান্নামি" । (আল আসমা ও সিফাত – ৩৩০)

৬ – ইবনে হাজার রঃ বলেনঃ **বাস্তবিক "পা" উদ্দেশ্য নয় ।** কেননা আরবরা উদাহরণ দেওয়ার সময় শারীরিক বিভিন্ন অঙ্গের শব্দ ব্যবহার করে থাকেন , **তবে এটা দ্বারা মূল অঙ্গ উদ্দেশ্য করেন না ।** এরপর ইবনে হাজার রঃ বিভিন্ন ইমাম থেকে "পা" শব্দের আরো কিছু তাবীল উল্লেখ করেন । (ফাতহুল বারী – ৮ / ৫১০)

৭ – ইমাম রাজি রঃ পা বর্ণিত হাদিসগুলো পেশ করার পর বলেনঃ জেনে রাখো এই হাদিসগুলোকে তার বাহ্যিক অর্থে ব্যবহার উচিৎ হবে না । (তাসিসুত তাকদিস – ১৮৫)

কোন আহলে হাদিস ভাই যদি আকিদা পেশ করার পর বলেন , ইমাম ইবনে তাইমিয়া এই কথা বলেছেন , তাহলে এতে আমার কোন আপত্তি নেই । আমার আপত্তি হবে , যখন তিনি ইবনে তাইমিয়ার আকিদা কে "আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা বলে চালিয়ে দিতে চাইবেন" । আল্লাহ তাদের সহি বুঝ দান করুন । এবং এই মুজাসসিমা হাশাঈ আকিদা থেকে ফিরে আসার তাওফিক দান করুন ।

আল্লাহ কী উপর থেকে নামেন ?

হজরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিতঃ রাসুল সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তালা প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে অবশিষ্ট থাকাকালে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন..... (বুখারি ১১৪৫)

সালাফিদের বুঝঃ

আল্লাহ উপর থেকে নেমে আসেন সুতরাং তিনি উপরে আছে । এবং শেষ রাত্রে তিনি নামেন, কীভাবে নামেন তা আমরা জানি না । [10]

আহলে সুন্নাত ও জামাতের বুঝঃ

১ – ইমাম মালেক বলেনঃ আল্লাহর নির্দেশ নামে । (তামহীদ ৭ / ১৪৩ – সিয়ার ৮ / ১০৫ – আল মিনহাজ ৬ / ৩৬)

২ – ইমাম বায়জাবী বলেনঃ অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত যে, আল্লাহর দেহ হওয়া বা কোন যায়গাতে সীমাবদ্ধ হওয়া অসম্ভব **ফলে এই "নামা" শব্দকে আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা অসম্ভব সুতরাং এই নামার অর্থ হলঃ "তার রহমতের নুর নেমে আসে"** । (ফাতহুল বারী ৩ / ৩৬)

---

[10] এখানেও তাদের দাবীটা নিয়ে চিন্তা করলে দেখবেন তারা গোমরাহ মুজাসসিমা হাশাঈ আকিদার অনুসারী হওয়ার কারণেই এই ব্যাখ্যাটা দিয়েছে । অর্থাৎঃ তারা শব্দের বাহ্যিক অর্থ ধরে বলছেঃ আল্লাহ নামেন, তবে আল্লাহর নামার ধরণ কী তা আমরা জানি না । পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ও জামাতের ইমামরা উল্লেখিত হাদিসের ক্ষেত্রে তাবীলের আশ্রয় নিয়েছেন ,কারণ শব্দের বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর জন্য নড়াচড়া এবং স্থানান্তর সাব্যস্ত করছে । কেননা স্থানান্তর বা নড়াচড়া এই গুলো মানুষের সিফাত আল্লাহর নয় । আল্লাহ সালাফি ভাইদের সহিটা বুঝার তাওফিক দান করুন । আমীন ।

৩ –ইবনে হাজার বলেনঃ এই নামাকে দুই ভাবে তাবীল করা যায়ঃ

ক –আল্লাহর নির্দেশ অথবা আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতা নেমে আসে ।

খ –ইসতেয়ারা অর্থাৎ যারা শেষ রাত্রে ডাকেন আল্লাহ তাদের ডাকে সাড়া দেন । (ফাতহুল বারী ৩ / ৩৬)

ইবনে হাজারের দৃষ্টিতে বর্তমান সালাফিদের পরিচয়ঃ

আল্লামা ইবনে হাজার বলেনঃ কেউ কেউ উল্লেখিত হাদিসটা দ্বারা আল্লাহর জন্য দিক সাব্যস্ত করে, আর সেটা হল "**উপরের দিক** "। "**জুমহুর ওলামায়ে কেরাম এটাকে "অস্বীকার" করেছেন"।** কারণ এই কথা বলা দ্বারা আল্লাহকে একটি যায়গাতে সীমাবদ্ধ করা হয় । **আল্লাহ কোন যায়গাতে সীমাবদ্ধ হওয়া থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ।** (ফাতহুল বারী ৩ / ৩৬)

এখানে একটা বিষয় লক্ষ করুন ইবনে হাজার ছিলেন অষ্টম শতাব্দীর ইমাম । তিনি বলছেন "অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এটাকে অস্বীকার করেছেন"। অর্থাৎ ইবনে হাজারের যুগ এবং তার আগের যুগের ইমামরা এই আকিদা রাখতেন না যে, আল্লাহ উপরে আছেন বা কোন যায়গাতে সীমাবদ্ধ । অথচ সালাফি ভাইরা আমাদের দেশের সাধারণ ছেলেদের কাছে হাশাঈদের এই আকিদা প্রচার করছেন আহলে সুন্নাত ও জামাতের আকিদা বলে । নাউজুবিল্লাহ ।

এরপরে ইবনে হাজারের কথাটা লক্ষ করুনঃ

নামার অর্থ নিয়ে ইখতেলাফ আছে । **তবে কেউ কেউ এই "নামাকে" শব্দের বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করে , তারাই হল "মুশাব্বিহা"** (অর্থাৎ এরাই আল্লাহকে তাশবিহ দেয়) আল্লাহ তাদের এমন কথা থেকে চির পবিত্র । (সুবহানাল্লাহ)

আল্লামা ইবনে হাজারদের দৃষ্টিকে বর্তমানের সালাফি বা আহলে হাদিস হল "মুশাব্বিহা জাতি"। এবং আল্লাহকে তাশবিহ দেওয়া কখনো সহি আকদা হতে পারে না । **বড় আফসোস লাগে যখন দেখি মুশাব্বিহাদের আকিদাকে আহলে সুন্নাত ও জামাতের আকিদা বলে চালায় । নাউজুবিল্লাহ ।**

আল্লামা ইবনে হাজার বলেনঃ ইবনে ফুরাক বিভিন্ন শায়েখ থেকে বর্ণনা করেন যে, এখানে "ينزل - بفتح الياء " নামা অর্থ না, এখানে "ينزل - بضم الياء" অর্থাৎ নামানো অর্থ । এবং খোদ আবু হুরাইরা রঃ থেকে ইমাম নাসায়ির একটি বর্ণনা এই অর্থকে আরো মজবুত করেঃ আল্লাহর তালা অবকশ দিতে থাকেন যখন অর্ধ রাত্রি অতিবাহিত হয়, তখন তিনি একজন আহবায়ককে নির্দেশ দেন , সে যেন আহব্বান করেন, আছে কী কোন দোয়াপার্থী..... (আমালুল ইয়াওম ৪৪২ – সুনানে কুবরা ৯ / ১৮০)

ইমাম কুরতুবী বলেনঃ এই বর্ণনা দ্বারাই অস্পষ্টতা দূর হয়ে যায় । অর্থাৎ নামার সম্পর্ক ফেরেশতার সাথে আল্লাহর সাথে নয়। (তাফসীরে কুরতুবি ৪ / ২২)

আল্লাহ আমার সালাফি ভাইদের মুশাব্বিহা আকিদা থেকে ফিরে আসার তাওফিক দান করুন । আমীন ।

আল্লাহ নামা বিষয়ে সালাফিদের জঘন্য আকিদা ।

আল্লাহ শেষ রাত্রে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসা বিষয়ে পূর্বে দলিল ভিত্তিক আহলে সুন্নাত ও জামাতের আকিদা পেশ করা হয়েছে । আলহামদুলিল্লাহ্ । এবার একটু যুক্তি দিয়ে বুঝার চেষ্টা করুনঃ এই সালাফিরা আল্লাহ সম্পর্কে কেমন জঘন্য আকিদা রাখেন । আসলে শুধু শুধু আল্লামা ইবনে হাজার এই কথা বলেননি ,**আল্লাহ তাদের কথা থেকে চির পবিত্র** ।

কয়েকটি মৌলিক বিষয়ঃ

১ –আল্লাহ এক

২ – আরশ এবং দুনিয়ার আসমান এক স্থান না । ভিন্ন ভিন্ন স্থান এবং উভয়ের মাঝে আর কিছু স্থান আছে ।

৩ – আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে সত্ত্বাগত ভাবেই নেমে আসেন ।

এবার দেখুন তাদের আকিদার কত জঘন্যঃ

আল্লাহ শেষ রাত্রে সত্ত্বাগত ভাবেই দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন।

এখন প্রশ্ন হলঃ সারা বিশ্বের শেষ রাত্র এক সময়ে হয় না । যখন বাংলাদেশে শেষ রাত্র তখন আল্লাহ সত্ত্বাগত ভাবেই দুনিয়ার আসমানে । কিন্তু যেই সমস্ত দেশে এই সময়ে দিন , তাদের আকিদা মতে আল্লাহ তখন আরশে আছেন ।

সুতরাং যে কেউ এই প্রশ্ন করতে পারেন , বাংলাদেশে এখন শেষ রাত্র আল্লাহ এখন সত্ত্বাগত ভাবেই দুনিয়ার আসমানে , আমাদের এখানে এখন দিন সুতরাং আমাদের আল্লাহ এখন কোথায় ?

এখন হয়তো বা সালাফিরা বলবে আল্লাহ কীভাবে নামেন এটা আমরা জানি না । আসলে এখানে নামা নিয়ে প্রশ্ন না । **প্রশ্ন হল এক সত্বা একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দুই যায়গায় সত্বাগত ভাবে থাকা নিয়ে** ? আসলে এরা নিজেরাই আল্লাহ সম্পর্কে হুলুলের আকিদা রাখে । নাউজুবিল্লাহ ।

আল্লামা ইবনে হাজার শুধু শুধু বলেনি **এরা হল মুশাব্বিহা** । আল্লাহ এদের এমন কথা থেকে চির পবিত্র । এবং ইবনে হাজারের যুগ এবং তার আগের যুগের সব ওলামারা এই সালাফি আকিদাকে অস্বীকার করেছেন । আর কীভাবে বললে আমার এই অবুঝ সালাফি ভাইগুলো বুঝবে যে ,আহলে সুন্নাত ও জামাত আল্লাহকে কোন জায়গা বা সময়ের মুখাপেক্ষী মনে করেন না । আল্লাহ তাদের সহি বুঝ দান করুন । আমীন ।

আল্লাহর কী আকৃতি বা ছুরত আছে ?

কেউ বলেন আল্লাহর আকৃতি আছে আবার কেউ বলে নেই। কোনটা সঠিক ?

সঠিক জবাবটি বুঝা নির্ভর করে "আকৃতি বা সূরত" শব্দটির অর্থ বুঝার উপর।

দুনিয়াতে যত কিছু আছে , সব কিছুর একটা সূরত বা আকৃতি আছে এবং আকৃতি বিশিষ্ট প্রতিটি জিনিসের একটি কাঠামো আছে । এবং আছে তার একটি দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ । এবং আছে তার একটি সীমা । যেই সীমাতেই সেই আকৃতি বা সূরতটি অবদ্ধ ।

উল্লেখিত কথাটা বুঝে থাকলে , আশা করি কারো নিকট আর অস্পষ্ট নেই, এই সমস্ত গুণ আল্লাহর জন্য হওয়া অসম্ভব । কেননা এই গুলো হল মাখলুকের সিফাত ।

এখন প্রশ্ন হল তাহলে আমরা আল্লাহকে কীভাবে দেখবোঃ

ইমাম আবু মানসুর আল মাতুরিদি (রঃ) বলেনঃ যদি বলা হয় কীভাবে আল্লাহকে দেখা যাবে ?

জবাবে বলা হবেঃ **আল্লাহকে দেখা যাবে , কোন ধরণ থাকবে না । কারণ ধরণ থাকা মানেই আকৃতি বা ছুরত থাকা ।**

আল্লাহকে দেখা যাবে এমন নয় যে, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন বা বাসে আছেন অথবা হেলান দিয়ে আছেন । অথবা তিনি কোন কিছুর সাথে যুক্ত বা পৃথক হয়ে আছেন । অথবা তিনি সামনা সামনি অবস্থান করছেন বা বিপরীতে অবস্থান করছেন । না তাকে খাটো দেখা যাবে, না লাম্বা । না দেখা যাবে

কোন আলো, না কোন অন্ধকার । না দেখা যাবে, তিনি স্থির হয়ে আছেন, না নড়াচড়া করছেন । না এমন ভাবে দেখা যাবে যে, কেউ চাইলে তাকে স্পর্শ করতে পারবে বা আলাদা করতে পারবে । না এমন দেখা যাবে যে, তিনি কিছুর ভিতরে আছেন অথবা বাহিরে আছেন । মোটকথা মানুষের ধারণা বা চিন্তাশক্তি এই পর্যন্ত পৌছা বা তা ধারন করতে অক্ষম । (আত তাওহিদ – ৮৫)

যখন আল্লাহকে দেখা যাবে তখন শুধু তাকেই দেখা যাবে, তার সাথে আর কিছুই দেখা যাবে না । কেননা সাথে কিছু দেখা যাওয়া মানেই হল তিনি কিছু থেকে আলাদা । এবং তখন এটা সাব্যস্ত হবে যে , তিনি দৃষ্টিগোচর বস্তুসমূহের এক পাশে আছেন । যেমন ডানে বা বামে অথবা উপরে বা নীচে । আর এই সব কিছু আল্লাহর ক্ষেত্রে অসম্ভব । কেননা এই সব সীমাতে আবদ্ধ হওয়ার দলিল এবং আবদ্ধ মানেই দেহ বিশিষ্ট হওয়া ।

সুরা কিয়ামার ২৩ নাম্বার আয়াতটি এই দিকেই ইঙ্গিত করেঃ إلى ربها ناظرة এখানে হরফুল জর إلى টি ناظرة এর পরে থাকার কথা অথচ আগে আনা হয়েছে সুতরাং এটা " হছর " এর অর্থ দিবে । অর্থাৎ শুধু আল্লাহকেই দেখবে । তার সাথে আর কিছুই থাকবে না ।

সুতরাং যারা আল্লাহর জন্য আকৃতি বা সূরত বা আকারকে অস্বীকার কারেন তার এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই অস্বীকার করেন ।

ইমাম আলাউদ্দিন আল বুখারি রঃ বলেনঃ আল্লাহর সূরত বা আকৃতি এবং অঙ্গ থেকে চির পবিত্র এবং **আল্লাহর জন্য আকৃতি সাব্যস্ত করা অসম্ভব** । (কাশফুল আসরার ১ / ৬০)

৯ – ইমাম আবুল মুজাফফর আল ইসফারানী রঃ (৪৭১) "আত তাবসির" কিতাবে আকিদার ৪৭ টি মূলনীতি উল্লেখ করেন । যাতে সকল আহলে সুন্নাত ও জামাত একমত , কারো কোন দ্বিমত নেই ।

তিনি ১৬ নাম্বার মূলনীতিতে উল্লেখ করেনঃ "নড়াচড়া করা বা স্থির থাকা , যাওয়া বা আসা , কোন "জায়গাতে" থাকা ... পৃথক হওয়া বা যুক্ত হওয়া ... **আকৃতি থাকা** ... বিভিন্ন দিগন্ত বা পাশ বা দিক ... **এই সব কিছু আল্লাহ্‌র জন্য ব্যবহার জায়েজ হবে না** । কেননা এই সব কিছু সীমা ও পরিসীমাকে সাব্যস্ত করে । আর আমরা পূর্বে দলিল পেশ করেছি আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে এই সব কিছু অসম্ভব

সকল আহলে সুন্নাত ও জামাত আল্লাহর জন্য সূরত বা আকার সাব্যস্ত করেন না এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই । কেননা এতে দেহ বিশিষ্ট হওয়া সাব্যস্ত হয় ।

তবে সালাফি আলেম শায়েখ আবু বকর জাকারিয়া সাহেবের একটি ভিডিওতে শুনলাম তিনিঃ "আকার এবং সুরত" শব্দ দুটি থেকে সুরত শব্দটিকে সাব্যস্ত করছেন । যেহুতু সুরত শব্দটা বর্ণনায় পাওয়া যায় কিন্তু আকার বা নিরাকারকে শব্দ ব্যবহার নিষেধ করছেন কেননা শব্দটা কোন বর্ণনাতে পাওয়া যায় না । তবে তিনি যদি ইমাম ইবনে তামিয়ার অন্ধ তাকলীদটা কিছু সময়ের জন্য ছেড়ে ইমাম রাজী রঃ এর তাসিসুত তাকদীস কিতাবে সুরাতের অধ্যায়টা পড়তেন, কেননা তিনি সেখানে সুরাত বিষয়ের সকল হাদিসকে এক করে বিস্তারিত ও দলিল ভিত্তিক আলোচনা পেশ করেছেন এবং হাশাঈদের মূলনীতি অনুসরণ করে বুখারির যেই হাদিসের বাহ্যিক অর্থের উপর ভর করে সুরাত সাব্যস্ত করছেন । সেই হাদিসের ব্যাখ্যাটা ইমাম ইবনে হাজারের ফাতহুল বারী এবং ইবনুল জাওজী রঃ এর দাফউ শুবহাতিত তাশবীক কিতাবটা থেকে পড়তেন । আল্লাহর উপর ভরসা করে বলতে পারিঃ যদি সত্য গ্রহণের মানসিকতা থাকে তাহলে অবশ্যই তিনি উল্লেখিত কিতাব তিনটা পড়ার পর এই হাশাঈ আকিদা বর্জন করে আহলে সুন্নাত ও জামাতের আকিদা গ্রহণ করতেন । যাক তবে কিছু কিছু সালাফি ভাইকে দেখা যায় এখনো "আকার" বা

“নিরাকার” শব্দটা ব্যবহার করেন । আশা করি তা পরিহার করে সুরত শব্দটিতে আসবেন। আল্লাহ চাইলে ওটাও ব্যবহার থেকেও ফিরে আসতে পারেন।

আল্লাহর জন্য সুরতকে অস্বীকার মানে জান্নাতে প্রবেশের কারণে আল্লাহ্‌র দেখাকে অস্বীকার করা নয় । এবং আজ যারা নিজেদের কাঁচা বুদ্ধির উপর ভর করে বলেনঃ আল্লাহর যদি আকৃতি না থাকে তাহলে আমরা দেখবো কি ? তারা আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে মোটেও ধারণা রাখেন না সুতরাং যেটা আমরা দেখিনি , সেটাকে দেখা জিনিসের উপর কেয়াস করা মোটেও উচিৎ হবে না । আমাদের এই বিশ্বাস রাখতে হবে, **আমরা আল্লাহ্‌কে দেখবো । এবং দেখার জন্য যেই সমস্ত উপকরণ বা মাধ্যমের প্রয়োজন তা ছাড়াই আমরা আল্লাহ্‌কে দেখবো । কেননা আল্লাহ ইচ্ছা করলে অন্ধকেও দেখাতে পারেন কারণ আল্লাহ সব কিছুতেই পূর্ণ ক্ষমতাশীল ।**

আল্লাহ্ কী আসমানের উপরে আছেন ?

আল্লাহ কোরআনে বলেনঃ ..... أ أمنتم من في السماء (সূরা মুলক – ১৬)

*** তথাকথিত সালাফিদের তরজমা ও বুঝঃ**

তোমরা কী নিশ্চিন্ত হয়েগেছ তার থেকে , যিনি রয়েছেন আসমানে বা আসমানের উপরে .... ।[11]

*** আহলে সুন্নাত ও জামাতের তরজমা ও বুঝঃ**

১ –ইমাম কুরতুবী রঃ বলেনঃ

ক – তোমরা কী নিশ্চিন্ত হয়েগেছ ঐ সত্বা থেকে , আসমানে রয়েছে যার ক্ষমতা ও প্রভাব ।

খ –অথবা এখানে উদ্দেশ্য হল "ফেরেশতাগণ" ।

গ –অথবা এখানে উদ্দেশ্য হল "হজরত জিবরীল (আলাইহিস সালাম)

[11] এখানেও তাদের দাবীটা নিয়ে চিন্তা করলে দেখবেন তারা গোমরাহ মুজাসসিমা হাশাঈ আকিদার অনুসারী হওয়ার কারণেই এই ব্যাখ্যাটা দিয়েছে । অর্থাৎঃ তারা শব্দের বাহ্যিক অর্থ ধরে বলছেঃ আল্লাহ আসমানে আছেন আবার কেউ "ফি" কে উপরের অর্থে ধরে বলছেনঃ আল্লাহ আসমানের উপরে আছেন ।
পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ও জামাতের ইমামরা উল্লেখিত হাদিসের ক্ষেত্রে তাবীলের আশ্রয় নিয়েছেন , কারণ "ফি" শব্দের বাহ্যিক অর্থ আল্লাহকে কোন স্থানে থাকাকে সাব্যস্ত করে। আর আমরা পূর্বে দলিল সহ উল্লেখ করেছি আহলে সুন্নাত ও জামাতের আকিদা হলঃ আল্লাহ কোন জায়গা বা সময়ের মুখাপেক্ষী নন । আল্লাহ সালাফি ভাইদের সহিটা বুঝার তাওফিক দান করুন । আমীন ।

ঘ – এই অর্থও হতে পারেঃ তোমরা কী নিশ্চিন্ত হয়েগেছ তার থেকে , যিনি সৃষ্টি করেছেন যারা আসমানে আছেন তাদেরকে । (তাফসীরে তাবারী ২১ / ১২৫)

২ – ইমাম রাজী রঃ বলেনঃ একটা কথা যেনে রাখোঃ **"মুশাব্বিহা" জাতিরা এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ্‌র জন্য স্থান সাব্যস্ত করে । অথচ সকল মুসলিমরা একমত যে , এই আয়াত তার বাহ্যিক অর্থের উপর হবে না** । কেননা আল্লাহ্ আসমানে থাকার অর্থ হল আসমান সকল দিক থেকে তাকে বেষ্টন করে নেওয়া, ফলে আল্লাহ্ হবেন আসমান থেকে আকারে অনেক ছোট এবং আসমান হবে আরশ থেকে আকারে অনেক ছোট ফলে তখন এটা সাব্যস্ত হবে , আল্লাহ্ আরশের তুলনায় তুচ্ছ অথচ সকল "আহলে ইসলামের ঐক্যমত" হল আল্লাহ্‌র জন্য "এটা হওয়া অসম্ভব" । সুতরাং এখানে আয়াতের বাহ্যিক অর্থের পরিবর্তে "তাবীল" করতে হবে , তখন অর্থ হবে , আসমানে যার আজাব রয়েছে , অর্থাৎঃ যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে , আল্লাহ্ তাদেরকে আসমান থেকেই আজাব দেন সুতরাং আসমান হল আল্লাহ্‌র আজাবের স্থান , যেমনি ভাবে এই আসমানই আবার আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহের স্থান। (তাফসীরে ইমাম রাজী – ৩০ / ৭১)

৩ – ইমাম বায়জাবী রঃ বলেনঃ

ক – "আসমানে আছেন" অর্থাৎ ঐ সমস্ত ফেরেশতা উদ্দেশ্য যারা বিশ্ব পরিচালনার দায়িত্বে আছেন ।

খ – আল্লাহ্ উদ্দেশ্য হতে পারেন , তখন অর্থ হবে আসমানে যার আদেশ বা বিচার চলে । (তাফসীরে বায়জাবী ৫ / ২৩০)

৪ – ইমাম সুয়ুতি রঃ বলেনঃ তোমরা কী নিশ্চিন্ত হয়েগেছো ঐ সত্ত্বা থেকে , আসমানে রয়েছে যার ক্ষমতা ও প্রভাব । (তাফসীরে জালালাইন – ৫৬৩)

৫ – ইমাম আহমদ বিন মোহাম্মদ আস–সাবী বলেনঃ আসমানে দ্বারা এখানে মুল উদ্দেশ্য হচ্ছে আসমানে থাকা আল্লাহ্‌র ক্ষমতা ও প্রভাব । (হাশিয়াতুস সাবী – ৪ / ৩৫০)

৬ – ইমাম কাজী ইয়াজ বলেনঃ সকল মুসলমানদের মাঝে অর্থাৎ সকল ফাকিহ, মুহাদ্দিস, মুতাকাল্লিম, মুনাজীর, মুকাল্লীদ, কারো মাঝে কোন ইখতেলাফ বা মতবিরোধ নেই যে, বিভিন্ন আয়াতে বা হাদিসে যে এসেছে الله في السماء – অর্থাৎ **আল্লাহ্‌ আসমানে , এই গুলো তার বাহ্যিক অর্থে হবে না । বরং সকলের নিকট এই গুলো তাবীল হবে ।** (আল ইকমাল – ২ / ৪৬৫)[12]

একটি প্রশ্নঃ

কোন কোন সালাফিকে দেখা যায় প্রশ্ন করেনঃ আল্লাহ্‌র ক্ষমতা আসমানে , তার মানে কী আল্লাহ্‌র ক্ষমতা জমিনে নেই ?

উত্তরঃ

তাদের এই প্রশ্ন থেকেই বুঝা যায় , তারা পূর্ববর্তীদের তাফসীর না পড়েই নাম লাগিয়েছে "সালাফি" , কারণ যদি পড়তেন তাহলে দেখতেনঃ

১ – ইমাম কুরতুবি শত শত বছর পূর্বেই বলে গেছেনঃ আল্লাহ্‌র ক্ষমতা ব্যপক তারপরেও এখানে আসমানকে খাস করা দ্বারা উদ্দেশ্য হল এই দিকে ইঙ্গিত করা, " তিনি ঐ ইলাহ যার ক্ষমতা আসমানেও চলে"।

২ – ইমাম সাবী বলেনঃ আল্লাহ্‌র ক্ষমতা নীচেও আছে , তার পরেও উপরে বলার কারণ হল , বিস্ময় প্রকাশ করা এবং ভয় ও শঙ্কাটা যেন একটু কঠিন হয় ।

---

[12] আশা করি কাজী ইয়াজ রঃ কথাতে বুঝতে পরেছেন বাহ্যিক অর্থে ধরা এটা আহলে সুন্নাত ও জামাতের মানহাজ নয় । এটা হল মুজাসসিমা হাশাঈ আকিদার মূলনীতি ।

বাংলাদেশের নামধারী সালাফিরা বলেন ,তাদের আকিদার বিরোধিতা করে শুধু দেওবন্দিরা আর তারা হল জাহমিয়া ।

এখন প্রশ্ন হল উল্লেখিত প্রসিদ্ধ যেই পাঁচটি তাফসীর এবং ইমাম কাজি ইয়াজ থেকে তাদের আকিদা বিরোধী ব্যাখ্যা দেওয়া হল , **তারা কী দেওবন্দের ছাত্র ছিলেন** ? **অথবা তারা কী জাহমিয়া ছিলেন** ? নাউজুবিল্লাহ ।

তাদের এমন কথা বলার কারণ হল ,তারা যদি বলে তাদের আকিদার বিরোধী ছিলেন, ইমাম বুখারী ইমাম রাজী , ইমাম কুরতুবী , ইবনে হাজার , ইমাম নববী, মত হাজারো ইমাম , তখন কেউ এই আকিদা নিবে না এবং তারা এই আকিদা দেয় এমন ছেলেদের যারা সূরা ফাতেহা সহি ভাবে পড়তে পারে না , পূর্ববর্তীদের তাফসীর পড়ে সালাফি ভাইদের জালিয়াতি ও মিথ্যাচার বুঝা তো বহুত দূরের কথা । আল্লাহ সালাফি ভাইদের সহি বুঝ দান করুন । আমীন ।

কোন কোন সালাফিকে দেখা যায় উল্লেখিত আয়াতের "ফি" শব্দটিকে "উপরের" অর্থে ধরেন , বিষয়টা কতটুকু যৌক্তিক ?

এখানে কয়েকটা বিষয় বুঝার আছেঃ

১ – "ফি" শব্দটির প্রকৃত অর্থ হল মাঝে বা মধ্যে । তবে "ফি" শব্দটি "উপরের" অর্থে ব্যবহার পাওয়া যায় । তবে এটা তার প্রকৃত অর্থ নয় , বরং রূপক অর্থ কেননা উপরে বুঝানোর জন্য আরবীতে আলাদা শব্দ আছে , তা হল "আলা" । সুতরাং শব্দের প্রকৃত অর্থের পরিবর্তে রূপক অর্থ ধরা মানে নিজেদের আকিদার মূলনীতিকে ভুল প্রমাণ করা ।

২ – কোরআন শরিফে বর্ণিত সব "ফি" কী "আলা" অর্থাৎ উপরের অর্থে ? আশা করি এটা সালাফিরাও বলবে না ।

৩ – সালাফিরা এই আয়াতের "ফি" কে আলা অর্থাৎ উপরের অর্থে কেন ধরছে ? এখানে "ফি" টা উপরের অর্থে হবে, এই বিষয়ে কী সকল মুফাসসীর একমত ?

আশা করি উপরের আলোচনা থেকে বুঝতে পরেছেন প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থগুলোতে এখানে "ফি" কে আলার অর্থে ধরে নি । তবে সালাফি ভাইরা শব্দটির প্রকৃত অর্থের পরিবর্তে রূপক অর্থে ধরছে নিজেদের ভ্রান্ত আকিদাকে কিছুক্ষণের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে । আল্লাহ তাদের সহি বুঝ দান করুন । আমীন ।

মুতাশাবীহ আয়াত নিয়ে এক সালাফির সাথে কথোপকথনঃ

এক সালাফি বলছেনঃ আপনি মুতাশাবীহ আয়াত নিয়ে বেশী কথা বলেন কেন? আমি বললামঃ তো ভাই এই সমস্ত আয়াতের ক্ষেত্রে কী করণীও ?

তিনি বললেনঃ এই সমস্ত আয়াতের জ্ঞান আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানেন না।

আমি বললামঃ মা শা আল্লাহ্ । তো ভাই ثم استوى على العرش এই মুতাশাবীহ আয়াতের অর্থ কী ?

তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ আরশে সমাসীন ।

আমি বললামঃ নাউজুবিল্লাহ । এই মাত্র না আপনি বললেন এই সমস্ত আয়াতের জ্ঞান আল্লাহ্ই জানেন । তো আপনি কিভাবে জানলেন ,استوى মানে সমাসীন ? তিনি বললেনঃ আরে আপনি বুঝেন নাই ।

আমি বললামঃ তো ভাই একটু বুঝিয়ে বলেন ।

তিনি বললেনঃ **মানে এই সমস্ত আয়াতের বাহ্যিক অর্থ আমরা জানি কিন্তু তার ধরণ আমরা জানি না ।**

আমি বললামঃ এই তো লাইনে আসলেন । এখন বের হল আপনার ভিতরে থাকা বাতিল আকিদা । কেন জাতিকে এমন অপব্যখ্যা করে ধোঁকা দেন ?

আশা করি আজ থেকে বাস্তব ও সত্য কথাটা বলবেন। অর্থাৎঃ "**মুতাশাবিহ আয়াতের অর্থ আমরা জানি কিন্তু এই অর্থের ধরণ আমরা জানি না**" । কেননা তখন সচতন এবং পূর্ববর্তী বাতিল ফেরকা সম্পর্কে যার ধারণা আছে , সে খুব সহজেই বুঝে যাবে পূর্বে কারা এই সমস্ত শব্দের বাহ্যিক অর্থ ধরতো ।

এরপরে তাকে ইমাম সুয়ুতি রঃ এর "আল ইতকান ফি উলুমিল কোরআন" কিতাবে বিভিন্ন ইমামদের থেকে নকল করা "মুহকাম ও মুতাশাবীহ" এর আটটি

সংজ্ঞা দেখালাম এবং বললামঃ দেখেন তো এর মধ্যে কেউ মুতাশাবীহ আয়াতের ক্ষেত্রে এমন ব্যাখ্যা করেছেন , যা আপনি করছেন ?

বেচারা ভাই তার শায়েখদের মত বাংলা সালাফি , আরবী পড়তে পারে না

পরে বললামঃ ভাই আরবী বুঝে এমন কোন সালাফি থাকলে তার থেকে "আল ইতকান ফি উলুমিল কোরআন" থেকে "আল মুহকাম ও মুতাশাবীহ" অধ্যায়টা বুঝে নিবেন ।

সর্বশেষ ইমাম ইবনুল জাওজির "দাফউ শুবহাতিত তাশবীহ" কিতাব থেকে শুনালাম । দেখুন ইমাম ইবনুল জাওজি শত শত বছর পূর্বে আপনাদের বিরুদ্ধে বলে গেছেনঃ কেউ কেউ বলে "মুতাশাবীহ আয়াতকে তার বাহ্যিক অর্থে নেওয়া হবে । বড় অবাক লাগে এদের কথা শুনলে , যার অর্থ আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানেন না , তার আবার বাহ্যিক অর্থ আছে না কী ? استوى (ইসতেওয়া) এর বাহ্যিক অর্থ "বসা" ছাড়া আর কী হতে পারে । এবং نزول (নুযূল) নামা এর বাহ্যিক অর্থ "স্থানান্তর" ছাড়া আর কী হতে পারে ?

ভাই সাহাবা , তাবীঈ , তাবে তাবীঈ , তারা এই সমস্ত আয়াত নিয়ে বেশী কথা বলতেন না । যেই ভাবে এসেছে সেই ভাবেই ঈমান আনতেন । কিন্তু পড়ে যখন মুতাজিলা , খারেজি , শিয়া , মুশাব্বিহা , মুজাসসিমা , জাহমিয়া বিভিন্ন বাতিল ফেরকা কোরআন ও হাদিসের অপব্যাখ্যা করে বাতিল আকিদা প্রচার শুরু করল , তখন আহলে সুন্নাত ও জামাতের ইমামরা কলম ধরলেন এবং প্রতিটি আয়াতের সহি বুঝ পরবর্তীদের নিকট স্পষ্ট করে গেছেন , যেন আমরা ধোঁকা না খাই । এই যে দেখলেন না আপনি আকিদা রাখেন পূর্বেকার মুজাসসিমা হাশাঈদের কিন্তু মুখে বলেন **কোরআন ও সুন্নাহের আকিদা রাখি** । আমরা তো শুধু তাদের দেওয়া ব্যাখ্যা গুলোই সকলের নিকট নকল করছি , কেননা আমাদের যুগেও পূর্বেকার মুজাসসিমা হাশাঈ আকিদার কিছু মানুষ দেখতে পাচ্ছি ।

আল্লাহ্ কী সত্ত্বাগত ভাবে আরশে আছেন ?

আল্লাহ্ উঁচু হওয়ার দুই অর্থঃ

১ – আল্লাহ্ সত্ত্বাগত ভাবে উঁচু হওয়া যা পূর্ববর্তী গোমরাহ মুশাব্বীহা , হাশাঈদের আকিদা । বর্তমানে তারা নাম পরিবর্তন করে হয়েছে "সালাফি" ।

২ – আল্লাহ্ মর্যাদাগত ভাবে উঁচু । এটা আহলে সুন্নাত ও জামাতের আকিদা । কেননা তারা আল্লাহ্কে জায়গার মুখাপেক্ষী মনে করেন না ।

হজরত আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত , রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ......... নিশ্চয় তোমাদের কেউ যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন সে তার রবের সাথে কথা বলে । অথবা তার রব তার ও কিবলার মাঝে আছে ...... (বুখারির ৪০৫)

ইমাম ইবনে হাজার এই হাদিসের ব্যাখ্যাতে বলেনঃ **এই হাদিস তাদের বিরুদ্ধে দলিল যারা বলে আল্লাহ্ সত্ত্বাগত ভাবে আরশে আছেন** । (ফাতহুল বারী ১ / ৬৩৯)

ইমাম ইবনে হাজার রঃ বলেনঃ উপর , নীচ এই দিক দুটি আল্লাহ্র সাথে ব্যবহার অসম্ভব হওয়ার কারণে আল্লাহ্ সত্ত্বাগত ভাবে উপরে আছে এটা বলা যাবে না । কেননা **আল্লাহ্র উঁচু হওয়ার অর্থ হল মর্যাদাগত দিক থেকে , সত্ত্বাগত ভাবে অথবা পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা সম্ভব , এই দিক থেকে আল্লাহ্ উঁচু হওয়া অসম্ভব** । (ফাতহুল বারী – ৬ / ১৭৪)

যারা আজ বাংলাদেশে এই কথা বলে গলা ফাটাচ্ছেন, তাদের আকিদার বিরোধিতা করে শুধু দেওবন্দিরা তাদের বলবো হজরত ইবনে হাজারের কথাটা ভালো করে হজম করুন । তিনি কি দেওবন্দি ছিলেন ? অবশ্য তাদেরও দোষ

নাই কেননা তারা সূরা ফাতেহা সহিভাবে পড়তে পারে না ফাতহুল বারী খুলে হাদিসের ব্যাখ্যা পড়া তো বহুত দূরের কথা ।

আহলে সুন্নাত ও জামাত আল্লাহ্‌কে কোন জায়গার মুখাপেক্ষী মনে করেন না । কিন্তু মুসলিম শরীফে বর্ণিত বাদীর হাদিসে শব্দ ব্যবহার হয়েছে في (মাঝে , মধ্যে) এই শব্দের সঠিক অর্থ বুঝতে পারেনি গোমরাহ মুজাসসিমা, হাশাঈরা। যাদের বর্তমান নাম হল "সালাফি" কেননা তারা এটা দ্বারা আল্লাহ্‌র জন্য সত্ত্বাগত ভাবে উঁচু হওয়া সাব্যস্ত করে । অথচ দেখুন ইমাম বাজী বলছেনঃ বাদীর এই কথা বলা "আসমানে" এটা দ্বারা তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মর্যাদাগত ভাবে উঁচু হওয়া বুঝানো । যেমন আমরা বলে থাকি অমুকে আসমানে আছে এটা দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হয় তার মর্যাদা ও সম্মান অনেক উঁচু । (আল মুনতাকা ৬ / ২৭৪)

বর্তমান সালাফিরা আল্লাহ্‌র জন্য আরশকে স্থান হিসাবে সাব্যস্ত করেন। অথচ আল্লাহ সম্পর্কে এটা কত জঘন্য আকিদা তা ইমাম রাজী রঃ এর কথা থেকেই স্পষ্ট হয়ঃ

ইমাম রাজী রঃ বলেনঃ একটা কথা যেনে রাখোঃ **মুশাব্বিহারা এই আয়াত দ্বারা (أ أمنتم من في السماء) আল্লাহ্‌র জন্য স্থান সাব্যস্ত করে । অথচ সকল মুসলিমরা একমত যে , এই আয়াত তার বাহ্যিক অর্থের উপর হবে না ।** কেননা আল্লাহ্‌ আসমানে থাকার অর্থ হল আসমান সকল দিক থেকে তাকে বেষ্টন করে নেওয়া , ফলে আল্লাহ্‌ হবেন আসমান থেকে আকারে অনেক ছোট এবং আসমান হবে আরশ থেকে আকারে অনেক ছোট ফলে তখন এটা সাব্যস্ত হবে , আল্লাহ্‌ আরশের তুলনায় তুচ্ছ অথচ সকল " আহলে ইসলামের ঐক্যমত হল " আল্লাহ্‌র জন্য "এটা হওয়া অসম্ভব" । (তাফসীরে ইমাম রাজী - ৩০ / ৭১)

আশারী , মাতুরিদী আকিদা কারা অনুসরণ করেছেনঃ

আমি আহলে হাদিসের শায়েখ ইমাম হোসেনকে মোহাব্বত করতাম কিন্তু আজকে তার একটা ভিডিও দেখে অবাক হয়ে গেলাম। তিনি বলছেনঃ কারো আকিদা স্পষ্ট না হয়ে তার থেকে যেন ইলম না নেই কেননা অনেকে "আশারি ও মাতুরিদি ও অন্যান্য গোমরাহি আকিদা ঢুকিয়ে দিচ্ছে"। নাউজুবিল্লাহ ।

আশারি ও মাতুরিদি যদি গোমরাহ হয় তাহলে সহি আকিদার মানুষটা কে ? নীচে মাত্র তিনটি শাস্ত্র থেকে আশারী ও মাতুরিদী আকিদার কিছু ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হলঃ

তাফসির শাস্ত্রে আশারী ও মাতুরিদি আকিদার যারা ছিলেনঃ

১ –ইমাম তাবারানী

২ –আবুল লাইছ সামারকান্দি

৩ –আবু ইসহাক সালাবী

৪ –ইমাম বাগাবী

৫ –ইবনুল আরাবী

৬ –ইবনুল জাওজি

৭ –ইমাম রাজি

৮ –ইমাম বায়জাবী

৯ –ইবনে কাছির

১০ –ইমাম সুয়ুতি (রহমাতুল্লাহি আলাইহিম)

হাদিস শাস্ত্রে আশারী ও মাতুরিদি আকিদার যারা ছিলেনঃ

১ –ইবনে হিব্বান

২ – ইমাম দারাকুতনি

৩ – হাকেম নাইসাপুরি

৪ – ইমাম বায়হাকি

৫ – খতিব আল বাগদাদী

৬ – ইবনে আসাকির

৭ – ইমাম ইবনে সালাহ

৮ – ইবনে হাজার আস কালানি

৯ – ইমাম নববী

১০ – ইবনে দাকিক আল ঈদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহিম)

ইসলামী ইতিহাস শাস্ত্রে আশারী ও মাতুরিদি আকিদার যারা ছিলেনঃ

১ – আবু নাআইম আল আসফাহানি

২ – ইমাম তাবারী

৩ – ইমাম মিজ্জি

৪ – ইবনুল আছির

৫ – ইবনে খলদুন

৬ – ইমাম সাখাবী

৭ – তাজুদ্দিন সুবকী

৮ – সালাহুদ্দীন আস সাফাদী

৯ – ইবনে খল্লিকান

১০ – নাজমুদ্দিল আল গজ্জি (রহমাতুল্লাহি আলাইহিম)

শত শত ব্যক্তি থেকে মাত্র ৩০ জনের নাম দিলাম যারা আকিদাতে হয় আশারি বা মাতুরিদী , **এরা সাবাই কী গোমরাহ ছিলেন** ? নাউজুবিল্লাহ !!! সালাফি শায়েখগুলোর কথা শুনলে মনে হয় কোরআন ও সুন্নাহের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা ও ইসলামী ইতিহাস সংরক্ষিত হয়েছে গোমরাহ ব্যক্তিদের দ্বারা । এবং তারা দিন-রাত পরিশ্রম করে এ সব কিতাব লিখে গেছেন, আর এখন জাহান্নামে জ্বলছে ও পুরছে । এবং সেই সকল যুগে সহি আকিদার মানুষ হয় ছিলনা অথবা থাকলেও নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়েছে এবং বর্তমানে জান্নাতে ভোগ-বিলাসে আছে । আল্লাহ এদেরকে সহি বুঝ দান করুন । [13]

[13] এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত ভাবে এবং দলিল সহ কেউ জানতে চাইলে ইতিহাসের বিভিন্ন কিতাব মুতালা করতে পারেন। অথবা এই কিতাবটি মুতালা করতে পারেনঃ أهل السنة الأشاعرة ، شهادة علماء الأمة وأدلتهم

ইবনে তাইমিয়ার নামে এ কোন আকিদা দিচ্ছে বর্তমান সালাফিরা ?

এক সালাফি ভাই বলছেনঃ আল্লাহ তালার সকল সিফাত "গায়রে মাখলুক (যেই গুলোকে সৃষ্টি করা হয় নি, আল্লাহর যেমন কোন শুরু নেই তেমনি এই সিফাত গুলোরও কোন শুরু নেই)। যেমন আল্লাহর হাত গায়রে মাখলুক, আল্লাহর চোখ গায়রে মাখলুক, তেমনি "মাকান" (জায়গা) এটাও গায়রে মাখলুক ।

এরপর তার কাছে "মাকান গায়রে মাখলুক" এর পক্ষে কোরআন ও হাদিস থেকে দলিল চাওয়া হয় । সে দিতে পারেনি ।

এরপর ইবনে তাইমিয়া থেকে দলিল চাওয়া হয় সে তাও দিতে পারেনি যে, তিনি বলছেন "মাকান এটা গায়রে মাখলুক"।

অথচ ইবনে তাইমিয়া বলছেন ভিন্ন কথা । তিনি বলছেনঃ আল্লাহ তালা قديم (যার কোন শুরু নাই) ঠিক তেমনি আল্লাহ তালার সত্বার সাথে যুক্ত এমন কিছু সিফাত আছে যেই গুলো قديم (যার কোন শুরু নাই) যেমনঃ হাত, পা, চোখ, কান । (জামিয়ে দুরুসিল আকাদিয়া ১৮২)

ইমাম ইবনে তাইমিয়াও এখানে মাকান এটা আল্লাহর সত্বার সাথে শুরু থেকেই আছে এমন গোমরাহি কথা বলেননি ।

এবার আসুন তার কথাটা নিয়ে আমরা একটু পর্যালোচনা করিঃ

"জায়গা" এটা কি সিফাত (গুণ) হওয়ার মত কোন জিনিস ? না কি জায়গা হল এমন একটা জিনিস যেখানে কোন ক্রিয়া সংগঠিত হতে পারে । যেমন কেউ বললঃ আমি বিকেলে ছাদে বসে কোরআন তেলয়াত করি ।

সুস্থ মস্তিষ্কের কেউ এই কথা বলবে না, "ছাদ" এটা তার সত্বার সাথে যুক্ত একটা গুণ বরং তার তেলয়াতের কাজটি সম্পন্ন হয়েছে ছাদে । এবং সে যখন তেলয়াত শেষ করে রুমে ফিরে আসলেন তখন কি ছাদটা তার সাথে রুমে চলে এসেছে না কি ছাদ ছাদের জায়গার আছে ? !!! (قاتل الله الجهل)

সালাফি ভাইটির মূল সমস্যা হল , সে আল্লাহকে মানুষের উপর কেয়াস করছে ফলে মানুষ থাকার জন্য যেমন জায়গার প্রয়োজন ঠিক তেমনি সে ভাবছে আল্লাহ থাকার জন্যও জায়গার প্রয়োজন । নাউজুবিল্লাহ ।

অথচ দেখুন হাদিস কী বলে এবং ইমাম রাজী রঃ কি বলছেনঃ

হাদিসে এসেছে (كان الله ولم يكن شيء غيره) আল্লাহ্ ছিলেন তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না । (বুখারি ৭৪১৮)

ইমাম রাজী রঃ বলেনঃ আল্লাহ্ যদি কোন জায়গা বা স্থানের সাথে যুক্ত থাকেন, তাহলে এই জায়গাটাও আল্লাহ্র সাথে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক হয় । যা উল্লেখিত হাদিসের ভাষ্যের বিপরীত । অর্থাৎ আল্লাহ্ কোন জায়গাতে যুক্ত থাকার অর্থ হল আল্লাহ্র যেমন শুরু নেই , তেমনি ঐ যায়গারও কোন শুরু নেই । (তাসিসুস তাকদীস - ৭২)

এবার দেখুন তার কথা দ্বারা কী সাব্যস্ত হয়

যখন আরশ ও কোন কিছু ছিল না তখন আল্লাহ ছিলেন, তার সাথে তার সিফাতও ছিল এবং তার কথা অনুযায়ী “জায়গাও” ছিল। পরে যখন তিনি আসমান, জমিন, সৃষ্টি করলেন এবং সত্বাগত ভাবে আরশে সমাসীন হলেন (সালাফিদের কথা অনুযায়ী) এখন প্রশ্ন হলঃ

আগের জায়গাটা এখন কোথায় ?

যদি জায়গা আল্লাহর সত্বার সাথে শুরু থাকেই থাকে তাহলে এখন জায়গা কয়টা সাব্যস্ত হল আল্লাহর জন্য, একটা না দুইটা ?

১ - আরশ

২ - আরশ + পূর্বের জায়গা । আসলে সালাফি ভাইরা মাঝে মাঝে এমন কথা বলেন, যা গোমরাহ মুজাসসিমা হাশাঈরাও বলতো না । আল্লাহ আমার সালাফি ভাইদের সহি বুঝ দান করুক । আমীন ।

বর্তমান আহলে হাদিস বা সালাফিদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত বলা যাবে না ।

১ –তারা আল্লাহর জন্য জায়গা সাব্যস্ত করে।

২ –তারা আল্লাহর জন্য বিভিন্ন অঙ্গ সাব্যস্ত করে।

৩ – তারা "তাফঈদ" কে অস্বীকার করে।

৪ –তারা তাবীলকে গোমরাহি বলে। (যে কারনে ইবনে আব্বাস সহ অনেক সাহাবী ও সালাফ ও খালাফ গোমরাহ সাব্যস্ত হয় । নাউজুবিল্লাহ)

৫ –তারা ইমাম আশারি ও ইমাম মাতুরিদীকে গোমরাহ মনে করে।

৬ –আশারি ও মাতুরিদি মতবাদকে গোমরাহী মতবাদ মনে করে।

৭ –নবী (সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শরীয়তের মাঝে ভুল করেছেন বলে বিশ্বাস করে । (মুজাফফর বিন মুহসিন)

৮ – সাহাবীদের দলিল মনে করে না ।

৯ – কোন সাহাবীর আমল বাহ্যিকভাবে রাসুল (সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আমলের বিপরীত হলে তাকে বিদআত বলে আবার কেউ সেই সাহাবীকেই বলে "বিদআতি" । যেমন তারাবীর ক্ষেত্রে তারা বলেন এটা হল "বিদআতে ফারুক্কী" । নাউজুবিল্লাহ ।

১০ – ইজমা ও কিয়াসকে অস্বীকার করে । (তবে এখন কারো কারো হুঁশ ফিরছে । আলহামদুলিল্লাহ্)

১১ –তারা মাজহাবকে বর্জন করে ।

১২ –মাজহাব মানাকে গোমরাহী ও শিরিক মনে করে।

১৩ –ইমাম আবু হানিফাকে মুজতাহিদ মনে করে না।

১৪ –দলিল নির্ভর কোথাও কোন আমল চললে সেখানে তাদের দলিল মজবুত বলে ভিন্ন আমল চালু করে ফেতনা সৃষ্টি করে ।

১৫ –তারা বলে আমরা কোরআন ও হাদিস থেকে বলি । বাস্তবে নিজের রায়ের পক্ষে কোরআন ও হাদিসকে ব্যবহার করে । কেননা "কোরআন ও হাদিস থেকে বলি" শুধু এই দাবিটাই যদি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হওয়ার মানদণ্ড হয়, তাহলে মুতাজিলা, খারেজি, শিয়া সবাইকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বলতে হবে কেননা সবার দলিলই কোরআন ও হাদিস থেকে । যেমন মুতাজিলা আল্লাহর জন্য হুলুল সাব্যস্ত করে কোরআনের এই আয়াত থেকে (وهو معكم أينما كنتم)

১৬ –তারা শুরুতেই হাদিসের ছয় কিতাবকে দলিল মনে করেন। যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মানহাজ নয়, কারণ তারা দলিল মনে করেন হাদিসকে কোন কিতাবের হাদিসকে নয় ।

১৭ –তারা হাদিস সহি - জঈফের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ইমামদের হুকুমের উপর অধিকাংশ সময় শায়েখ আলবানীর হুকুমকে প্রাধান্য দেয় এবং পূর্ববর্তী কোন ইমামদের রায় গ্রহণকারী সহি হতে পারে, এটা ভাবা তো দূরের কথা বরং তাকে হাদিস বিরোধী বলে ।

১৮ – মাজহাবীদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জবাজী করে ।

১৯ – তাকলীদ করাকে শিরিক বা না জায়েজ মনে করে ।

২০ – ঢালাওভাবে তাবিজকে শিরিক বলে ।

২১ – ঢালাওভাবে কারামাতকে অস্বীকার করে ।

২২ – ঢালাওভাবে সূফীবাদকে অস্বীকার করে।

২৩ – পূর্ববর্তীদের থেকে “সহি ও বিশুদ্ধভাবে” ভাবে আসা "তাজকিয়ার" বিভিন্ন তরিকাকে গোমরাহী বলে ।

২৪ – মুজতাহিদ নয় এমন ব্যক্তির জন্য মাজহাব মানা আবশ্যক মনে করে না।

২৫ – ইজতেহাদী মাসালাতে অন্যের রায়ও সহি হতে পারে এটা মানতে চায় না।

২৬ – একমাত্র নিজের রায়কেই সুন্নত মনে করে অন্যের রায়কে নয় ।

২৭ – মাজহাবকে ধর্ম মনে করে ।

২৮ – মাজহাব মানাকে ইমামদের রায় মানা মনে করে ।

২৯ – চার মাজহাবকে ইসলামের মাঝে বিভিক্তি মনে করে।

৩০ – আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে শব্দের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নেয় ।

আল্লাহ সালাফি ভাইদের আহলে সুন্নাত ও জামাতের মাজহাবে ফিরে আসার তাওফিক দান করুন । আমীন ।

ফেরেশতা সম্পর্কে আকিদা।

ক- ফেরেশতাগণ আল্লাহর সম্মানিত বান্দা । (আল-আনবিয়াঃ২৬)

খ- তাদের দেহ নূর দ্বারা সৃষ্টি ।(মুসলিম ২৯৯৬)। তবে হুকুমটি অধিকাংশের দিল লক্ষ করে কেননা ইবলিস ফেরেশতার অন্তর্ভুক্ত ছিল (বাকারা: ৩৪) এবং তার সৃষ্টি ছিল আগুন থেকে যেমনটি বলেছেন ইবনে মাসুদ, ইবনে আব্বাস ।(তাফসিরে তাবারিঃ ১/৪৮২) ইমাম কুরতুবি বলেন ইবলিস ফেরেশতার অন্তর্ভুক্ত এটাই অধিকাংশের মত । (তাফসিরে কুরতুবি ১/২৯৪)

গ- তারা আল্লাহর আদেশ পালনে বাধ্য । (তাহরিম-৬)

এই হুকুমটিও অধিকাংশের দিল লক্ষ করে কেননা ইবলিস ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরেও আল্লাহর অবাধ্যতা করেছিলো ।

ঘ- ফেরেশতাদেরকে পুরুষ বা নারী কোনটাই বলা যাবে না।

নারি বলা কুফুর ।(আন নাজম-২৭ / আল ইসরা-৪০ / জুখরুফ-১৯)

পুরুষ বলা যাবে না কেননা কোরআন ও হাদিসে এই মর্মে কোন বর্ণনা নেই।

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন কোরআন ও হাদিসে তো বিভিন্ন জায়গায় ফেরেশতাদের ক্ষেত্রে পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে।

উত্তরঃ পুরুষের সর্বনাম যেমন ব্যবহার হয়েছে তেমনি নারীর সর্বনামও ব্যবহার হয়েছে । (إذ "قالت" الملائكة يا مريم) (আল ইমরান-৪৫) এমনকি আল্লাহর ক্ষত্রেও পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার হয়েছে। অথচ আল্লাহর ক্ষেত্রে অসম্ভব পুরুষ বা নারী শব্দ ব্যবহার করা ।

(এই বিষয়ে কেউ আর বিস্তারিত জানতে চাইলে তাফসিরে রাজির সূরা ফাতেহার তাফসিরটা দেখতে পারেন)

৬- বিভিন্ন ফেরেশতা বিভিন্ন দায়িত্বে রয়েছেন। যেমনঃ

১- জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) কে বিভিন্ন নবীদের নিকট ওহী নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন।

২- মিকাইল (আলাইহিস সালাম) কে বৃষ্টি এবং উদ্ভিতের দায়িত্বে দেওয়া হয়েছে।

৩- ইসরাফিল (আলাইহিস সালাম) কে শিঙাতে ফুঁক দেওয়ার দায়িত্ত দেওয়া হয়েছে।

৪- মালাকুল মাউত (যার নাম হল "আজরাইল" (আল আজামাহ - লিল আস ফাহানি - ৪৪৩) তাকে রুহ কবজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

একটা জরুরি বিষয়ঃ

জিবরাঈল, মিকাইল, ইসরাফিল, আজরাইল, শবগুলো থেকে জিবরা, মিকা, সারাফি, আজরা, অংশ গুলোর অর্থ হল “বান্দা” ।

এবং ঈল (إيل) শব্দেটির অর্থ হল আল্লাহ। সুতরাং জিবরাঈল, মিকাইল, এ জাতীয় শব্দের অর্থ হল “আল্লাহর বান্দা” । (তাফসিরে তাবারি ২/২৯৬ / ফাতহুল বারি ৮/১৬৫)

৫- আটজন ফেরেশতা কেয়ামতর দিন আল্লাহর আরশকে বহন করে রাখেবন। (আল হাক্কাহ-১৭)

৬- কিছু ফেরেশতা আছেন যারা বান্দার প্রতিটি কাজ এবং কথা লিবিবদ্ধ করেন। বিশুদ্ধ মত অনুসারে প্রত্যেক বান্দার সাথে চারজন ফেরেশতা থাকেন দুইজন দিবসে, দুইজন রাতে । (কাহাফ-৪৯ / ইনফিতার-১১)

৭- মুনকার ও নাকির নামক দুইজন ফেরেশতা আছেন। তাদের আকৃতির ভয়াবহতার কারনে এই শব্দে তাদের নাম করণ করা হয়েছে। যখন কেউকে দাফন দেওয়া হয় তখন তারা দুইজন এসে প্রশ্নোত্তর করেন। বাইহাকির

রেওয়াতে আছে “তাদের চোখ হবে ভয়াবহ বিজলীর ন্যয়। আর তাদের আওয়াজ হবে প্রচণ্ড গর্জনের ন্যয়” । (আল ইতিকাদ লিল বায়হাকি-২২২) (আল্লাহ আমাদের সকলের জন্য এই মারহালাকে সহজ করেন দিন। আমীন।)

৮- কিছু ফেরেশতা যারা আজরাইল (আলাইহিস সালাম) এর সহযোগী । (আন নাহল-২৮)

৯- কিছু ফেরেশতা আছেন জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্তে। (আল মুদদাসসির-৩০)

১০- সম্মানিত লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণ ছাড়াও এমন কতক ফেরেশতাগণ আছেন আদম সন্তানদের রক্ষাকারী হিসাবে । (আর- রাআদ-১১)

১১- কিছু ফেরেশতা আছেন যারা আল্লাহর আরশকে বেষ্টন করে রাখবেন। (আজ জুমার-৭৫)

১২- কিছু ফেরেশতা বান্দাদের বিভিন্ন কাজের আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। তাদের সংখ্যা অগণিত। (আল মুদ্দাসসির-৩১)

ইমাম রাজী রঃ ফেরেশতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাবে চারটি আকিদা উল্লেখ করেনঃ

১ – এই ঈমান রাখতে হবে , ফেরেশতার অস্তিত্ব আছে ।

২ – তারা মাসুম ।

৩ – তারা হলেন বান্দার মাঝে এবং আল্লাহর মাঝে “মাধ্যম” ।

৪ – আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন আসমানি কিতাব বিভিন্ন নবীদের নিকট পৌঁছেছে ফেরেশতার মাধ্যমে ।

সহি আকিদা নিয়ে এক সালাফির সাথে কথোপকথন

এক সালাফি ভাই বলেনঃ "আমি সহি আকিদার উপরে আছি" ?

আমি বললামঃ এই সহি আকিদার উপরে কী আপনার পূর্বে আর কেউ ছিল ?

তিনি বলেন অনেকে ছিলেন ?

আমি বললাম রাসুল সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রতেক শতাব্দী থেকে দেখান তো, কেউ বলছেন আমি "সাহি আকিদার উপরে আছি" বা যারা ইসলামী ইতিহাস লিখেছেন তারা কেউ লিখছেন, অমুক অমুক আলেম "সহি আকিদার" উপরে ছিলেন ? আমাকে এই সহি নাম সহ প্রত্যেক শতাব্দী থেকে কিছু কিছু করে মাত্র ১০০ জনের একটা লিস্ট দিন ?

বেচারা সালাফি ভাই আর কিছু বলে না ।

আমি বললামঃ ভাই কিছু জিনিস ব্যক্তির নামে এবং গুনে এবং ন্যায়পরায়নতা এবং বিশ্বস্ততার উপরে চলে । সেখানে "সহি" লাগাতে হয় না ।

যেমন ইমাম আশারি ও ইমাম মাতুরিদি তারা আকিদার বিষয়ে বিজ্ঞ ছিলেন এবং ন্যায়পরায়নতা ও বিশ্বস্ততার সাথে আকিদার বিভিন্ন বিষয় লিপিবদ্ধ করে গেছেন এবং পরবর্তী হাজার ও লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের মত আকিদা পোষণ করেছেন যাদের আশারি বা মাতুরিদি বলা হয় । ইসলামী ইতিহাসে তাদের জীবনী পড়ে দেখুন তারা কেমন বিজ্ঞ ছিলেন এবং তারা আহলে সুন্নাত ও জামাতের ইমাম ছিলেন । এখানে সহি আশারি বা সহি মাতুরিদি লাগানোর কোন দরকার হয় না ।

পক্ষান্তরে আপনার শায়েখগুলো ভালো করেই জানেন , আমরা যদি আজ বলি, আমাদের এই “সহি আকিদা” একসময় ছিল মুজাসসিমা হাশাঈদের আকিদা, তাহলে পাবলিক খাবে না । তাই শুরুতে সহি লাগাইছে , যাতে সাধারণ মানুষ এই “সহির” ধোঁকাতে পড়ে । আল্লাহ আমাদের মাফ করুক । আপনিও ভাই পড়ে গেছেন এই “সহির” ধোঁকাতে ।

যদি আপনি আমার কথার সত্যতা জানতে চান , তাহলে একটু সাহস করে আপনার শায়েখদের প্রশ্ন করুনঃ আমরা আজ যেটাকে “সহি আকিদা” নামে চিনি, আমাদের পূর্বে এই সালাফি আকিদার কারা কারা ছিলেন , প্রতিটা শতাব্দী থেকে কিছু কিছু করে মাত্র ১০০ জনের একটা লিস্ট দিন এবং আমাকে ৫টি সনদ সহ হাদিসের কিতাব এবং ৫টি তাফসীরের কিতাব এবং ৫টি হাদিসের শরার নাম দিন, যার লেখকরা সবাই আমাদের আকিদার ছিলেন। এবং আমাদের আগেও কি এই আকিদাকে “সহি আকিদা” বলা হত ? তাহলে দলিল দিন অথবা বলুন এই “সহি আকিদা” নামটা শুরু কোন শতাব্দী থেকে ?

একবার সাহসিকতার সাথে প্রশ্নটা করুন ইন সা আল্লাহ স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং যদি আপনাকে উল্লেখিত প্রশ্নের দলিল দিতে পারেন কেউ , তাহলে আমাদের কাছে নিয়ে আসুন, যেন আমরাও সহি আকিদার হয়ে যেতে পারি ।

আল্লাহ সালাফি ভাইদের সহি বুঝ দান করুন । আমীন ।

সর্বশেষ কিছু কথাঃ

আশা করি বুঝতে পরেছেন, আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে বর্ণিত শব্দের বাহ্যিক অর্থ ধরে আল্লাহর জন্য কোন স্থান সাব্যস্ত করা যেমন, আরশ বা আসমানের উপর। অথবা বিভিন্ন অঙ্গ সাব্যস্ত করা যেমনঃ হাত, পা, চেহারা, চোখ, এই গুলো মুজাসসিমা মুশাব্বিহা হাশাঈদের আকিদা। যেই আকিদা অন্ধের মত অনুসরণ করে যাচ্ছেন বর্তমান সালাফি ভাইরা এবং সাধারণ মানুষের কাছে প্রচার করছেন যে, **এটাই আহলে সুন্নাত ও জামাতের আকিদা ।** নাউজুবিল্লাহ।

তবে তাদের এই প্রচারের সব থেকে মারাত্মক এবং জঘন্য দিকটি হল, তারা **হাসাঈ আকিদাকে আল্লাহর উদ্দেশ্য বলে চালিয়ে দেন।** যেমনঃ কোরআন বা হাদিসে এমন আয়াত বা হাদিস পাওয়া যাবে না, যেখানে আল্লাহ বলছেন, হে বান্দা আমার হাত, বা চোখ আছে । যেমনিভাবে আল্লাহর ক্ষমতা সকল কিছুর উপর আছে এটা বুঝানোর জন্য, আল্লাহ বিভিন্ন আয়াতে বলেছেনঃ তোমরা জেনে রাখো আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান । (সূরাঃ তালাক - ১২) বরং সিফাতের প্রতিটি আয়াত বা হাদিস নিয়ে একটু চিন্তা করলে দেখবেন, আল্লাহ যে কোন ভিন্ন একটি বিষয় বা উদ্দেশ্যকে বুঝানোর জন্য, হাত, চেহারা, চোখ, শব্দ ব্যবহার করেছেন । মূল উদ্দেশ্য এটা বুঝানো না যে, হে বান্দা আমার চেহারা, বা চোখ আছে। কিন্তু এই সালাফি ভাইরা হাশাঈ আকিদার মূলনীতি অনুসরণ করে এই শব্দগুলোর বাহ্যিক অর্থ ধরে আল্লাহর জন্য বিভিন্ন অঙ্গ সাব্যস্ত করছেন, পরে বলেনঃ আল্লাহ নিজেই বলছেন, আল্লাহর হাত, চোখ, চেহারা আছে । নাউজুবিল্লাহ **। তার থেকে বড় জালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর নামে মিথ্যা আরোপ করে।** (সূরাঃ আনআম- ৯৩)

বাস্তবে বর্তমান সালাফি আকিদা মোটেও আহলে সুন্নাত ও জামাতের আকিদা নয় যা আশা করি পূর্বের দলিল ভিত্তিক আলোচনাতে স্পষ্ট হয়েছেন এবং বর্তমানে দেওবন্দিরা আহলে সুন্নাত ও জামাতের আকিদার উপরেই আছেন ।

আলহামদুলিল্লাহ্ । সুতরাং সালাফি নামটি পরিহার করে তাদেরকে দলিল ভিত্তিক তাদের আসল এবং প্রকৃত নামে ডাকাই যুক্তিযুক্ত "মুশাব্বিহা হাসাঈ" ।

সর্বশেষ কথা হল **আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে আমরা শর্ত সহ তাফঈদের আকিদা রাখবো** । এবং কেউ তাবীল করলে তাকে গোমরাহ বলবো না । তবে কারো তাবীল যদি জাহমিয়া বা মুতাজিলার মত হয়, যার কারণে আল্লাহর সিফাতকে বাতিল ও নাকচ করা হয় । তাহলে আমরা তা সমর্থন করবো না এবং সেই আকিদা বর্জন করবো । এবং জোরপূর্বক অনেক আয়াত এবং হাদিসকে আমার হাশাঈ ভাইরা নিজেদের দলিল বানাতে চান । ধারাবাহিক এর জবাব লেখা হবে । ইন সা আল্লাহ । এবং আল্লাহ চাইলে এক সময় সবগুলোকে এক সাথে প্রকাশ করা হবেন । আল্লাহ কবুল করুন এবং সহজ করে দিন । আমীন ।

সবার নিকট আবার আবেদন, যদি বইটিতে কোন ভুল নজরে আসে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই অবগত করবেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে প্রবৃত্তির অনুসরণ বা গোঁড়ামি বা অন্ধ তাকলীদকে পরিহার করে সত্যকে গ্রহণের তাওফিক দান করুন। এবং আল্লাহ আমার মুশাব্বিহা হাশাঈ ভাইদের আহলে সুন্নাত ও জামাতের আকিদা গ্রহণের তাওফিক দান করুন। আমীন। এবং আল্লাহ যেন আমার এই সামান্য খেদমতকে সদকায়ে জারিয়া হিসাবে কবুল করেন।আমীন ।

ولله الحمد